জাগরণ হতে নিদ্রা পর্যন্ত
একজন মুমিনের ধারাবাহিক

# মাসনূন দোয়া ও আমল

সম্পাদনা
মুফ্‌তী মুহা'ম্মদ ওসমান আল-হাসান

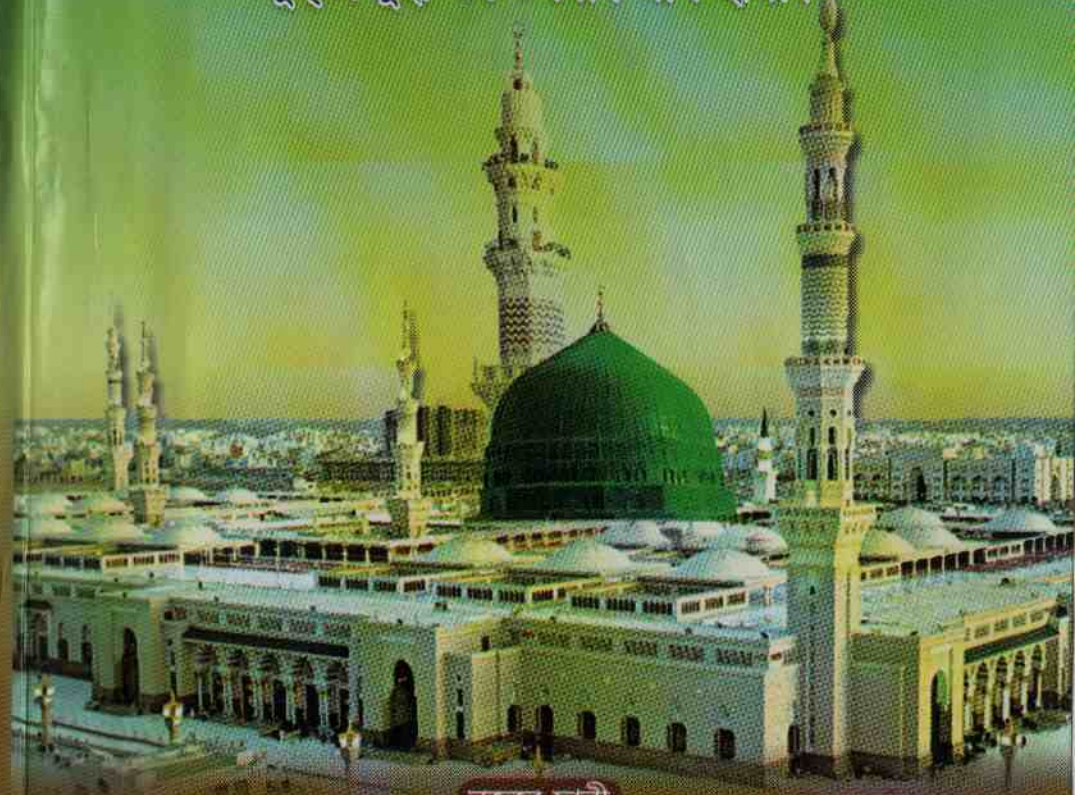

নজরে ছানী
মাওলানা নুরুল আনছার

জাগরণ হতে নিদ্রা পর্যন্ত
একজন মুমিনের ধারাবাহিক

# মাসনূন দোয়া ও আমল

সম্পাদনা
মুফ্‌তী মুহাম্মদ ওসমান আল-হাসান

নজরে ছানী
মাওলানা নুরুল আনছার

সংকলক
মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান খাঁন

প্রিয় নবী হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক
আমলকৃত সহীহ্ হাদীস থেকে সংকলিত

# জাগরন হতে নিদ্রা পর্যন্ত একজন মুমিনের ধারাবাহিক মাসনূন দোয়া ও আমল


সংকলক
মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান খাঁন
০১৯১৮-৭০৪৬৩৭
০১৬৭৮-৬৬৪৭২৫



প্রথম প্রকাশঃ ২০১২ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশঃ ২০১৩ ইং
তৃতীয় প্রকাশঃ ২০১৬ ইং

কম্পোজ ও মুদ্রণে
এট্যাচ এ্যাড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

সংকলকের পিতা-মাতা, বংশের মুরুব্বী যারা এই সুন্দর পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েছেন। সর্বোপরি সমস্ত মুমিন মুসলমানদের ইছালে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য।

# ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্তাআ'লার জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের প্রতিপালক। অগণিত দরুদ ও সালাম সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি, অবারিত শান্তি বর্ষিত হোক হযরত আদম (আ'লাইহিস্ সালাম) থেকে এই পর্যন্ত যত নবী, রাসূল, সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, মুমিন-মুসলমান যারা এই নশ্বর পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েছেন তাদের আরওয়াহ্ পাকের উপর।

একজন মুমিন নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়া থেকে নিয়ে পুনরায় নিদ্রার কোলে ঢলে পড়া পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রমে সময়গুলো অতিবাহিত করে। এই কার্যক্রমগুলো যদি আল্লাহ্তাআ'লার হুকুম ও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ত্বরীকা মত সম্পন্ন করা যায় তবে সারাদিনের সময়টা আল্লাহ্তাআ'লার ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ্তাআ'লা বলেন "আমি জ্বীন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য" (যারিয়াত ৫৬)। এই ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল দোয়া। এই দোয়া সম্পর্কে মহান আল্লাহ্তাআ'লা বলেন "তোমরা আমার নিকট দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়াগুলো কবুল করব" (মুমিন ৬০)। দোয়া সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন "দোয়া ইবাদতের মগজ"। "আল্লাহ্তাআ'লার নিকট দোয়া অপেক্ষা কোন জিনিসই অধিক সম্মানিত নহে"। "যে আল্লাহ্তাআ'লার নিকট দোয়া করেনা, আল্লাহ্তাআ'লা তার উপর রাগ করেন" "যে ব্যক্তি ভালবাসে যে, দুঃখের সময় আল্লাহ্তাআ'লা তার দোয়া কবুল করবেন, সে যেন সুখের সময় অধিক দোয়া করে" (মিশকাত ২১২৭, ২১২৮, ২১৩৩, ২১৩৫)।

উদাহরণ স্বরূপ একজন মুমিন টয়লেটে ঢুকল এবং প্রয়োজন সেরে বের হল। এখন সে দুই পদ্ধতিতে এই কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। সে টয়লেটে বাম পা দিয়ে ঢোকার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শিখানো দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্তাআ'লার কাছে আশ্রয় চাইল। সুন্নত তরীকামত প্রয়োজন সারল এবং বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে বের হয়ে আল্লাহ্তাআ'লার শোকর আদায় করল। তাহলে এই কার্যক্রমটা তার ইবাদতে পরিণত হল, অন্যথায় ইবাদতে পরিণত হল না। এইভাবে একজন মুমিন সারাদিনের কার্যক্রমগুলি বিভিন্ন মাসনূন দোয়াসমূহ শিখে সেইভাবে আমল করলে তার সারাটা দিন ইবাদতে পরিণত হল। **দাওয়াতে তাবলীগের মুরুব্বীরাও এই মাসনূন দোয়ার উপর অত্যন্ত জোর দিয়ে থাকেন।**



এই নেক উদ্দেশ্যেকে সামনে নিয়েই কিতাবখানি সংকলন করা হয়েছে। সমস্ত দোয়া/কালাম গুলির বাংলা উচ্চারণও এই কিতাবে সংকলিত করা হয়েছে।

বাস্তবে আরবীর সঠিক উচ্চারণ বাংলায় সহীহ্ হয় না। তাই পাঠকের কাছে বিশেষ অনুরোধ, **আপনি যে বয়সেরই হোন না কেন, মৃত্যুর আগে হলেও সহীহ্ শুদ্ধভাবে কোরআন মজীদ শিখার চেষ্টা করে উত্তম মানুষে পরিণত হোন।** কারণ হাদীস শরীফে আছে "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে নিজে কোরআন মজীদ শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়" (বুখারী ৪৬৫৭)।

এই কিতাব সংকলন করতে অনেকগুলো কিতাবের সহায়তা নিয়েছি। কিতাবখানি সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব নিয়ে বন্ধুবর মুফ্তী মুহা'ম্মদ ওসমান আল-হাসান সাহেব আমাকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্তাআ'লা তার এই খেদমতকে কবুল করুন।

বইটি সংকলন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং কম্পোজ ও মুদ্রণ সহ অন্যান্য কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় যারা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের এই সহযোগিতাকে আল্লাহ্তা'আলা যেন কবুল করেন এবং এর উছিলায় আল্লাহ্তা'আলা তাদের উত্তম বিনিময় দান করেন। বিশেষ করে তৃতীয় সংস্করণে বন্ধুবর মাওলানা নুরুল আনছার সাহেব কিতাবটি নজরে ছানী করে আমাকে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্তাআ'লা তাঁর এই খেদমতকে কবুল করুন এবং তাঁর নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। সর্বোচ্চ সতর্কতা সত্ত্বেও অনুবাদ ও মুদ্রণ ত্রুটি থাকা বিচিত্র নয়, যে কোন ত্রুটি/ভুল পরিলক্ষিত হলে জানালে উপকৃত/খুশি হব। পরিশেষে আমি নিজেও দোয়ার মোহতাজ। আল্লাহ্তাআ'লা যেন আমাকেও খাতেমা বিল খায়ের করেন।

**সংকলক**

**মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান খাঁন**
০১৯১৮-৭০৪৬৩৭
০১৬৭৮-৬৬৪৭২৫

# সম্পাদকের কথা

'দোয়া' হলো মুসলমানদের সামগ্রিক জীবনের নিত্য সাথী। দোয়া মু'মিনের হাতিয়ার স্বরূপ। আল্লাহ্তাআ'লার উপর বিশ্বাসী মুমিনগণ সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে সর্বদা আপন মাওলা মুনিবকে ডাকে, বালা মুছিবতের সময় তার কাছে ফরিয়াদ জানায় এবং অভাব অভিযোগ তাঁরই দরবারে পেশ করে। আর এটাই হলো দোয়ার সার নির্যাস। দোয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে আল্লাহ্তাআ'লা এরশাদ করেন, "তোমরা আমার কাছে দোয়া কর আমি অবশ্যই তোমাদের দোয়া কবুল করব"। আমাদের নবীজি (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) আপন উম্মতকে জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। উম্মতের বিশিষ্ট আলিমগণ নবীজি (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আমলকৃত সেইসব দোয়াগুলো বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে সংকলন করেছেন। আমার মুহতারাম ভাই জনাব **মুহা'ম্মদ মুজিবুর রহমান খাঁন** সাহেবের সংকলিত এই পুস্তিকাটি সেই সোনালী ধারার একটি সুবিন্যস্ত সাধনা। তিনি এই পুস্তিকায় একজন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনে যেসব দোয়ার প্রয়োজন তাঁর বিরাট একটি অংশ তুলে ধরেছেন। সাধারণ মুসলমানের উপকারার্থে তিনি এই বইটি প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণ করছেন। মহান আল্লাহ্তাআ'লা তাঁর এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এটাকে তাঁর ও তাঁর পরিবারের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন ॥

বিনীত

**মুফ্তী মুহাম্মদ ওসমান আল-হাসান**
প্রাক্তন উস্তাযুল হাদীস
দারুল ফুরকান, হালিশহর, চট্টগ্রাম।
প্রাক্তন পেশ ইমাম ও খতীব, বায়তুল মোশাররফ জামে মসজিদ
হালিশহর, চট্টগ্রাম।



# তৃতীয় সংস্করনের ভুমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্তাআ'লার জন্য। অগনিত, অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক দোজাহানের সর্দার হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর। দোয়া হল ইবাদতের সারবস্তু। মহান আল্লাহ্তাআ'লা তাঁর বান্দাদেরকে দোয়া করার জন্য যেমন আদেশ করেছেন, তেমনিভাবে যে দোয়া করে না তার প্রতি তিনি নারায হয়ে যান। আগত-অনাগত সকল বিপদ-আপদের ক্ষেত্রে দোয়া কার্যকর। মহানবী হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) অসংখ্য দোয়া আল্লাহ্তাআ'লার দরবারে করেছেন এবং অনেক সুন্দর সুন্দর দোয়া উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ এ বর্ণিত দোয়া সমুহকে দোয়ায়ে মাছুরা বলে। শ্রদ্ধেয় দ্বীনি ভাই জনাব মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান খাঁন সাহেব একজন সাধারণ শিক্ষিত হলেও তিনি অনেক কষ্ট পরিশ্রম করে একটি দোয়ার বই সংকলন করেছেন। মা'শাআল্লাহ্ তিনি অতি প্রয়োজনীয় দোয়াসমুহ একত্রিত করেছেন। আল্লাহ্তাআ'লার কাছে দোয়া করি তিনি যেন বইটিকে কবুল করেন এবং পাঠক সমাজকে যেন এ বই থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। তাঁর বইটিতে দোয়া সমুহের উৎস উল্লেখ ছিল না বলে সচেতন পাঠক সমাজের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছে যেন প্রত্যেকটি দোয়ার মূল উৎস বা সূত্র উল্লেখ করে দেয়া হয়। অতএব তিনি এ ব্যাপারে আমাকে আদেশ করলে আমিও এ সুযোগকে নাজাতের উসিলা হিসাবে গ্রহণ করে অনেক ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য হলাম। আমি আমার সীমিত জ্ঞানে সাধ্যমতে প্রতেকটি দোয়া হাদীসের কিতাবাদি থেকে তার মূল সূত্রসহ উল্লেখ করার আপ্রান চেষ্টা চালিয়েছি। এছাড়া যে সকল দোয়া তাঁর পান্ডুলিপিতে ছিল না তাও উল্লেখ করেছি। তারপরও মাত্র কয়েকটি দোয়া যেগুলির কোন সুত্র পাওয়া যায়নি তবে ওলামায়ে কেরামগণের কাছে আমল থাকায় সেগুলি বাদ দিইনি। বইটির ব্যাপারে আমি আল্লাহ্তাআ'লার কাছে মকবুলিয়ত এবং পাঠকপ্রিয়তা কামনা করছি।

আরযগুজার

**মাওলানা নুরুল আনছার**
খতীব, ১ নং রোড নতুন মার্কেট জামে মসজিদ
পোর্ট কলোনী, চট্টগ্রাম।
০১৮১৭৭৬২৫০১, ০১৫৩৫৭৫৩২৩১

# সূ চী প ত্র


বিষয়বস্তু — পৃষ্ঠা

**১. জাগ্রত হওয়া**

নিদ্রা হতে জাগরণের দোয়া ১৫
টয়লেটে প্রবেশের দোয়া ১৬
টয়লেট থেকে বের হওয়ার দোয়া ১৬
ইস্তিঞ্জার (পস্রাব ও পায়খানা) আদব ১৬
মুয়ায্যিনকে আযান দিতে শুনলে দোয়া ১৭
মসজিদ হতে মুয়ায্যিনের আযানের জবাব ১৭
যে সব অবস্থায় আযানের জবাব দেয়া উচিৎ নয় ১৯
আযানের দোয়া ১৯
মাগরিবের আযানের সময় দোয়া ২০

**২. উজু, তায়াম্মুম ও গোছল**

উজুর ফরজ, উজু করার তরিকা, উজু ভঙ্গের কারণ, উজুর প্রকার ২০-২১
উজুর শুরুতে দোয়া ২১
উজুর মাঝে পড়ার দোয়া ২২
উজুর অঙ্গসমূহ ধোয়ার শেষে তওবার নিয়তে দোয়া ২২
উজুর পর কিবলামুখী হয়ে দোয়া ২২
তারপর কালিমায়ে শাহাদাত ২৩
তায়াম্মুম, তায়াম্মুমের ফরজ ও তায়াম্মুমের তরিকা ২৩-২৪
গোছলের ফরজ ও গোছলের তরিকা ২৪
ঘর হতে বের হওয়ার দোয়া ২৪
বাসা হতে নিচে নামা অথবা উপরে উঠার তাসবীহ্ ২৫

**৩. মসজিদ**

মসজিদের দিকে রওয়ানা হওয়ার সময় সুন্নত ও আদব ২৫
জুমার দিনের সুন্নত ও আদব ২৫
মসজিদের দিকে চলার সময় দোয়া ২৫
মসজিদ নজরে আসলে দোয়া ২৬





মসজিদে প্রবেশের সুন্নত ও আদব ২৬
মসজিদে প্রবেশের পূর্বে দোয়া ২৬
ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশের সময় দোয়া ২৬
মসজিদে ঢুকে এ'তেফাকের নিয়ত ২৭
আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ার দোয়া ২৭
মসজিদে নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকার সময় তাসবীহ্ ২৮
বাম পা দিয়ে মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় দোয়া ২৮

**৪. নিজের ঘর**

নিজ ঘরে প্রবেশকালে দোয়া ২৯
বসার, খাওয়ার, পান করার আদব ২৯-৩০
নাস্তা/খাবার দস্তরখানে আসলে দোয়া ৩০
খাওয়ার শুরুতে দোয়া ৩০
খাওয়ার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র বলবে ৩০
খাওয়ার পর দোয়া ৩১
কারো বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়ার পর দোয়া ৩১
দস্তরখান উঠানোর সময় দোয়া ৩২
জমজমের পানি পান করার সময় দোয়া ৩২
আয়নায় চেহারা দেখার সময় দোয়া ৩২

**৫. দৈনন্দিন কাজের জন্য ঘর হতে বের হওয়ার পর আমল**

রাস্তার আদব ৩২
রাস্তায় কোন মুমিনের সাথে দেখা হলে বলতে হবে ৩৩
কোন মুমিন সালাম দিলে জবাবে বলতে হবে ৩৩
কোন মুমিনকে কেউ সালাম পৌছালে জবাবে বলতে হবে ৩৩
সালামের আদব ৩৩
সালামের অর্থগত ব্যাপকতা ৩৪
যে যে অবস্থায় সালাম দেয়া উচিৎ নয় ৩৪
সালামের পর মুসাফাহা করলে দোয়া ৩৪
মুসাফাহার সুন্নত ও আদব ৩৪
উভয়ে মুআনাকা (কোলাকুলি) করলে দোয়া ৩৪
মুআনাকার সুন্নত ও আদব ৩৫
চলার পথে কোন বেগানা মহিলা সামনে পড়লে দোয়া ৩৫
চলার পথে কোন গুনাহ্ হয়ে গেলে দোয়া ৩৫
বাজারে ঢোকার সময় দোয়া ৩৫

কোন মুমিন হাঁচি দিলে দোয়া ৩৬
হাঁচির জবাবে বলতে হয় ৩৬
হাঁচি দাতা পুণরায় বলবে ৩৬
কোন যানবাহনে উঠার পর দোয়া ৩৬
যানবাহনের আদব ৩৭
নৌকা/পানির জাহাজ/ উড়োজাহাজে আরোহণের পর দোয়া ৩৭
লম্বা সফরে যাওয়ার সময় পরিবারের জন্য দোয়া ৩৭
সফরের মধ্যে কোথায়ও রাত্রি যাপন করলে দোয়া ৩৮
জানাযা যেতে দেখলে/মৃত্যু সংবাদ শুনলে দোয়া ৩৮
চলতি পথে অথবা অন্য সময় কেউ কোন উপকার করলে দোয়া ৩৮
রোগী দেখতে গেলে দোয়া ৩৯
কোন বিপদাপন্ন/রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে দোয়া ৩৯
রোগী দেখতে গেলে ৭ বার এই দোয়াটিও পড়া যায় ৩৯
রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার জন্য এই দোয়াটিও পড়া যায় ৪০
মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট পড়ার কালাম/আমল ৪০
মেহমান বিদায় দেয়ার সময় দোয়া ৪০
কোন মজলিসে বসার পর উঠার সময় কালিমা ৪০
স্ত্রী সহবাসের দোয়া ৪১
কবর যিয়ারত করতে গেলে দোয়া/আমল ৪১
পিতামাতার কবর জিয়ারত ৪২

## ৬. রাত্রীকালীন আমল

শোয়া/ঘুমানোর সুন্নত/আদব ৪২
সন্ধ্যার সময় দোয়া ৪২
বিছানায় যাওয়ার পর দোয়া/আমল ৪৩
হাত চোয়ালের নীচে রাখার পর দোয়া ৪৫
ডান কাত হয়ে শুয়ে দোয়া (সর্বশেষ কালিমা) ৪৫
রাতে ঘুম না আসলে দোয়া ৪৬
খারাপ স্বপ্ন দেখলে (বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করার পর) দোয়া ৪৬

## ৭. নামাযের ধারাবাহিক কালাম ও তাসবীহ্ সমূহ

জায়নামাজের দোয়া ৪৭
তাকবীরে তাহ্রীমা ৪৭
ছানা ৪৭
রুকুর তাসবীহ্ ৪৭
রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় তাসবীহ্ ৪৭



রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর তাসবীহ্ ৪৮
সুন্নত ও নফল নামাযে রুকুর তাসবীহের পর দোয়া ৪৮
সিজদার তাসবীহ্ ৪৮
দুই সিজদার মাঝে বসে পড়ার দোয়া ৪৮
চার রাকাতের প্রথম বৈঠকে বসে তাশাহুদ ৪৯
শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দরুদ শরীফ (দরুদে ইব্রাহিম) ৪৯
দরূদ শরীফ পড়ার পর দোয়া (দোয়া মাছুরা) ৫০
দোয়া মাছুরার পর ডান ও বাম দিকে সালাম ৫০
বিত্র নামাযের তৃতীয় রাকাতে দোয়া কুনুত ৫০
বিত্র নামাজের পর তাসবীহ্ ৫১
নামাজের সালাম ফিরানোর পর দোয়া/কালাম ৫১

## ৮. নামাযের জরুরী বিষয় সমূহ

নামাযের ফরয/ওয়াজিব/সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ৫৫
নামায ভঙ্গের কারণ ৫৬
দুই রাকাত নামাযে ৬০টি মাসআলা ৫৬

## ৯. রোজা

রোজার ফরজ/সুন্নত ৫৮
রোজার নিয়ত ৫৮
ইফতার সামনে নিয়ে দোয়া ৫৯
ইফতার শুরু করার সময় দোয়া ৫৯
রমজানের তারাবী নামাজের ৪ রাকাত নামাজের পর দোয়া ৫৯
রমজানের তারাবী নামাজের মুনাজাত ৬০
শবে ক্বদরের রাত্রিতে বিশেষ দোয়া ৬১

## ১০. জানাজা/মৃত ব্যক্তি সম্পর্কিত দোয়া

জানাজার নামাজের ফরয ও সুন্নত
জানাজার নামাজে ১ম তাকবীরের পর ছানা ৬১
জানাজার নামাজে ২য় তাকবীরের পর দরূদ শরীফ ৬১
জানাজার নামাজে ৩য় তাকবীরের পর দোয়া ৬১
মুর্দাকে কবরে রাখার সময় দোয়া ৬২
কবরের উপর মাটি দেয়ার সময় দোয়া ৬২

**১১. হাদীসে বর্ণিত সকাল সন্ধ্যার তাসবীহ্ ও দোয়া** ৬২-৬৯
**১২. হাদীসে বর্ণিত স্বাভাবিক সময় পড়ার দোয়া** ৬৯-৭৮

## ১৩. কিছু গুরুত্বপূর্ণ দোয়া


বিশ লক্ষ নেকীর দোয়া ৭৮
বিপদ/মুসিবতের সময় দোয়া ৭৮
শত্রুর ভয়ের আশংকা করলে দোয়া ৭৯
হাযত/প্রয়োজন পূরণের দোয়া ৭৯
জামে' দোয়া (সর্বমুখী ভালাইর দোয়া) ৮০
ইস্তেখারার দোয়া/নামায ৮১
সর্বপ্রকার দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া ৮২
মাখ্লূকের সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও অপকারিতা হতে হেফাজতের আমল ৮৩


## ১৪. কিছু আনুষঙ্গিক দোয়া


বৃষ্টি কামনার দোয়া ৮৪
বৃষ্টি শুরু হলে দোয়া ৮৪
বৃষ্টির কারণে ক্ষতি হলে দোয়া ৮৪
বজ্রপাত হলে ও বিদ্যুত চমকালে দোয়া ৮৪
ঝড়ো বায়ু প্রবাহিত হলে দোয়া ৮৫
নতুন ফল খাওয়ার সময় দোয়া ৮৫
নব বিবাহিতের উদ্দেশ্যে দোয়া ৮৫
নতুন চাঁদ দেখলে দোয়া ৮৫
শবে বরাতের রাতে পড়ার দোয়া ৮৬
তাকবীরে তাশরীক ৮৬
রজব মাসের চাঁদ উদয় হলে দোয়া ৮৬
কুরবানীর পশু জবেহ করার সময় দোয়া ৮৭



**১৫. সব সময় মুখে জারি রাখার কয়েকটি বিশেষ কালিমা** ৮৭-৯১

**১৬. ইসমে আযম (সর্বাধিক বড় ও সম্মানিত নাম)** ৯১-৯২


## ১৭. আল কোরআনে বর্ণিত শ্রেষ্ঠ মোনাজাত/দোয়া


ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ লাভের দোয়া ৯২
কোন চাওয়া (দোয়া) আল্লাহ্র দরবারে কবুল করানোর দোয়া ৯৩
অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি না হওয়ার দোয়া ৯৩
পাপ মোচনের জন্য দোয়া ৯৪
মুমিনদের তালিকায় নাম লিখাবার জন্য দোয়া ৯৫
নিজেদের প্রতি জুলুম করার পর ধ্বংস হতে বাঁচার জন্য দোয়া ৯৫
দোযখের আগুন হতে বাঁচার জন্য দোয়া ৯৬





ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা লাভের জন্য দোয়া ৯৬
কিয়ামতের দিন সমস্ত মুমিনের মাগফিরাতের জন্য দোয়া ৯৬
স্ত্রী পুত্রের কল্যাণের জন্য দোয়া ৯৭
পিতা মাতার জন্য দোয়া ৯৭
মুমিনদের জন্য আরশ বহনকারী ফিরিশতাদের দোয়া ৯৭
যালিমের যুলুম থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য দোয়া ৯৭
আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনের দোয়া ৯৮
ঈমানের সাথে মৃত্যু ও পরকালে সম্মানের দোয়া ৯৮

**১৮. চার কালিমা ও দুই ঈমান** ৯৮-১০০


## ১৯. দরুদ শরীফ


শ্রেষ্ঠ দরুদ শরীফ ১০১
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শাফায়াত ১০১
সত্তর হাজার ফিরিশ্তার এক হাজার দিন পর্যন্ত ইস্তেগফার ১০১
আশি বছরের ইবাদতের সওয়াব ১০১
ছদকার পরিবর্তে দরুদ শরীফ ১০২
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নৈকট্যলাভের দরুদ ১০২
পূর্ণ মাপের দরুদ শরীফ ১০২
সৌভাগ্য আনয়নকারী দরুদ শরীফ ১০৩
রোগের উপশমের জন্য দরুদ শরীফ ১০৩
মাগফিরাতের দরুদ শরীফ ১০৪
স্বপ্নের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) ১০৪
দরুদে তুনাজ্জিনা (বালা মুছীবত হতে রক্ষা পাওয়ার দরুদ) ১০৫
জ্বীন-ইনসান কর্তৃক পঠিত শ্রেষ্ট দরুদ ১০৬
অন্যান্য দরুদ শরীফ ১০৬
কয়েকটি ছোট দরুদ শরীফ ১০৭

**২০. আল্লাহ্তা'য়ালার নিরানব্বই নাম** ১০৭-১১৩

**২১. কতিপয় মূল্যবান/উপদেশমূলক হাদীস শরীফ** ১১৩-১২২

২২. মহিলাদের জন্য কতিপয় মূল্যবান/উপদেশমূলক হাদীস শরীফ ১২২-১২৪

২৩. ঈমানের ৭৭টি শাখা ১২৪-১২৬

২৪. কবীরা গুনাহ ১২৭

গুনাহের দশটি ক্ষতি ১২৮

২৫. কয়েকটি পরিভাষার ব্যাখ্যা (ঈমান, মুমিন, ইসলাম, মুসলমান/মুসলিম, কুফর/কাফের, শির্ক/মুশরিক, নেফাক/মুনাফেকী, মুনাফেক, মুলহিদ/যিন্দীক, মুরতাদ, ফাসেক ও আক্বীদা) ১২৯-১৩০

২৬. কয়েকটি পরিভাষার ব্যাখ্যা (ফরয, ফরযে আইন, ফরযে কেফায়া, ওয়াজিব, সুন্নত, সুন্নতে মোয়াক্কাদা, সুন্নতে গায়রে মোয়াক্কাদা, মুস্তাহ্ছান, মুস্তাহাব, হালাল, হারাম, মাকরুহে তাহ্‌রিমী, মাকরুহে তানযিহী ও মোবাহ্) ১৩০-১৩২

২৭. দাওয়াতে তাবলীগের মেহনতের ছয় ছিফত (গুণ) ১৩২-১৩৬

২৮. পুরুষ/মহিলাদের ফরজ/সুন্নত ১৩৬-১৩৭

২৯. চল্লিশ হাদীস ১৩৭-১৪২



## ১. জাগ্রত হওয়া

**রাসূলুল্লাহ্** (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) **নিদ্রা হতে জাগরণের পর এই দোয়া পড়তেন**

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ"

**উচ্চারণঃ** আলহা'মদু লিল্লা-হিল্লাযি- আহ্'ইয়া-না- বা'দামা- আমা-তানা- ওয়া ইলাইহিন্ নুশু-র।

**অর্থঃ** সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তাআ'লার জন্য যিনি আমাকে মৃত্যুর মত নিদ্রায় নিমগ্ন করার পর পুণরায় জীবিত করে উঠিয়েছেন, (বাস্তব মৃত্যুর পরও এইরূপ) পুনঃ জীবিত হয়ে তার দরবারে উপস্থিত হতে হবে। (বুখারী ৫৮৮৫)

**রাসূলুল্লাহ্** (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) **এই যিক্‌রও করতেন**

১০ বার আল্লা-হু আক্‌বার, ১০ বার আলহা'মদুলিল্লা-হ্, ১০ বার সুবহা'-নাল্লা-হ্, ১০ বার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্, ১০ বার আস্তাগফিরুল্লা-হ। **আরও বলতেন**

"اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ . أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মাগফিরলি- ওয়াহদিনী- ওয়ার যুক্বনী- ওয়াআ'-ফিনি-। আউ'-যু বিল্লা-হি মিন্ দ্বি-ক্বিল মাক্বা-মি ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে হেদায়েত, রিজিক এবং নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে কিয়ামতের ময়দানে অবস্থানের সংকীর্ণতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (নাসায়ী ১৬২০)

**রাসূলুল্লাহ্** (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) **এই দোয়াও তিনবার পড়তেন**

"اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰ وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা বিকা আছ্‌বাহ্'না- ওয়াবিকা আমসাইনা- ওয়াবিকা নাহ্'ইয়া- ওয়াবিকা নামু-তু ওয়াইলাইকান্ নুশু-র।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনারই সাহায্যে আমরা সকালে উঠি এবং সন্ধ্যায় পৌছি। আপনারই নামে আমরা বাঁচি এবং মারা যাই। আর আপনারই দরবারে আমাদেরকে উপস্থিত হতে হবে। (ইবনে মাজা ৩৮৬৮)

**টয়লেটে প্রবেশের দোয়া (প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে)**

"اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিনাল খুবুচি ওয়াল খাবা-ইচ ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট নর ও নারী শয়তান সমূহের মন্দ সাধন হতে আশ্রয় চাচ্ছি । (বুখারী ১৪৪)

**টয়লেট হতে বের হওয়ার দোয়া (প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হতে হবে)**

"غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَعَافَانِيْ"

**উচ্চারণঃ** গুফর-নাকা আলহা'মদুলিল্লা-হিল্লাযি- আযহাবা আ'ন্নিল আযা- ওয়াআ'-ফা-নি- ।

**অর্থঃ** আল্লাহ্! ক্ষমা প্রার্থনা করছি (দীর্ঘ সময় যে আপনার যিক্‌র হতে বিরত রইলাম সেজন্য) । সেই আল্লাহ্‌তাআ'লার শোকর যিনি আমা হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করলেন এবং আমাকে নিরাপদ করলেন । (ইবনে মাজা ৩০১, তিরমিযী ৭)

## ইস্তিঞ্জার (পস্রাব ও পায়খানা) আদব

**পাঁচ দিকে ফিরে ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ**

(১) ক্বিবলার দিকে মুখ করে (২) ক্বিবলার দিকে পিঠ দিয়ে (৩) চাঁদ ও সূর্যের দিকে মুখ করে (৪) প্রবল বাতাসের দিকে মুখ করে (৫) একেবারে উলঙ্গ হয়ে ।

**দশ জায়গায় ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ**

(১) মানুষ চলাচলের রাস্তায় (২) ছায়াদার/ফলদার গাছের নীচে (৩) উজু/গোছলের স্থানে (৪) গর্তের ভিতরে (৫) গোরস্থানে (৬) দাঁড়িয়ে/হেটে (৭) বিনা ওজরে পানিতে (৮) ঘরে/বিছানায় (৯) মসজিদের আঙ্গিনায়/ঈদগাহে (১০) জনসম্মুখে ।

**ছয় জিনিস নিয়ে ইস্তিঞ্জায় যাওয়া নিষেধ**

(১) আল্লাহ্‌তাআ'লার নাম (২) নবীগনের নাম (৩) ফিরিশ্‌তাগনের নাম (৪) কুরআনের আয়াত (৫) হাদীসের টুকরা (৬) দোয়া কালাম (লিখিত/অংকিত) ।

**ইস্তিঞ্জার সময় আট কাজ করা সুন্নত**

(১) বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা (২) জুতা/সেন্ডেল পায়ে রাখা (৩) মাথা ঢেকে রাখা (৪) দিলে দিলে ইস্তেগফার পড়া (৫) ঢিলা/কুলুখ ব্যবহার করা (৬) পানি খরচ করা (৭) ডান পা দিয়ে বের হওয়া (৮) আগে পরে দোয়া পড়া ।



**ইস্তিঞ্জার সময় আট কাজ করা নিষেধ**

(১) কথা বলা (২) যিক্‌র করা/তাসবীহ্ পড়া (৩) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা (৪) সালাম দেয়া (৫) সালামের জবাব দেয়া (৬) খাওয়া বা পান করা (৭) মিস্‌ওয়াক করা (৮) লিখাপড়া করা ।

**দশ জিনিস ব্যবহার করে ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ**

(১) হাড্ডি (২) কয়লা (৩) কাগজ (৪) কাঁচ (৫) গাছের কাঁচা পাতা (৬) খাদ্যদ্রব্য (৭) শুকনা গোবর (৮) জমজমের পানি (৯) ডান হাত দিয়ে (১০) ব্যবহৃত ঢিলা দ্বিতীয় বার ব্যবহার করা । (পবিত্র কুরআন ও দ্বীন শিক্ষায় নূরানী পদ্ধতি , পৃষ্ঠা ২১-২৩)

**মুয়ায্‌যিনকে আযান দিতে শুনলে দোয়া**

"اَللّٰهُمَّ افْتَحْ أَقْفَالَ قُلُوْبِنَا بِذِكْرِكَ وَأَتْمِمْ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ مِنْ فَضْلِكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মাফতাহ্ আক্বফা-লা ক্বুলু-বিনা- বিযিক্‌রিকা ওয়াআতমিম আ'লাইনা- নি'মাতাকা মিন্ ফাদ্বলিকা ওয়াজআ'লনা- মিন্ ই'বা-দিকাচ্ছ-লিহি'-না ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ! আপনার যিকিরের দ্বারা আমাদের অন্তরের বদ্ধতা খুলে দিন । আপনার অনুগ্রহে আমাদের উপর আপনার নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করে নিন । (আমালুল ইওম ১০০)

## মসজিদ হতে মুয়ায্‌যিনের আযানের জবাব

| জবাব | আযান |
|---|---|
| اَللّٰهُ اَكْبَرُ<br>**উচ্চারণঃ** আল্লা-হু আক্‌বার । (৪ বার)<br>**অথঃ** আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ | اَللّٰهُ اَكْبَرُ<br>**উচ্চারণঃ** আল্লা-হু আক্‌বার । ( ৪ বার)<br>**অর্থঃ** আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ |
| أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ<br>**উচ্চারণঃ** আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্ । (২ বার)<br>**অর্থঃ** আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া । | أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ<br>**উচ্চারণঃ** আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা- হ্ । (২ বার)<br>**অর্থঃ** আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া । |
| أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ | أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ |

| | |
|---|---|
| উচ্চারণঃ আশহাদু আন্না মুহা'ম্মাদার রসূ-লুল্লা-হ্। (২ বার)<br>অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্তাআ'লার রাসূল। | উচ্চারণঃ আশহাদু আন্না মুহা'ম্মাদার রসূ-লুল্লা-হ্। (২ বার)<br>অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্তাআ'লার রাসূল। |
| لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ<br>উচ্চারণঃ লা-হা'ওলা ওয়ালা-কুওয়্যাতা ইল্লা-বিল্লা-হ্। (২ বার)<br>অর্থঃ আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া গুনাহ্ হতে বাঁচার কোন ক্ষমতা নেই এবং নেক কাজ করারও কোন শক্তি নেই | حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ<br>উচ্চারণঃ হা'ইয়্যা আ'লাচ্ছলা-হ্। (২ বার)<br>অর্থঃ নামাযের দিকে এসো। |
| لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ<br>উচ্চারণঃ লা-হা'ওলা ওয়ালা-কুওয়্যাতা ইল্লা-বিল্লা-হ্। (২ বার)<br>অর্থঃ আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া গুনাহ্ হতে বাঁচার কোন ক্ষমতা নেই এবং নেক কাজ করারও কোন শক্তি নেই | حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ<br>উচ্চারণঃ হা'ইয়্যা আ'লাল ফালা-হ্। (২ বার)<br>অর্থঃ কল্যাণের দিকে এসো। |
| صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ<br>উচ্চারণঃ চোয়াদাক্বতা ওয়া বাররতা। (২ বার)<br>অর্থঃ তুমি সত্য বলেছ ও ভাল কাজ করেছ। | اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ<br>উচ্চারণঃ আচ্ছলা-তু খইরুম মিনান্ নাউ-ম। (২ বার)<br>অর্থঃ ঘুম হতে নামায উত্তম। |
| اَللّٰهُ اَكْبَرُ<br>উচ্চারণঃ আল্লা-হু আক্বার, আল্লা-হু আক্বার। (২ বার)<br>অর্থঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। | اَللّٰهُ اَكْبَرُ<br>উচ্চারণঃ আল্লা-হু আক্বার, আল্লা-হু আক্বার। (২ বার)<br>অর্থঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। |
| لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ<br>উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্<br>অর্থঃ নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া। | لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ<br>উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্<br>অর্থঃ নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া। |



**একামতের কালিমা**

| | |
|---|---|
| اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا<br>উচ্চারণঃ আক্বা-মাহাল্লা-হু ওয়াআদা-মাহা-। (২ বার)<br>অর্থঃ আল্লাহ্ এই নামাযকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্থায়ী করুন। | قَدْ قَامَةِ الصَّلَاةِ<br>উচ্চারণঃ ক্বদ্ক্বা-মাতিচ্ছলা-ত। (২ বার)<br>অর্থঃ নামায প্রস্তুত। |

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যখন মুয়ায্যিন আযানের বাক্যগুলি বলে তখন যে মুমিন অন্তর হতে আযানের উত্তর দেয়, সে বেহেশ্তে দাখিল হবে। (মুসলিম ৭৪৭-৭৪৯)

**যে সব অবস্থায় আযানের জবাব দেয়া উচিৎ নয়**

(১) নামাযরত অবস্থায় (২) খুৎবারত অবস্থায় (জুমা/বিবাহের খুৎবা) (৩) হায়েয/নেফাসের অবস্থায় (৪) দ্বীনি ইল্ম/শরীয়তের মাসআলা-মাসায়িল শিখবার/শিক্ষা দেয়া অবস্থায় (৫) স্ত্রী সহবাসরত অবস্থায় (৬) ইস্তিঞ্জারত (পেশাব/পায়খানা) অবস্থায় (৭) খানা খাওয়া অবস্থায়। (আহকামে জিন্দেগী, পৃষ্ঠা ১৬৯, ১৭০)

**আযানের দোয়া (প্রথমে যে কোন দরূদ শরীফ)**

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِيْ وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি ওয়াচ্ছলা-তিল ক্ব-য়িমাহ্, আ-তি মুহা'ম্মাদানিল ওয়াসি-লাতা ওয়াল ফাদ্বি-লাতা ওয়াবআ'চহু মাক্ব-মাম্ মাহ'মু-দানিল্লাযি- ওয়াআ'দতাহ্ ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মি-আ'দ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাজের আপনিই প্রভু। হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দান করুন উসিলা ও মর্যাদা এবং পৌছান তাকে মাক্বামে মাহ'মুদে, যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন, নিশ্চয় আপনি ভঙ্গ করেননা অঙ্গীকার।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আযানের শেষে এই দোয়া পড়বে, সে ক্বিয়ামতে আমার শাফায়াতের অধিকারী হবে। (বুখারী ৫৮৭, আবু দাউদ ৫২৯, দাওয়াতুল কবীর বায়হাকী ৪৯)

**হাদীসঃ** আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস্ (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, মুয়ায্যিনকে আযান দিতে শুনলে তার অনুরূপ শব্দগুলি বল, এরপর আমার উপর দরূদ পাঠ কর, কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্তাআ'লা তার উপর দশটি দয়া করবেন। অতঃপর আমার জন্য উসিলার দোয়া কর। তা জান্নাতের একটি মর্যাদা, যা তিনি তাঁর একজন বান্দাকে দান করবেন, আর আমি চাই আমি যেন সেই মর্যাদা পেয়ে যাই। অতএব যে আমার জন্য উসিলার দোয়া করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত। (মুসলিম ৭৪৮)

### মাগরিবের আযানের সময় দোয়া

"اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِيْ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্না হা-যা- ইক্বা-লু লাইলিকা ওয়াইদবা-রু নাহা-রিকা ওয়াআচওয়া-তু দুয়া'-ইকা ফাগ্ফিরলি- ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ! এ হল আপনার রাতের আগমন, আপনার দিবসের প্রস্থান এবং আপনার আহ্বানের সময়, অতএব আমাকে ক্ষমা করে দিন। (আবু দাউদ ৫৩০)

**আযানের উল্লেখিত দোয়াই হাদীসে আছে, এটা বলা সুন্নত। উল্লেখিত দোয়ার মাঝে মাঝে অন্য কোন শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটানো মূর্খতা ও বিদআত। আযানের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করা ও চোখে লাগানো ভিত্তিহীন। আযানের আগে সালাত সালাম বলা নব্য বিদআতীদের আবিষ্কৃত নতুন বিদআত এবং আযানের পর হাত তুলে মুনাজাত করা অজ্ঞতার পরিচায়ক।** (মুয়ারিফুস সুনান ২/২৩৮, মাযহাব ও নামায পৃষ্টা ৯৪)

## ২. উজু, তায়াম্মুম ও গোছল

### উজুতে চার ফরজ

(১) সমস্ত মুখমন্ডল ধোয়া (২) দুই হাতের কণুইসহ ধোয়া (৩) মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ্ করা (৪) দুই পায়ের টাখনুসহ ধোয়া।

### উজু করার তরিকা

(১) উজুতে নিয়ত করা **সুন্নত** (২) উজুর শুরুতে বিস্মিল্লাহ্ বলা **সুন্নত** (৩) দুই হাতের কব্জিসহ তিনবার ধোয়া **সুন্নত** (৪) মিস্ওয়াক করা **সুন্নত** (৫) তিনবার কুলি করা **সুন্নত** (৬) তিনবার নাকে পানি দেয়া **সুন্নত** (৭) সমস্ত মুখমন্ডল তিনবার ধোয়া **সুন্নত** (৮) ঘন দাঁড়ি খিলাল করা **মুস্তাহাব** (৯) দুই হাতের কণুইসহ তিনবার ধোয়া **সুন্নত** (১০) দুই হাতের আঙ্গুল খিলাল করা **সুন্নত** (১১) সমস্ত মাথা একবার মাসেহ্ করা **সুন্নত** (১২) দুই কান মাসেহ্ করা **সুন্নত** (১৩)



গর্দান মাসেহ্ করা **মুস্তাহাব** (১৪) দুই পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া **সুন্নত** (১৫) দুই পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা **সুন্নত** (১৬) উজুর শেষে কালিমা পড়া **মুস্তাহাব**। (তিরমিযী ২৫-৪৯)

### উজু ভঙ্গের কারণ

(১) পায়খানা ও পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া (২) মুখ ভরে বমি হওয়া (৩) শরীরের ক্ষত স্থান হতে রক্ত, পূজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া (৪) থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশী হওয়া (৫) চিৎ বা কাৎ হয়ে হেলান দিয়ে ঘুমানো (৬) পাগল, মাতাল বা অচেতন হওয়া (৭) নামাযে উচ্চ আওয়াজে হাসা। (পবিত্র কুরআন ও দ্বীন শিক্ষায় নূরানী পদ্ধতি, পৃষ্টা ২৩-২৬)

### উজুর প্রকার

**উজু তিন প্রকারঃ ফরজ, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব** (১) নামায, জানাযা ও সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য উজু করা **ফরজ** (২) বায়তুল্লাহ্ শরীফ তওয়াফের জন্য উজু করা **ওয়াজিব** (৩) (ক) ঘুমাবার আগে (খ) ঘুম হতে উঠে (গ) মিথ্যা কথা বলার পর (ঘ) কারো গীবত করার পর (ঙ) মন্দ কবিতা আবৃত্তি করার পর (চ) হাস্য করার পর (ছ) ফরয গোসল সমাধা করার পর (জ) নাপাক অবস্থায় খাবার পর (ঝ) একবার সহবাস করার পর পুনরায় সহবাস করার ইচ্ছা করলে (ঞ) মুর্দাকে গোসল দানের জন্য (ট) একবার নামায পড়ার পর দ্বিতীয় বার নামায পড়ার জন্য উজু থাকলেও উজু করা **মুস্তাহাব**। ( মিশকাত ২য়, পৃষ্টা ৩৭)

### উজুর শুরুতে দোয়া

بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْإِسْلَامِ اَلْإِسْلَامُ حَقٌّ وَ الْكُفْرُ بَاطِلٌ اَلْإِسْلَامُ نُوْرٌ وَلْكُفْرُ ظُلْمَتٌ"

**উচ্চারণঃ** বিস্মিল্লা-হিল আ'লিয়্যিল আ'যি-মি ওয়ালহা'মদু লিল্লা-হি আ'লা-দ্বী-নিল ইসলা-মি, আল ইসলা-মু হাক্কুন, ওয়াল কুফরু বা-ত্বিলুন, আল ইসলা-মু নু-রুন, ওয়াল কুফরু যুলমাতুন।

**অর্থঃ** মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্তাআ'লার নামে আরম্ভ করছি, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্তাআ'লার জন্য যিনি আমাকে ইসলামের উপর রেখেছেন। ইসলাম সত্য, কুফর মিথ্যা, ইসলাম আলো, কুফর অন্ধকার। (বেহেশতী জেওর ১ম, পৃষ্টা ৭৮)

**এই দোয়াটি নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে পাওয়া যায়নি। হাদীস দ্বারা শুধুমাত্র "বিসমিল্লা-হ" অথবা বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নীর রাহী'-ম বলার কথা প্রমাণিত হয়।** (তিরমিযী ২৫)

**উজুর মাঝে কালিমায়ে শাহাদাত, দরূদ শরীফ/দোয়া**

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মাগফিরলি- যামবি- ওয়াওয়াসসি'লি- ফি- দা-রি- ওয়াবা-রিকলি- ফি-রিযক্বি- ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ্ মাফ করে দিন, আমার বাসস্থান প্রশস্ত ও শান্তিময় করে দিন এবং আমার রিযিক্বে বরকত দিন । (আমালুল ইওম ২৮, মুসান্নাফে ইবন আবু শাইবা ৩০৩৩, হিসনে হাসীন, পৃষ্টা ১২১)

**উজুর অঙ্গসমূহ ধোয়া শেষে তওবার নিয়তে দোয়া**

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ"

**উচ্চারণঃ** সুবহা'-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহা'মদিকা আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা-আন্তা ওয়াহ্দাকা লা-শারি-কালাকা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতু-বু ইলাইকা ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা করি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন ইলাহ্ আপনি ছাড়া, আপনি এক, আপনার কোন শরীক নেই, আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং সমস্ত গোনাহ্ হতে তওবা করছি । (জামে মা'মর ইবনে রাশেদ ১৯৭৯৬, হিসনে হাসীন, পৃষ্টা ১২২)

**উজুর পর কিবলামুখী হয়ে দোয়া**

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ . اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ . اَلَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ"

**উচ্চারণঃ** আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু- লা-শারি-কালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহা'ম্মাদান আ'বদুহু- ওয়ারসু-লুহু, আল্লা-হুম্মাজআ'লনী- মিনাত্



তাওয়া-বি-না ওয়াজআ'লনি- মিনাল মুতাতোয়াহ্হিরি-না ওয়াজআ'লনি- মিন ই'বা-দিকাচ্ছ-লিহি'-না, আল্লাযি-না আনআ'মতা আ'লাইহিম ওয়াজআ'লনি-মিনাল্লাযি-না লা-খউফুন আ'লাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ'যানু-ন ।

**অর্থঃ** আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্তাআ'লা ছাড়া, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্তাআ'লার বান্দা ও রাসূল । হে আল্লাহ্! আমাকে সর্বদা তওবাকারী, পাক পবিত্রতা অর্জনকারী ও আপনার নেক বান্দা যারা আপনার নিয়ামতের মধ্যে নিমজ্জিত তাদের মধ্যে শামিল করুন এবং ক্বিয়ামতের দিন যে সব বান্দাদের আদৌ কোন ভয় বা চিন্তা থাকবে না তাদের শ্রেণিভুক্ত করুন । (তাফসীরে সালাবী ২/৩৫৭, দুররে মনসুর ১/৬২৫, তাফসীরে মাযহারী ৩/৫৭, তাফসীরে রুহুল বয়ান, তিরমিযি ৫৫, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ৭৩১, মুসান্নাফে ইবনে আবু শাইবা ২৫)

**তারপর কালিমায়ে শাহাদাত**

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ"

**উচ্চারণঃ** আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ'দাহু- লা-শারি- কালাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহা'ম্মাদান আ'বদুহু- ওয়ারসু-লুহু ।

**অর্থঃ** আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্তাআ'লা ছাড়া । তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই । আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্তাআ'লার বান্দা ও রাসূল ।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি উত্তম ও পূর্ণাঙ্গরূপে উজু করার পর কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে তার জন্য বেহেশ্তের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে । সে উক্ত দরজার যে কোনটির ভিতর দিয়ে ইচ্ছা ঢুকতে পারবে । (মুসলিম ৪৬০)

## তায়াম্মুম

**তায়াম্মুমঃ** পানি না পাওয়ার কারনে, অসুস্থতার কারনে পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে, তখন উজু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে হয় । তায়াম্মুম পবিত্র মাটি/মাটি জাতীয় জিনিস দ্বারা করতে হয় ।

**তায়াম্মুমের ফরজঃ (১)** নিয়ত করা **(২)** সমস্ত মুখমন্ডল একবার মাসেহ্ করা **(৩)** দুই হাতের কণুই সহ একবার মাসেহ্ করা ।

**তায়াম্মুমের তরিকাঃ** (১) প্রথমে নিয়ত করাঃ আমি তায়াম্মুমের দ্বারা (নামাজের জন্য) পবিত্রতা হাসিল করছি (২) দুই হাতের তালু পবিত্র মাটি/মাটি জাতীয় জিনিসের উপর মারবে, যদি হাতে ধূলা বেশী লাগে, তবে হাতের পিঠ দ্বারা তিনটি টোকা দিয়ে ধূলা কমিয়ে নিবে (৩) দুই হাতের আঙ্গুলের মাথা একত্র করে হাতের তালু ও আঙ্গুলের পেট দ্বারা চুলের গোড়া হতে থুত্নীর নীচ পর্যন্ত একবার মুখমন্ডল মাসেহ্ করবে (৪) আবার দুই হাতের তালু মাটি/মাটি জাতীয় জিনিসের উপর মারবে, ধূলা বেশী হলে পূর্বের তরীকায় কমিয়ে নিবে (৫) তারপর ডান হাতের চার আঙ্গুলের মাথার পিঠে বাম হাতের চার আঙ্গুলের পেট রাখবে (৬) ডান হাতের পৃষ্টভাগ দিয়ে বাম হাত টেনে ডান হাতের কণুই পার করে বাম হাতের তালু ও বৃদ্বাঙ্গুলী দিয়ে ডান হাতের কণুইর ভিতর দিক দিয়ে জড়িয়ে ধরে টেনে কব্জি পর্যন্ত এনে ডান হাতের আঙ্গুলের মাথা একত্র করে উপর দিয়ে মাথা পর্যন্ত নিয়ে যাবে (৬) দ্বিতীয়বার ডান হাতের চার আঙ্গুলের পেট বাম হাতের চার আঙ্গুলের পিঠে রেখে মাসেহ্ কণুই পার করে ডান হাতের তালু ও বৃদ্বাঙ্গুলীর পেটের দ্বারা কণুইর ভিতর দিক দিয়ে জড়িয়ে ধরে মাসেহ্ টেনে বাম হাতের আঙ্গুলগুলি একত্র করে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত নিয়ে যাবে (৮) এক হাতের আঙ্গুলের পেট দিয়ে অন্য হাতের আঙ্গুলের পিছন দিক দিয়ে খিলাল করবে। (পবিত্র কুরআন ও দ্বীন শিক্ষায় নূরানী পদ্ধতি, পৃষ্টা ২৫-২৬)

## গোছল

**গোছলের ফরজঃ** (১) গড়গড়ার সহিত কুলি করা (২) নাকের ভিতর পানি দিয়ে ভালভাবে নাক সাফ করা (৩) সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ভালভাবে ধৌত করা।

**গোছলের তরিকাঃ** (১) ইস্তিঞ্জা করা (২) শরীরে/কাপড়ে নাপাকি লেগে থাকলে তা প্রথমে ভালভাবে ধৌত করা (৩) গোছলের আগে উজু করা (৪) মাথায় পানি ঢালা, তারপর ডান কাঁধে ও বাম কাঁধে পানি ঢালা, তারপর সমস্ত শরীর তিনবার পানি দিয়ে ভালভাবে ধৌত করা (৫) মহিলাদের জন্য কানে/নাকে অলংকারাদি থাকলে, তার ছিদ্র ও আংটি, চুড়ি/গহনা ইত্যাদি নাড়াচাড়া করে পানি পৌছে দেয়া (৬) শরীরের যে সমস্ত অঙ্গে সাধারনত পানি পৌছেনা যেমন কান, আঙ্গুলের ফাঁক, কণুই, বগলের নীচ, চোখের কিনারা, চুলের গোড়া ইত্যাদিতে খেয়াল করে পানি পৌছানো (৭) গোছলের ভিজা কাপড় তিনবার ধুয়ে তিনবার নিংড়ানো। (পবিত্র কুরআন ও দ্বীন শিক্ষায় নূরানী পদ্ধতি, পৃষ্টা ২৪, ২৫)

**ঘর হতে বের হওয়ার দোয়া**

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ"



**উচ্চারণঃ** বিস্মিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু আ'লাল্লা-হি লা-হা'ওলা ওয়ালা- কুওয়্যাতা ইল্লা-বিল্লা-হ্।

**অর্থঃ** মহান আল্লাহ্তাআ'লার উপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহ্তাআ'লার সাহায্য ছাড়া গুনাহ্ হতে বাঁচার কোন ক্ষমতা নেই এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি ঘর হতে বের হওয়ার সময় এই দোয়া পড়ে তখন তাকে বলা হয় পথ পেলে, উপায় পেলে ও রক্ষিত হলে। সুতরাং শয়তান তার নিকট হতে দূর হয়ে যায় এবং অপর শয়তান এই শয়তানকে বলে, তুমি কি করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে যাকে পথ দেখানো হয়েছে, রক্ষা করা হয়েছে। (ইবনে মাজা ৩৮৮৬)

**বাসা হতে নিচে নামা এবং উপরে উঠবার সময় তাসবীহ্**

**হাদীসঃ** হযরত জাবের (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) বলেছেনঃ আমরা যখন উপরের দিকে উঠতাম তখন আল্লা-হু আক্বার বলতাম এবং যখন নিচের দিকে নামতাম তখন সুবহা'নাল্লাহ্ বলতাম। (বুখারী ২৭৮৬)

## ৩. মসজিদ

**মসজিদের দিকে রওয়ানা হওয়ার সময় সুন্নত ও আদব**

(১) শরীর পবিত্র করে নেয়া (২) কাপড় পবিত্র করে নেয়া (৩) ঘর থেকে উজু করে মসজিদের দিকে রওয়ানা হওয়া (৪) ঘর হতে বের হওয়ার সময় দোয়া পড়া (৫) ধীরস্থির ভাবে চলা (৬) চলার পথে হাসি/তামাশা, খেলাধুলা ও অহেতুক কাজ থেকে বিরত থাকা (৭) চলতে চলতে দোয়া পড়া (৮) প্রত্যেক কদমে কদমে নেকী হচ্ছে এই বিশ্বাস নিয়ে পথ চলা। (আহকামে জিন্দেগী, পৃষ্টা ১৭২)

**জুমার দিনের সুন্নত ও আদব**

(১) নিজের পোষাকাদি ভালভাবে ধোয়া (২) গোসল করা (৩) আগে-আগে মসজিদে যাওয়া (৪) হেটে যাওয়া (৫) ইমামের নিকটে বসা (৬) মনযোগের সাথে খোৎবা শোনা (৭) কোন অহেতুক কথা হতে বিরত থাকা। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

**রাসূলুল্লাহ্** (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) **মসজিদের দিকে চলার সময় এই দোয়া পড়তেন**

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا ، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا ، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا ، وَعَنْ يَسَارِيْ نُوْرًا ، وَفَوْقِيْ نُوْرًا ، وَتَحْتِيْ نُوْرًا ، وَأَمَامِيْ نُوْرًا ، وَخَلْفِيْ نُوْرًا ، وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মাজ্‌আ'ল ফি- ক্বলবি- নু-র-, ওয়াফি- বাচরি- নু-র-, ওয়াফি- সাময়ি'- নু-র-, ওয়াআ'ন ইয়ামি-নি- নু-র-, ওয়াআ'ন ইয়াসা-রি- নু-র-, ওয়াফাউক্বি- নু-র-, ওয়াতাহ'তি- নু-র-, ওয়াআমা-মি- নু-র-, ওয়াখালফি- নু-র-, ওয়াজআ'ললি- নু-র- ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি আমার অন্তরে, আমার চোখে, আমার কানে, আমার ডানে, আমার বামে নূর (আলো) সৃষ্টি করে দিন। আপনি আমার উপরে, নিচে, আমার সামনে ও পিছনে নূর (আলো) সৃষ্টি করে দিন। আপনি আমার আত্মায় নূর (আলো) সৃষ্টি করে দিন। (বুখারী ৫৮৭৭, আবুদাউদ ১৩৫৩)

**মসজিদ নজরে আসলে দোয়া**

"اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَخَطٰئِيْ وَعَمَدِيْ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলি- যুনু-বি-, ওয়া খাত্ব-য়ি- ওয়া আ'মাদি- ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমার অপরাধ ও ইচ্ছাকৃত গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। (তাবারানী আওসাত ৬৬২, তাবারানী কবীর ৮৩৬৯, শুয়াবুল ঈমান ৩৭৫৩)

**মসজিদে প্রবেশের সুন্নত ও আদব**

(১) নত চোখে, ভীত মনে মসজিদে প্রবেশ করা (২) মসজিদে প্রবেশের পূর্বে দোয়া পড়া (৩) ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা এবং দোয়া পড়া (৪) মসজিদে ঢুকে এ'তেকাফের নিয়ত করা। (আহকামে জিন্দেগী, পৃষ্ঠা ১৭৩)

**মসজিদে প্রবেশের পূর্বে দোয়া**

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ"

**উচ্চারণঃ** আউ'-যু বিল্লা-হিল আ'যি-মি, ওয়াবিওয়াজহিহিল কারি-মি, ওয়া সুলত্ব-নিহিল ক্বদী-মি, মিনাশ্ শাইত্ব-নির রজি-ম ।

**অর্থঃ** আমি মহত্বের অধিকারী আল্লাহ্তাআ'লার নিকট তার করুণাসিক্ত জাত ও চির পরাক্রমশালী শক্তির মাধ্যমে অনিষ্টকারী শয়তানের হাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (আবু দাউদ ৪৬৬)

**ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশের সময় দোয়া**

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ



**উচ্চারণঃ** বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াচ্ছলা-তু ওয়াস্ সা-লামু আ'লা- রসূ-লিল্লা-হি, আল্লা-হুম্মাফ্ তাহ'লী- আবওয়াবা রহ'মাতিকা ।

**অর্থঃ** আল্লাহ্তাআ'লার নামে (প্রবেশ করছি) দরুদ ও সালাম রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর। হে আল্লাহ্! আপনি আমার জন্য রহমতের দ্বার খুলে দিন। (আবু দাউদ ৪৬৫)

**মসজিদে ঢুকে এ'তেকাফের নিয়ত**

"نَوَيْتُ سُنَّةَ الْاِعْتِكَافِ مَادُمْتُ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ"

**উচ্চারণঃ** নাওয়াইতু সুন্নাতুল এ'তেকা-ফি মা-দুমতু ফি- হা-যাল মাস্‌জিদ ।

**অর্থঃ** আমি এই মসজিদে সুন্নাতুল এ'তেকাফের নিয়ত করছি।

**আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ার দোয়া**

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত দোয়া কখনই প্রত্যাখ্যান করা হয়না। (আবু দাউদ ৫২১)

"رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ"

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- আ-তিনা- ফিদ্দুনইয়া- হা'ছানাতাও ওয়াফিল আ-খিরতি হা'ছানাতাও ওয়াক্বিনা- আ'যা-বান্না-র। (বাকারা ২০১)

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন।

"اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আস্‌আলুকাল আ'ফওয়া ওয়ালআ'-ফিয়াতা ফিদ্দুনইয়া- ওয়াল আ-খিরহ ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট যাবতীয় পাপের জন্য ক্ষমা চাই। সমস্ত দুঃখ-ব্যাধি থেকে নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং আখেরাতে সমস্ত বিপদ ও আযাব থেকে হেফাজত প্রার্থনা করি

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ বান্দা যত রকম দোয়া করে এর চেয়ে উত্তম কোন দোয়া হতে পারেনা। (ইবনে মাজা ৩৮৫১)

**মসজিদে নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকার সময় তাসবীহ্**

"سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، اَللهُ اَكْبَرُ"

**উচ্চারণঃ** সুবহা'–নাল্লা–হি, ওয়ালহা'মদু লিল্লা–হি, ওয়া লা–ইলা–হা ইল্লাল্লা–হু, আল্লা–হু আক্‌বার।

**অর্থঃ** আল্লাহ্‌তাআ'লা প্রশংসিত, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তাআ'লার, নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্‌তাআ'লা ছাড়া, আল্লাহ্‌তাআ'লা সর্বশ্রেষ্ঠ।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যখন তোমরা বেহেশ্‌তের বাগান সমূহের নিকট দিয়ে যাবে, তখন ইহার ফল খাবে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেহেশ্‌তের বাগান কি? তিনি বললেন মসজিদ সমূহ। পুণরায় জিজ্ঞেস করা হল, উহার ফল খাওয়া কি? তনি বললেন এই তাসবীহ্ বা কালিমাগুলি বল। (মিশকাত ৬৭৪, তিরমিযী)

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্‌তাআ'লা চারটি শব্দ পছন্দ করেন। সুবহা'–নাল্লা–হ্, আলহা'মদুলিল্লা–হ্, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্ ও আল্লা-হু আক্‌বার। অতএব যে ব্যক্তি সুবহা'–নাল্লা–হ্ বলবে তার আমলনামায় ২০টি নেকী লিখা হবে আর ২০টি পাপ ক্ষমা করা হবে, যে ব্যক্তি আল্লা-হু আক্‌বার বলবে সেও তদ্রুপ নেকী লাভ করবে, যে ব্যক্তি লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্ বলবে সেও অনূরুপ নেকী লাভ করবে, আর যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আলহা'মদুলিল্লা–হ্ বলবে তার আমল নামায় ৩০টি নেকী লিখা হবে এবং তার থেকে ৩০টি পাপ মোচন করা হবে। (মুসনাদে আহমদ ৭৯৯৯)

**বাম পা দিয়ে মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় দোয়া**

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ"

**উচ্চারণঃ** বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াচ্ছলা-তু ওয়াস্ সালা-মু আ'লা- রসূ-লিল্লা-হি, আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আস্‌আলুকা মিন ফাদ্বলিক।

**অর্থঃ** আল্লাহ্‌তাআ'লার নামে বের হচ্ছি দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি। হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট সার্বিক অনুগ্রহ ও দয়া প্রত্যাশা করছি। (মুসলিম ১৫২৯)



## ৪. নিজের ঘর

**নিজ ঘরে প্রবেশকালে দোয়া**

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আস্‌আলুকা খায়রাল মাওলিজি ওয়া খয়রাল মাখরজি, বিস্‌মিল্লা-হি ওয়ালাজনা- ওয়া বিস্‌মিল্লা-হি খরজনা- ওয়া আ'লাল্লা-হি রব্বানা- তাওয়াক্কালনা- ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট মঙ্গলময় প্রবেশ ও বহির্গমন কামনা করছি। আল্লাহ্‌তাআ'লার নামেই আমরা প্রবেশ করি ও আল্লাহ্‌তাআ'লার নামেই আমরা বের হই। আমাদের রব আল্লাহ্‌তাআ'লার নামেই ভরসা করলাম।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজ ঘরে প্রবেশ করে তখন সে যেন এই দোয়া পড়ে। অতঃপর যেন আপন পরিবারের লোকদের প্রতি সালাম দেয়। (আবু দাউদ ৫০৯৬, তিরমিযী ২৬৯৮)

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তিন ব্যক্তি - যারা আল্লাহ্‌তাআ'লার দায়িত্বে রয়েছেঃ (১) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধে বের হয়েছে, যে পর্যন্ত না তাকে আল্লাহ্‌তাআ'লা উঠিয়ে নেন এবং বেহেশ্‌তে দাখেল করেন অথবা তাকে ফিরিয়ে আনেন, সে যুদ্ধে যে সওয়াব বা মালে গণীমত লাভ করেছে তার সহিত (২) যে ব্যক্তি মসজিদে গমণ করেছে (৩) **যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করেছে**। (আবু দাউদ ২৪৮৬)

**বসার আদব**

(১) দুই হাটু ফেলে নামাযের সময় (২) এক হাটু উঠিয়ে লিখার সময় (৩) দুই হাটু উঠিয়ে খাওয়ার সময় (এই তিন প্রকারে বসা **সুন্নত**)। (পবিত্র কুরআন ও দ্বীন শিক্ষায় নূরানী পদ্ধতি, পৃষ্ঠা ২১)

**খাওয়ার আদব**

(১) খাওয়া আল্লাহ্‌তাআ'লার হুকুম, এই ধারনা নিয়ে খেতে বসা (২) খাওয়ার আগে জুতা খুলে নেয়া (৩) দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া (৪) কুলি করা (৫) বসার তিন আদবের এক আদবে বসা (৬) দস্তরখান বিছানো (৭) খাবার দস্তরখানে আসলে দোয়া পড়া (৮) জমিনের উপর বসা ও বসার বরাবর বরতন রাখা (৯) খাওয়ার শুরুতে দোয়া পড়া (১০) একের অধিক মুমিন একত্রে খেতে বসা (১১)

নিজের সামনে থেকে খাওয়া (১২) গরম খাদ্য/পানীয় ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা না করা (১৩) খাবার পড়ে গেলে তা উঠিয়ে খাওয়া (১৪) খাবারের দোষ বর্ণনা না করা (১৫) খাওয়ার সময় এমন আচরণ থেকে বিরত থাকা যাতে অপরের মনে ঘৃণার জন্ম না হয় (১৬) খাবারের বরতন, পেয়ালা ইত্যাদি ও আঙ্গুল সমূহ ভালভাবে সাফ করে খাওয়া (১৭) খাওয়ার শেষে দোয়া পড়া (১৮) খাওয়ার শেষে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া ও কুলি করা। (আহকামে জিন্দেগী, পৃষ্টা ৪৬১) (আবু দাউদ ৩৭১৮-৩৭৩৫)

**পান করার আদব**

(১) বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে পান করা (২) বসে পান করা **(জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নত)** (৩) ডান হাতে পান করা (৪) তিন শ্বাসে পান করা (৫) পানির পাত্রের মধ্যে শ্বাস না ছাড়া/ফুঁক না দেয়া (৬) পান করার শেষে আলহা'মদুলিল্লাহ্‌ বলা। (তিরমিযী ১৮৯০-১৮৯৫)

**নাস্তা/খাবার দস্তরখানে আসলে দোয়া**

"اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা বারিক লানা- ফি-মা- রজাক্বতানা- ওয়াক্বিনা- আ'যাবান্নার।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্‌! আমাদের এই রিজিকের মধ্যে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করুন। (মুয়াত্তা মালেক ৩৪৪৮)

**খাওয়ার শুরুতে দোয়া**

"بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ"

**উচ্চারণঃ** বিস্‌মিল্লা-হি ওয়া'লা- বারকা-তিল্লা-হ্‌।

**অর্থঃ** মহান আল্লাহ্‌তাআ'লার নামে (খাওয়া শুরু করলাম) এবং তার বরকতের উপর (আশা রাখলাম)।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি খাওয়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে, তখন শয়তান বলেঃ এখানে তোমাদের খানা নেই। (আবু দাউদ ৩৭২৩)

**খাওয়ার শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র বলবে**

"بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ"



**উচ্চারণঃ** বিস্‌মিল্লা-হি আওয়ালাহু- ওয়া আ-খিরহু-।

**অর্থঃ** মহান আল্লাহ্‌তাআ'লার নামে, খাওয়ার শুরুতেও, খাওয়ার পরেও।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ খানা খায় এবং আল্লাহ্‌তাআ'লার নাম নিতে ভুলে যায়, (স্মরণ হওয়ার পর) সে যেন এই কালিমাটি বলে। (আবু দাউদ ৩৭২৫)

**খাওয়ার পর দোয়া**

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ"

**উচ্চারণঃ** আল্‌হা'মদু লিল্লা-হিল্লাযি- আথ্‌আ'মানা- ওয়াছাক্বা-না- ওয়াজাআ'লানা-মিনাল মুসলিমি-ন।

**অর্থঃ** সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তাআ'লার জন্য, যিনি আমাদিগকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন, অধিকন্তু আমাদিগকে মুসলমানের দলভূক্ত করেছেন। (আবু দাউদ ৩৮০৭)

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هُوَ اَشْبَعَنَا وَاَرْوَانَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا وَاَفْضَلَ"

**উচ্চারণঃ** আল্‌হা'মদু লিল্লা-হিল্লাযি- হুয়া আশবা'না- ওয়া আরওয়া-না- ওয়া আনআ'মা আ'লাইনা-ওয়া আফদ্বলা।

**অর্থঃ** সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তাআ'লার জন্য, যিনি আমাদিগকে পেট ভরে খাইয়েছেন, তৃপ্তি সহকারে পান করিয়েছেন, নেয়ামত দান করছেন এবং অনেক বেশী দান করছেন। (শুয়াবুল ঈমান ৪২৮৪,ফাজায়েলে আমল ৩৪৮)

**কারো বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়ার পর দোয়া**

"اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَاَسْقِ مَنْ سَقَانِيْ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা আথ্‌ই'ম্মান আথ্‌আ'মানি- ওয়াসক্বি মান্‌ সাক্বা-নি-।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্‌! যে আমাকে আহার করাল আপনি তাকে আহার করান, যে আমাকে পান করাল আপনি তাকে পান করান।

"اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مَا رَزَقْتَهُمْ فَاغْفِرْ لَهُمْ فَارْحَمْهُمْ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা বা-রিকলাহুম, ফি- মা- রযাক্বতাহুম, ফাগফিরলাহুম ফারহা'মহুম।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি তাদের রিজিকের মধ্যে বরকত দান করুন, তাদেরকে মাফ করুন এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। (মুসলিম ৫১৬৭, আবু দাউদ ৩৮১০)

**দস্তরখান উঠানোর সময় দোয়া**

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا"

**উচ্চারণঃ** আল-হা'মদু লিল্লা-হি হা'মদান কাচি-রন থইয়্যেবান মুবারকান ফি-হি গাইর মাকফিয়্যিন ওয়ালা- মুওয়াদ্দায়ি'ন ওয়ালা- মুসতাগনান আ'নহু রব্বানা-।

**অর্থঃ** সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্তাআ'লার জন্য যিনি পাক পবিত্র বরকতয়, হে আমাদের প্রতিপালক আপনার নেয়ামত হতে মুখ ফিরানো যায় না, আর উহার অন্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং উহার প্রয়োজন হতে মুক্ত থাকা যায় না। (আবু দাউদ ৩৮০৬)

**জমজমের পানি পান করার সময় দোয়া**

"اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আস্আলুকা ই'লমান নাফিয়া'-, ওয়া রিযক্বন ওয়াসিয়া'-, ওয়া শিফা-আম্মিন্ কুল্লি দা-ইন।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট উপকারী ইল্ম, প্রচুর রিযিক এবং সব রোগব্যাধি থেকে শিফা চাই। (মুসতাদরকে হাকেম ১৭৩৯, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ৯১১২)

**আয়নায় চেহারা দেখার সময় দোয়া**

"اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা হা'স্সানতা খলক্বি- ফাহাস্সিন খুলুক্বি-।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি আমার চেহারা/গঠন সুন্দর করেছেন, আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন। (মুসনাদে আবু ইয়ালা ৫০৭৫, সহীহ ইবনে হিব্বান ৯৫৯, আমলুল ইওম ১৬৩)

## ৫. দৈনন্দিন কাজের জন্য ঘর হতে বের হওয়ার পর আমল

**রাস্তার আদব**

(১) রাস্তার ডান দিকে চলা (২) নিচের দিকে তাকিয়ে চলা (৩) যিকিরের সাথে চলা (৪) কোন মুসলমানের সংগে দেখা হলে সালাম দেয়া ও কেউ সালাম দিলে



সালামের জবাব দেয়া (৫) চলার পথে সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজে নিষেধ করা (প্রয়োজন ও সুযোগ অনুসারে) (৬) রাস্তায় কোন কষ্টদায়ক জিনিস দেখলে তা সরিয়ে ফেলা। (বুখারী ৫৭৯৬, আহকামে জিন্দেগী, পৃষ্ঠা ৪৮৯)

**রাস্তায় কোন মুমিনের সাথে দেখা হলে বলতে হবে**

"اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ"

**উচ্চারণঃ** আস্সালা-মু আ'লাইকুম ওয়ারহ'মাতুল্লা-হি ওয়াবারকা-তুহু-।

**অর্থঃ** আপনার উপর আল্লাহ্তাআ'লার পক্ষ হতে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। (তিরমিযী ২৬৮৯)

**কোন মুমিন সালাম দিলে জবাবে বলতে হবে**

"وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ"

**উচ্চারণঃ** ওয়াআ'লাইকুমুস সালা-মু ওয়া রহ'মাতুল্লা-হি ওয়া বারকা-তুহু।

**অর্থঃ** আপনার উপরও আল্লাহ্তাআ'লার পক্ষ হতে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। (তিরমিযী ২৬৯২)

**কোন মুমিনকে কেউ সালাম পৌছালে জবাবে বলতে হবে**

"وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ"

**উচ্চারণঃ** ওয়াআ'লাইহিস্ সালা-মু ওয়ারহ'মাতুল্লা-হি ওয়াবারকা-তুহু।

**অর্থঃ** আপনার উপরও আল্লাহ্তাআ'লার পক্ষ হতে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। (তিরমিযী ২৬৯৩)

**সালামের আদব**

(১) আগে সালাম দেয়া (২) পরিচিত/অপরিচিত, ছোট/বড় নির্বিশেষে সকলকে সালাম দেয়া (৩) সওয়ারী ব্যক্তি পায়ে চলা ব্যক্তিকে সালাম দিবে (৪) চলন্ত ব্যক্তি বসা/দাঁড়ানো ব্যক্তিকে সালাম দিবে (৫) কম সংখ্যক ব্যক্তি অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে সালাম দিবে (৬) কম বয়সী ব্যক্তি অধিক বয়সী ব্যক্তিকে আগে সালাম দিবে (৭) অমুসলমানকে সালাম দিবে না (৮) কোন মজলিসে মুসলমান, অমুসলমান উভয় ধরণের লোক থাকলে মুসলমানদের নিয়তে সালাম দিবে অথবা "اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى" আস্সালা-মু আ'লা-মানিত তাবাআ'ল হুদা-" যারা

হেদায়েত তথা ইসলামের অনুসরণ করেছে, তাদের উপর (আল্লাহ্তাআ'লার পক্ষ হতে) " শান্তি বর্ষিত হোক" বলবে। (বুখারী ৫৭৯৮, ৫৭৯৯, ৫৮০০)

**সালামের অর্থগত ব্যাপকতা**

(১) এতে রয়েছে আল্লাহ্তাআ'লার যিক্র (২) আল্লাহ্তাআ'লার কথা মনে করিয়ে দেয়া (৩) মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশ (৪) মুসলমান ভাইয়ের জন্য সর্বোত্তম দোয়া (৫) মুসলমান ভাইয়ের সাথে এই চুক্তি যে আমার হাত ও মুখ দ্বারা আপনার কোন কষ্ট হবেনা। (তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন, পৃষ্টা ২৭১)

**যে যে অবস্থায় সালাম দেয়া উচিৎ নয়**

(১) ইস্তিঞ্জার সময় (২) উজু করার সময় (৩) নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত, আজান, যিক্র ও মুরাকাবার সময় (৪) খাওয়ার সময় (৫) কোন পাপ কাজে রত (যেমনঃ জুয়া/দাবা খেলায় রত) ব্যক্তি/ব্যক্তিদিগকে (৬) কোন গায়রে মাহরাম নারী/পুরুষের মধ্যে যেসব ক্ষেত্রে ফিতনার আশংকা থাকে সেখানে সালাম দেয়া নিষেধ। (আহকামে জিন্দেগী, পৃষ্টা ৪৪৪)

**সালামের পর মুসাফাহা করলে দোয়া**

"يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ"

**উচ্চারণঃ** ইয়াগ্ফিরুল্লা-হু লানা-ওয়ালাকুম।

**অর্থঃ** আল্লাহ্তাআ'লা আমাদের উভয়কে ক্ষমা করুন। (তিরমিযী ২৭২৭)

**মুসাফাহার সুন্নত ও আদব**

(১) মুসাফাহা করা **সুন্নত**, সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করতে হয়, বিদায়ের সময়ও মুসাফাহা করা যায় (২) উভয় হাত দ্বারা মুসাফাহা করা **সুন্নত** (৩) এক হাতে মুসাফাহা করা সুন্নতের খেলাফ (৪) মুসাফাহার পর নিজের হাতে চুমু দেয়া/নিজের হাত বুকের উপর রাখা সুন্নতের খেলাফ। (৫) মুসাফাহা করার সময় উভয়ে উভয়ের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে। (আহকামে জিন্দেগী, পৃষ্টা ৪৪৬)

**উভয়ে মুআনাকা (কোলাকুলি) করলে দোয়া**

"اَللّٰهُمَّ زِدْ مُحَبَّتِيْ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা যিদ্ মুহা'ব্বাতি- লিল্লা-হি ওয়ারসূ-লিহী-।



**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহ্ এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উছিলায় মুহাব্বত বাড়িয়ে দিন। (আহকামে জিন্দেগী, পৃষ্টা ৪৪৭)

**মুআনাকার সুন্নত ও আদব**

(১) বড়দের প্রতি আজমত এবং ছোটদের প্রতি মুহাব্বতের সহিত মুআনাকা অর্থাৎ কোলাকুলি করা যেতে পারে, এটা জায়েয বরং **সুন্নত** (২) মুআনাকাকারী উভয়ে প্রথমে ডান গলা মিলাবে (৩) মুআনাকা শুধু এক দিকেই যথেষ্ট, তিনবার করা জরুরী নয় (৫) মুআনাকা করার সময় উভয়ে উভয়ের জন্য দোয়া করবে। (আহকামে জিন্দেগী, পৃষ্টা ৪৪৭) (তিরমিযী ২৭৩২)

**চলার পথে কোন বেগানা মহিলা সামনে পড়লে দোয়া**

"اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ. وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিন ফিত্নাতিন্নিসা-, ওয়া আউ'-যুবিকা মিন আ'যা-বিল ক্বরি।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমাকে মহিলার ফিত্না এবং কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (এতেলাফুল কুলুব লিল খরায়েতী ২০০)

**চলার পথে কোন গুনাহ্ হয়ে গেলে দোয়া**

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ أَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা মাগফিরতুকা আউসাউ' মিন্ যুনু-বি ওয়া রহ'মাতুকা আরজা-ই'নদি- মিন আ'মালি-।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনার ক্ষমা আমার গুনাহ্সমূহ হতে অধিক প্রশস্ত এবং আপনার রহ্মত আমার নিকট স্বীয় আমল অপেক্ষা অধিক আশার মোহতাজ। (মুসতাদরেকে হাকেম ১৯৯৪, শুয়াবুল ঈমান ৬৭২৪, কানযুল উম্মাল ৩৭৩৭, তারগীব তারহীব ২৫১২)

**বাজারে ঢোকার সময় দোয়া**

لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ"

**উচ্চারণঃ** লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ'দাহু- লা-শারি-কালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হা'মদু ইয়ুহ'য়ি- ওয়ুমি-তু ওয়াহুয়া হা'ইয়ুল্লা- ইয়ামু-তু বিয়াদিহীল খাইরু ওয়াহুয়া আ'লা- কুল্লি শাইয়্যিন্ ক্বদী-র।

**অর্থঃ** নেই কোন মা'বুদ আল্লাহ্তাআ'লা ব্যতীত, তিনি এক তার কোন শরীক নেই, তারই রাজত্ব ও প্রশংসা, তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন, তিনি চিরঞ্জীব, কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না, তার হাতেই কল্যাণ এবং তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ কালে এই দোয়া/কালিমা পড়ে আল্লাহ্তাআ'লা তার জন্য দশ লক্ষ পূণ্য লিখবেন, দশ লক্ষ পাপ মুছে দিবেন, অধিকন্তু তার দশ লক্ষ মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন এবং বেহেশ্তে তার জন্য একটি ঘর প্রস্তুত করবেন। (ইবনে মাজা ২২৩৫)

**কোন মুমিন হাঁচি দিলে দোয়া**

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ"

**উচ্চারণঃ** আল্হা'মদুলিল্লা-হ্ আ'লা- কুল্লি হা'-ল।

**অর্থঃ** সবসময় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্তাআ'লার জন্যই।

**হাঁচির জবাবে বলতে হয়**

"يَرْحَمُكَ اللّٰهُ"

**উচ্চারণঃ** ইয়ারহা'মুকাল্লা-হ্।

**অর্থঃ** আল্লাহ্তাআ'লা তোমাকে দয়া করুন।

**হাঁচি দাতা পুনরায় বলবে**

"يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ"

**উচ্চারণঃ** ইয়াহদি- কুমুল্লা-হু ওয়া ইউচলিহু' বা-লাকুম।

**অর্থঃ** আল্লাহ্তাআ'লা তোমাকে সুপথ প্রদর্শন করুন এবং তোমার অবস্থা ভাল করুন। (তিরমিযী ২৭৪১)

**কোন যানবাহনে উঠার পর দোয়া**

"سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ، وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ"

**উচ্চারণঃ** সুব্হা'-নাল্লাযি- সাখ্খারালানা- হা-যা- ওয়ামা-কুন্না- লাহু- মুক্বরিনী-না ওয়াইন্না- ইলা- রব্বিনা- লামুন্ক্বলিবু-ন। (যুখরুফ ১৪)



**অর্থঃ** আল্লাহ্তাআ'লার প্রশংসা যিনি এই যানবাহনকে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন, অথচ আমরা ইহাকে অধীন করতে পারতাম না। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (মুসলিম ৩১৩৯)

**যানবাহনের আদব**

(১) বিস্মিল্লা-হ্ বলে আরোহণ করা (২) ডান পা দিয়ে আরোহণ করা (৩) ভালভাবে আসনে বসার পর আল্হা'মদুলিল্লাহ্ বলা (৪) যানবাহনের দোয়া পড়া (৫) তিনবার আল্হা'মদুলিল্লাহ্, আল্লা-হু আক্বার ও ইস্তেগফার বলা। (আহকামে জিন্দেগী, পৃষ্টা ৪৯০)

**নৌকা/পানির জাহাজ/ উড়োজাহাজে আরোহণের পর দোয়া**

"بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ"

**উচ্চারণঃ** বিস্মিল্লা-হি মাজরেহা- ওয়ামুরসাহা- ইন্না রব্বি- লাগাফু-রুর রহি'-ম। (হুদ ৪১)

**অর্থঃ** আল্লাহ্তাআ'লার নামেই ইহার চলাচল ও ইহার অবস্থান গ্রহণ। নিশ্চয় আমার সৃষ্টিকর্তা অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (মতালেবুল আলিয়া ৩৩৬৮, আদইয়ায়ে মাসনূনাহ, পৃ: ৯)

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আমার উম্মত সমুদ্র ভ্রমণকালে ডুবে যাওয়া হতে তার জন্য রক্ষাকবচ হল এই দোয়া।

**লম্বা সফরে গেলে পরিবারের জন্য দোয়া**

"اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى ، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهٗ ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাস্আলুকা ফি- সাফারিনা- হা-যাল বিররা ওয়াত্তাক্বওয়া-, ওয়ামিনাল আ'মালি মা-তারদ্ব-, আল্লা-হুম্মা হাব্বিন আ'লাইনা- সাফারানা- হা-যা- ওয়াতবি আ'ন্না- বু'দাহু-, আল্লা-হুম্মা আন্তাচ চোয়া-হি'বু ফিস্সাফারি ওয়ালখলি-ফাতু ফিল আহ্লি, আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিন ওয়া'চায়িস্সাফারি, ওয়াকা-বাতিল মান্যোয়ারি, ওয়াসু-য়িল মুন্ক্বলাবি ফিলমা-লি ওয়ালআহলি।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমরা আপনার কাছে এই সফরের নেক আমল ও তাক্বওয়া কামনা করি! আর এমন আমলের সুযোগ চাই যা আপনি পছন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরকে আমাদের উপর সহজ করে দিন এবং তার দুরত্বকে সংকোচন করে দিন! আপনিই আমাদের এই সফরের সঙ্গী এবং আমাদের পরিবার ও মাল সম্পদে আপনিই একমাত্র প্রতিনিধি (হেফাজত কারী)। হে আল্লাহ! আপনার নিকট সফরের কষ্ট থেকে, কুদৃষ্টি থেকে এবং পুনরায় এসে পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও অধীনস্তদের খারাপ অবস্থা দেখা থেকে পানাহ্ চাই। (মুসলিম ৩১৩৯)

**সফরের মধ্যে কোথায়ও রাত্রি যাপন করলে দোয়া**

"أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ"

**উচ্চারণঃ** আউ'-যুবি কালিমা-তিল্লা- হিত্তা-ম্মা-তি মিন্‌শাররি মা-খলাক্ব।

**অর্থঃ** আমি আল্লাহ্তাআ'লার পূর্ণ বাক্যসমূহের স্মরণ করছি, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ হতে।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরণ করে এই বাক্যগুলি বলে তবে তাকে কোন জিনিষ ক্ষতি করতে পারবে না, সেই স্থান হতে প্রস্থান হওয়া পর্যন্ত। (মুসলিম ৬৬৮৫)

**হাদীসঃ** এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! গত রাত্রে আমাকে একটি বিচ্ছু দংশন করেছে। তিনি বললেন, যদি তুমি এ শব্দগুলি বলতে তাহলে তোমার এ অবস্থা হতনা। (আবু দাউদ ৩৮৯৯)

**জানাজা যেতে দেখলে/কোন দুঃসংবাদ শুনলে/কোন মুসীবত আসলে দোয়া**

"إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ"

**উচ্চারণঃ** ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি র-জিউন। (বাক্বারা ১৫৬)

**অর্থঃ** নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্তাআ'লার জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করব। (মুসলিম ২০০২)

**চলতি পথে অথবা অন্য সময় কেউ কোন উপকার করলে দোয়া**

"جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا"



**উচ্চারণঃ** জাযা-কাল্লা-হু খইরন।

**অর্থঃ** আল্লাহ্তাআ'লা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে কেহ কারো কোন উপকার করল, উপকৃত ব্যক্তি উপকারকারীর উদ্দেশ্যে যদি উক্ত বাক্যটি বলে তাহলে তার উপযুক্ত প্রশংসা করল। (তিরমিযী ২০৪১)

**রোগী দেখতে গেলে দোয়া**

"لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ"

**উচ্চারণঃ** লা-বা'ছা তোয়াহু-রুন ইন্‌শা-আল্লা-হ্।

**অর্থঃ** ভয় নাই (আল্লাহ্তাআ'লার মেহেরবাণীতে আরোগ্য লাভ করবেন) ইন্‌শা-আল্লা-হ্ ইহা আপনার পবিত্রতার কারণ হবে। (বুখারী ৫২৬০)

**কোন বিপদগ্রস্থ/রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখলে দোয়া**

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا إِبْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا"

**উচ্চারণঃ** আল্‌হা'মদুলিল্লা-হিল্লাযি- আ'-ফা-নি- মিম্মা- ইবতালা-কাবিহি-, ওয়া ফাদ্বলানি- আ'লা- কাচি-রিম মিম্মান খলাক্ব তাফদ্বি-লা-।

**অর্থঃ** সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্তাআ'লার জন্য যিনি আমাকে ঐ রোগ/বিপদ থেকে মুক্ত রেখেছেন, যাতে আপনাকে আক্রান্ত করেছেন এবং তিনি আমাকে তার সৃষ্টিজগতের অনেক লোকের উপর সম্মানিত করেছেন।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে কেহ কোন বিপদগ্রস্তকে দেখে যদি নীচের দোয়াটি বলে তাহলে সে উক্ত বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (ইবনে মাজা ৩৮৯২)

**(বিঃদ্রঃ ইহা বিপদগ্রস্ত/রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে শুনিয়ে বলা যাবে না, চুপে চুপে বলতে হবে)**

**রোগী দেখতে গেলে ৭ বার এই দোয়াটিও পড়া যায়**

"أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ"

**উচ্চারণঃ** আস্‌আলুল্লা-হাল আ'যি-মা রব্বাল আ'রশিল আ'যি-মী আইয়াশফি-ক।

**অর্থঃ** আমি মহান আল্লাহ্তাআ'লার নিকট প্রার্থনা করছি, যিনি মহান আরশের অধিকারী, তিনি যেন আপনাকে আরোগ্য দান করেন।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যখন কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে দেখতে যায় এবং সাতবার এই কালিমাটি বলে, ইহাতে তার নিশ্চয় আরোগ্য লাভ হবে; যদি না তার অন্তিমকাল উপস্থিত হয়। (আবু দাউদ ৩০৯২)

**রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার জন্য এই দোয়াটিও পড়া যায়**

"يَابَدِيْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَابَدِيْعُ"

**উচ্চারণঃ** ইয়া- বাদি-য়া'ল আ'জা-য়িবি বিল খয়রি ইয়া- বাদি-য়ু'।

**অর্থঃ** হে আশ্চর্যজনক নতুন বস্তু সমহের আবিস্কারক আল্লাহ্, আপনার সাহায্য কামনা করি। (এই দোয়াটি প্রমান্য কোন কিতাবে পাওয়া যায়নি)

**মুমূর্ষ ব্যক্তির কাছে পড়ার কালাম/আমল**

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা মূমূর্ষ ব্যক্তিদিগকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ্ তালকীন দাও (পড়াও), যার শেষ বাক্য হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ্, সে বেহেশ্তে যাবে। (মুসলিম ১৯৯৯, আবু দাউদ ৩১০২)

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা মৃত ব্যক্তিদের নিকট সূরা ইয়াসীন পড়বে। (আবু দাউদ ৩১০৭)

**মেহমান বিদায় দেয়ার সময় দোয়া**

"أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ أَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ"

**উচ্চারণঃ** আস্তাউদিউ'ল্লা-হা দ্বি-নাকা আমা-নাতাকা ওয়া খাওয়াতি-মা আ'মালিকা।

**অর্থঃ** তোমার দ্বীন, আমানত ও শেষ কার্যাবলীকে আল্লাহ্তাআ'লার সোপর্দ করলাম। (আবু দাউদ ২৫৯২)

**কোন মজলিসে বসার পর উঠার সময় কালিমা**

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ



**উচ্চারণঃ** সুব্হা'-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহা'মদিকা আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়াআতু-বু ইলাইকা।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি, আপনার প্রশংসার সাথে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন ইলাহ্ আপনি ছাড়া, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং আপনার দিকেই নিজেকে রুজু করি।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে বহু বেফায়দা কথা বলেছে, অতঃপর উঠার পূর্বে এ কালিমা পড়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ্তাআ'লা তার ঐ মজলিসে যা ভুলত্রুটি হয়েছে তা ক্ষমা করে দিবেন। (আবু দাউদ ৪৮৫৯, তিরমিযী ৩৪৩৩)

**স্ত্রী সহবাসের দোয়া**

"بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا"

**উচ্চারণঃ** বিস্মিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ্শাইতোয়া-না ওয়াজান্নিবিশ্ শাইত্ব-না মা-রযাক্বতানা-।

**অর্থঃ** আল্লাহ্তাআ'লার নামে, হে আল্লাহ্ আপনি আমাদেরকে দূরে রাখুন শয়তান হতে ও তাকে দূরে রাখুন আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা হতে।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেহ আপন স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা করে তখন যেন এই দোয়া পড়ে, ইহাতে যদি তাদের জন্য কোন সন্তান নির্ধারিত হয় তাকে কখনও শয়তান কষ্ট দিতে পারবে না। (বুখারী ১৪৩, ৫৯৪৬)

**কবর যিয়ারত করতে গেলে দোয়া/আমল**

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ لَلَاحِقُوْنَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ"

**উচ্চারণঃ** আস্সালা-মু আ'লাইকুম আহলাদ্দিয়া-রি মিনাল মু'মিনি-না ওয়াল মুসলিমি-না, ওয়াইন্না- ইন্শা-আল্লা-হু লালা-হি'কু-না আস্আলুল্লা-হা লানা-ওয়ালাকুমুল আ'-ফিয়াহ।

**অর্থঃ** আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে (মুর্দাদের) নগরবাসী মুমিন মুসলমানগণ. আমরাও ইন্শাআল্লাহ্ নিশ্চয় আপনাদের সাথে যুক্ত হচ্ছি, আমরা

আমাদের এবং আপনাদের জন্য আল্লাহ্তাআ'লার নিকট শান্তি প্রার্থনা করছি। (মুসলিম ২১২৯)

"اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ"

**উচ্চারণঃ** আস্সালা-মু আ'লাইকুম ইয়া-আহ্লাল ক্বুবু-রি, ইয়াগ্ফিরুল্লা-হু লানা-ওয়ালাকুম, আনতুম সালাফুনা- ওয়া নাহ্নু বিল আচার।

**অর্থঃ** আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক হে কবরবাসীগণ, আল্লাহ্তাআ'লা আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে ক্ষমা করুন, আপনারা আমাদের অগ্রগামী এবং আমরা আপনাদের পরে আসছি। (তিরমিযী ১০৫৩)

**পিতা-মাতার কবর যিয়ারত**

**হাদীস** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার আপন পিতামাতা বা তাদের মধ্যে যে কোন একজনের কবর জিয়ারত করবে তাকে মাফ করে দেয়া হবে ও তাদের সাথে ভাল ব্যবহারকারী বলে লিখা হবে। (মিশকাত ১৬৭৬, বায়হাকী)

## ৬. রাত্রিকালীন আমল

**শোয়া/ঘুমানোর সুন্নত/আদব**

(১) ঘুমানোর আগে পেশাব/পায়খানা থেকে ফারেগ হওয়া **উত্তম** (২) চেরাগ/বাতি/আগুন নিভিয়ে দেয়া **সুন্নত** (৩) খাবার/পানির পাত্র ঢেকে রাখা **সুন্নত** (৪) মিস্ওয়াক করা **সুন্নত** (৫) উজু অবস্থায় ঘুমানো **সুন্নত** (৬) বিছানা তিনবার ঝেড়ে নেয়া **সুন্নত** (৭) কাপড় বদলানো **সুন্নত** (৮) উত্তর দিকে মাথা রেখে শোয়া **সুন্নত** (৯) কালিমায়ে তৈয়্যেবা পড়া **সুন্নত** (১০) তাস্বীহে ফাতেমী পড়া **সুন্নত** (১১) দরুদ শরীফ পড়া **সুন্নত** (১২) তিনবার এস্তেগফার পড়া **সুন্নত** (১৩) অন্যান্য সূরা/দোয়াগুলো পড়া **উত্তম**। (আহকামে জিন্দেগী, পৃষ্ঠা ৪৭৯)

**সন্ধ্যার সময় দোয়া (৩ বার)**

"اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা বিকা আমসাইনা- ওয়াবিকা আচবাহ্না- ওয়াবিকা নাহ্ইয়া- ওয়াবিকা নামু-তু ওয়া ইলাইকাল মাচী-র।



**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং সকালে উঠি, আপনারই নামে আমরা বাঁচি এবং মারা যাই, আপনারই দিকে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (ইবনে মাজা ৩৮৬৮)

**বিছানায় যাওয়ার পর দোয়া/আমল**

"أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ"

**উচ্চারণঃ** আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযি- লা-ইলা-হা ইল্লা-হুওয়াল হা'ইউল ক্বাইয়ূ-মু ওয়াআতু-বু ইলাইহি।

**অর্থঃ** আমি আল্লাহ্তাআ'লার নিকট ক্ষমা চাই, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, যিনি চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠিত এবং আমি তার নিকট তওবা করি।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে মুমিন বিছানায় আশ্রয় গ্রহণকালে উক্ত কালিমা তিন বার বলে, আল্লাহ্তাআ'লা তার অপরাধ ক্ষমা করেন যদিও তার অপরাধ সমুদ্রের ফেনার মত অথবা বালুর স্তুপের মত হয়। (তিরমিযী ৩৩৯৭. মিশকাত ২২৯২)

**সূরা ইখলাস ৩বার, সূরা ফালাক্ব ৩বার, সূরা নাছ ৩বার**

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক রাতে যখনই ঘুমানোর জন্য বিছানায় যেতেন, তখনই তিনি তার দুই হাতের তালু মিলাতেন তারপর 'সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাছ' সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করে দুই হাতে ফুঁক দিতেন এবং প্রথমে মাথা তারপর চেহারা এবং এরপর দেহের সামনে থেকে শুরু করে শরীরের যতদূর সম্ভব হাত বুলিয়ে নিতেন, তিনি এরুপ তিনবার করতেন। (বুখারী ৫৮৮০)

**আয়াতুল কুরসি ১বার**

"اَللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ. لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা-হুয়াল হা'ইয়্যুল ক্বাইয়ু-মু লা-তা'খুযুহু-সিনাতুও ওয়ালা- নাও-ম, লাহু- মা-ফিস্সামা-ওয়াতি ওয়ামা-ফিল আরদ্বি, মান্ যাল্লাযি- ইয়াশফাউ' ই'ন্দাহু- ইল্লা- বিইযনিহী- ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদি-হিম

ওয়ামা-খলফাহুম ওয়ালা- ইউহি'-থু-না বিশাইয়্যিম্মিন ই'লমিহি- ইল্লা-বিমা-শা'আ; ওয়াসিআ' কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব ওয়ালা ইয়াউ-দুহু-হি'ফযুহুমা- ওয়াহুয়াল আ'লিয়্যুল আ'যী-ম। (বাক্বারা ২৫৫)

**অর্থঃ** আল্লাহ্ সেই পবিত্র সত্ত্বা, নেই কোন মাবুদ যিনি ছাড়া, তিনি সদা জীবিত এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের রক্ষক, তার কোন তন্দ্রা নেই, কোন নিদ্রাও নেই, সমস্ত আসমান জমীনে যা কিছু আছে সবকিছু তার, তার অনুমতি ছাড়া তার নিকট সুপারিশ করতে পারে এমন কেউ আছে কি? তার অগ্রপশ্চাতে যা কিছু আছে তার সবকিছুই তিনি অবগত আছেন, মানুষ তার জ্ঞান এর কোথাও হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবে যদি তিনি ইচ্ছা করেন এবং ব্যক্ত করেন; তার সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনের উপর পরিব্যাপ্ত। সমগ্র আসমান ও জমিনের হেফাজত তাকে আদৌ পরিশ্রান্ত করে না; তিনিই সর্বোচ্চ ও মহান।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ রাতে যখন তোমরা বিছানায় যাও, তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তাহলে সর্বক্ষণ তুমি আল্লাহ্তাআ'লার হেফাজতে থাকবে এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না। (তিরমিযী ২৮৭৯, ২৮৮০)

### সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত (আয়াত ২৮৫, ২৮৬)

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্তাআ'লা জান্নাতের ভান্ডার থেকে দুটি আয়াত নাযিল করেছেন, জগত সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্তাআ'লা স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা বাকারার এই শেষ দুটি আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। (তিরমিযী ২৮৮১, ২৮৮২)

### সূরা মুল্ক ১ বার

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) সূরা মুল্ক না পড়ে রাতে ঘুমাতেন না। (তিরমিযী ২৮৯২)

### ৩৩ বার সুবহা'-নাল্লা-হ্, ৩৩ বার আলহা'মদুলিল্লা-হ্, ৩৪ বার আল্লা-হু আক্বার

**হাদীসঃ** একদা হযরত ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট একটি চাকর চাইতে আসলেন। তিনি বললেন আমি কি তোমাকে এমন একটি কথা বলবনা যা তোমার পক্ষে চাকর অপেক্ষা উত্তম হবে? প্রত্যেক নামাজের পর এবং ঘুমাবার সময় ৩৩ বার সুবহা'-নাল্লা-হ্, ৩৩ বার আলহা'মদু লিল্লা-হ্, ৩৪ বার আল্লা-হু আক্বার বলবে। (বুখারী ৩৪৪০, ৫৮৭৯)



### হাত চোয়ালের নীচে রাখার পর দোয়া

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيٰى"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা বিস্মিকা আমু-তু ওয়া আহ'ইয়া-।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনার নামেই আমরা মারা যাই এবং বাঁচি। (বুখারী ৫৮৭৫)

### ডান কাত হয়ে শুয়ে দোয়া (সর্বশেষ কালিমা)

اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা আসলামতু নাফসি- ইলাইকা; ওয়া ফাওওয়াদ্বতু আমরি-ইলাইকা; ওয়াওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া ইলাইকা; ওয়া আলজা'তু জোয়াহ্রি-রগবাতান; ওয়ারহবাতান ইলাইকা; লা-মালজাআ' ওয়ালা- মানজাআ' মিন্কা ইল্লা-ইলাইকা; আ-মানতুবিকিতা-বিকাল্লাযি- আন্যালতা; ওয়া বিনাবিয়্যিকাল্লাযি-আরসালতা।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আমাকে আপনার সোপর্দ করে দিলাম, আমার লক্ষ্য আপনারই প্রতি নিবদ্ধ করেছি, আমার ভাল মন্দ সবকিছু আপনারই হাওয়ালা করেছি, আমি আপনারই উপর নির্ভর করি, আপনারই দানের প্রতি আমি লালায়িত, আপনারই ভয়ে আমি ভীত, আপনার প্রতি ধাবিত হওয়া ছাড়া আপনার আযাব হতে উদ্ধার পাওয়ার আর কোন উপায় নেই, আর কোন আশ্রয়স্থল নাই, আমি আপনার প্রেরিত কিতাবের প্রতি ঈমান স্থাপন করেছি এবং আপনার প্রেরিত নবীর প্রতি ঈমান এনেছি।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ শয়নের জন্য প্রস্তুত হলে প্রথমত নামাজের মত অযু করবে, অতঃপর ডান কাতে শুয়ে এই কালিমা পড়বে, এই কালিমা পড়ে শয়নের পর যদি ঐ রাত্রে তোমার মৃত্যু হয় তবে ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যু সাব্যস্ত হবে, অবশ্য এই কালিমা শয়নের পূর্বে সর্বশেষ কালিমা হতে হবে। (বুখারী ২৪৫, ৫৮৭৪)

**রাতে ঘুম না আসলে দোয়া**

"اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضَلَّتْ ، كُنْ لِيْ جَارًا مِّنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا أَنْ يَّفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ أَوْ أَنْ يَّبْغِيَ عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ لَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা রব্বাস্ সামাওয়া-তিস্ সাবয়ি' ওয়ামা- আযল্লাত, ওয়ারব্বাল আরদ্বি-না ওয়ামা- আক্বাল্লাত, ওয়ারব্বাশ্শায়া-ত্বি-নি ওয়ামা- আদ্বল্লাত, কুন লি-জা-রাম মিন্ শাররি খলক্বিকা কুল্লিহিম জামি-য়া'ন আই ইয়াফরুত্ব আ'লাইয়্যা আহা'দুম মিনহুম আও আই ইয়াবগিয়া আ'যযা জা-রুকা, ওয়া জাল্লা চানা-উকা, ওয়া লা-ইলা-হা গাইরুকা, ওয়া লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্তা।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ! যিনি সমস্ত আসমান ও সকল বস্তুর প্রতিপালক, সমস্ত যমীন, তার উপর ও নীচে অবস্থিত সকল জিনিসের প্রতিপালক, সমস্ত শয়তান ও তাদের অপতৎপরতার প্রতিপালক, আপনি সকল মানুষের অনিষ্ট থেকে আমাকে বাঁচান। যেন কেউ আমার উপর অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করতে না পারে। ঐ ব্যক্তি সম্মান ও মর্যাদার সাথে আছে, যার ভাগ্যে আপনার পানাহ্ নসীব হয়েছে। আপনার হা'মদ ও প্রশংসার মাকাম অনেক উর্ধ্বে। আপনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই। (তিরমিযী ৩৫২৩, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা ২৯১৭৭)

**খারাপ স্বপ্ন দেখলে (বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করার পর) দোয়া**

"اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَسَيِّئَاتِ الْأَحْلَامِ"

**উচ্চারণ ঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিন আ'মালিশ শাইত্ব-নি ওয়া সায়্যিআ-তিল আহ'লা-মি।

**অর্থ ঃ** হে আল্লাহ! শয়তানের কার্যাদি ও মন্দ স্বপ্ন থেকে আপনার জাতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আমালুল ইওম)



## ৭. নামাযের ধারাবাহিক কালাম ও তাস্‌বীহ সমূহ

**জায়নামাযের দোয়া**

"إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ"

**উচ্চারণঃ** ইন্নি- ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযি- ফাত্বরাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব হা'নি-ফাও ওয়ামা- আনা- মিনাল মুশরিকী-ন। (আনআম ৭৯)

**অর্থঃ** নিশ্চয়ই আমি আমার মুখ ফিরিয়েছি ঐ সত্ত্বার দিকে যিনি আসমান ও জমীনসমূহকে সৃষ্টি করেছেন, সকল দিক হতে নির্লিপ্ত হয়ে এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই। (মুসলিম ১৬৮৯)

**তাকবীরে তাহ'রীমা**

"اَللّٰهُ أَكْبَرُ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হু আক্‌বার। **অর্থঃ** আল্লাহ্তাআ'লা সর্বশ্রেষ্ঠ। (মুসলিম ৭৬১)

**ছানা**

"سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ"

**উচ্চারণঃ** সুব্হা'-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়াবিহা'মদিকা ওয়াতাবা-র কাসমুকা ওয়াতাআ'-লা-জাদ্দুকা ওয়ালা- ইলা-হা গায়রুকা।

**অর্থঃ** আমি আপনারই পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ্ আপনারই প্রশংসার সাথে; আপনার নাম অতি বরকতময়; আপনার মর্যাদা অতি উচ্চ; কেউ নেই ইবাদতের যোগ্য আপনি ছাড়া। (মুসলিম ৭৮৭)

**রুকুর তাসবীহ্ (কমপক্ষে ৩ বার)**

"سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ"

**উচ্চারণঃ** সুব্হা'-না রব্বিয়াল আ'-যী-ম।

**অর্থঃ** মহান প্রতিপালক অতীব পবিত্র। (আবু দাউদ ৮৭১, ৮৮৬)

**রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় তাস্‌বীহ্ (১ বার)**

"سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"

**উচ্চারণঃ** সামিআ'ল্লা-হু লিমান হা'মিদাহ।

**অর্থঃ** যে ব্যক্তি আল্লাহ্তাআ'লার প্রশংসা করেছে, আল্লাহ্তাআ'লা তার প্রশংসা শুনেছেন । (তিরমিযী ২৬৬, ২৬৭)

**রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর তাসবীহ্ (১ বার)**

"رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ"

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- লাকাল হা'ম্দ।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। (তিরমিযী ২৬৬, ২৬৭)

**সুন্নত ও নফল নামাযে রুকুর তাসবীহের পর দোয়া**

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ"

**উচ্চারণঃ** আলহা'মদুলিল্লা-হি হা'ম্দান কাছি-রন্ ত্বইয়্যেবান মুবা-রাকান্ ফি-হী।

**অর্থঃ** সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্তাআ'লার জন্য, আপনারই জন্য রয়েছে প্রভুত্ব, পবিত্র এবং বরকতময় প্রশংসা। (বুখারী ৭৬৩, আবু দাউদ ৮৭১)

**সিজদার তাসবীহ্ (কমপক্ষে ৩ বার)**

"سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى"

**উচ্চারণঃ** সুবহা'-না রব্বিয়াল আ'লা-।

**অর্থঃ** মহা পবিত্র আমাদের প্রতিপালক যিনি সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ। (আবু দাউদ ৮৭১, ৮৮৬)

**দুই সিজদার মাঝ বসে পড়ার দোয়া (১ বার)**

"اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মাগফিরলি- ওয়ারহা'মনি ওয়াআ'-ফিনি- ওয়াহদিনী- ওয়ার যুক্বনী-।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন; আমাকে নিরাপত্তা, হেদায়েত এবং রিজিক দান করুন। (আবু দাউদ ৮৫০)



**চার রাকাতের প্রথম বৈঠকে বসে তাশাহুদ**

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ . اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ . أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ"

**উচ্চারণঃ** আত্তাহি'য়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াচ্ছলাওয়া-তু ওয়াত্ত্বইয়্যিবা-তু আস্সালা-মু আ'লাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহ'মাতুল্লা-হি ওয়াবারকা-তুহু আস্সালা-মু আ'লাইনা- ওয়াআ'লা- ই'বা-দিল্লা-হিচ্ছ-লিহী'-না, আশ্হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহা'ম্মাদান আ'বদুহু- ওয়া রসু-লুহু-।

**অর্থঃ** সমস্ত সম্মান ও পবিত্র বিষয় আল্লাহ্তাআ'লার জন্য। হে নবী, আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আর আমাদের ও আল্লাহ্তাআ'লার নেক বান্দাগণের প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্তাআ'লা ছাড়া এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্তাআ'লার বান্দা ও রাসূল। (বুখারী ৭৯৩)

**শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দরুদ শরীফ (দরুদে ইব্রাহিম)**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা চল্লি আ'লা- মুহা'ম্মাদিও ওয়াআ'লা- আ-লি মুহা'ম্মাদিন্ কামা-চল্লাইতা আ'লা- ইব্রা-হি-মা ওয়াআ'লা- আ-লি ইব্রা-হি-মা ইন্নাকা হা'মি-দুম্ মাজি-দ, আল্লা-হুম্মা বারিক আ'লা- মুহা'ম্মাদিও ওয়াআ'লা- আ-লি মুহা'ম্মাদিন্ কামা- বারকতা আ'লা- ইব্রা-হি-মা ওয়াআ'লা- আ-লি ইব্রা-হি-মা ইন্নাকা হা'মি-দুম্ মাজি-দ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি অনুগ্রহ করুন মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার পরিবারের প্রতি, যেভাবে অনুগ্রহ করেছেন ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) ও

তার পরিবারের প্রতি, নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান। হে আল্লাহ্! আপনি বরকত দান করুন মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার পরিবারের প্রতি, যেভাবে বরকত দান করেছেন ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) ও তার পরিবারের প্রতি, নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান। (বুখারী ৫৯১৭)

**দরুদ শরীফ পড়ার পর দোয়া (দোয়া মাছুরা)**

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- যোয়ালামতু নাফসি- যুলমান কাচিরাও ওয়ালা- ইয়াগ্ফিরুয যুনু-বা ইল্লা-আন্তা ফাগফিরলি- মাগফিরাতাম্মিন ই'নদিকা ওয়ারহা'মনি- ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রহি'-ম।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি গুনাহ্গার, নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি, আর আমার পাপ ক্ষমা করার জন্য আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর রহম করুন, নিশ্চয় আপনি হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (বুখারী ৭৯৫)

**দোয়া মাছুরার পর ডান ও বাম দিকে সালাম**

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ"

**উচ্চারণঃ** আস্সালা-মু আ'লাইকুম ওয়া রহ'মাতুল্লা-হ। (বুখারী ৭৯৮)

**বিত্র নামাযের তৃতীয় রাকাতে দোয়া কুনুত**

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ، اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাস্তায়ি'-নুকা ওয়ানাস্তাগফিরুকা ওয়া নু'মিনুবিকা ওয়ানাতা ওয়াক্কালু আ'লাইকা, ওয়ানুচনী- আ'লাইকাল খইর; ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা- নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ' ওয়ানাতরুকু মাইয়াফ ঝুরুকা। আল্লা-হুম্মা



ইয়্যা-কানা'বুদু ওয়ালাকা নুচল্লি- ওয়ানাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাচআ'- ওয়ানাহ'ফিদু ওয়ানারজু- রহ'মাতাকা ওয়ানাখশা- আ'যা-বাকা ইন্না আ'যা-বাকা বিল কুফফা-রি মুলহিক্ব।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমরা আপনার কাছেই সাহায্য এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি; আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং ভরসা করছি; আপনারই প্রশংসা করছি কল্যাণের; আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি; আপনার অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি না; যারা আপনার নাফরমানী করে, আপনার আদেশ নিষেধ মানে না, আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। হে আল্লাহ! আমরা আপনারই ইবাদত করি। আপনার জন্যই নামায আদায় করি; সেজদা করি; আপনারই দিকে দৌড়ে যাই ও প্রত্যাবর্তন করি এবং আপনারই করুণার প্রত্যাশা করি। আপনার আযাব ও শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় আপনার শাস্তি কাফেরদের জন্য নির্ধারিত। (মুসান্নাফে ইবনে আবু শাইবা ৬৮৯৩, বুখারী ও মুসলিম)

**বিত্র নামাজের পর তাসবীহ্ (৩ বার)**

سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ "

**উচ্চারণঃ** সুব্হা'-নাল মালিকিল কুদ্দু-স।

**অর্থঃ** সমস্ত সৃষ্টির মহান অধিপতি অতি পবিত্র। (নাসায়ী ১৭০২)

**নামাযের সালাম ফিরানোর পর দোয়া/কালাম**

اَللّٰهُ اَكْبَرُ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হু আক্বার (১ বার) **অর্থঃ** আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। (মুসলিম ১২০৩)

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ"

**উচ্চারণঃ** আসতাগফিরুল্লা-হ্ (৩ বার) ।

**অর্থঃ** আমি আল্লাহ্তাআ'লার নিকট ক্ষমা চাই। (মুসলিম ১২২২)

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা আন্তাস্সালা-মু ওয়ামিন্কাস্সালা-মু তাবা-রকতা যালজালা-লি ওয়াল ইকর-ম।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি শান্তিময়, আপনার থেকেই শান্তি। আপনি বরকতময়, হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী। (মুসলিম ১২২২)

**রাসূলুল্লাহ্** (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) **নামাযের সালাম ফিরানোর পর কপালে ডান হাত রেখে নীচের দোয়াটি বলতেন**

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ. اَللّٰهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحَزَنَ

**উচ্চারণ ঃ** আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুর রহ'মা-নুর রহী'-ম, আল্লা-হুম্মা আযহিব আ'ন্নি-ল হাম্মা ওয়াল হা'যানা।

**অর্থ ঃ** আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন মাবুদ আল্লাহ্তাআ'লা ছাড়া, তিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়াময়, হে আল্লাহ! আমার নিকট থেকে চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে দিন! (আমালুল ইয়াওম ১১২)

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ"

**উচ্চারণঃ** লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ'দাহু- লা-শারি-কালাহু লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হা'মদু ওয়াহুয়া আ'লা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদি-র, আল্লা-হুম্মা লা-মা-নিআ' লিমা- আ'ত্বইতা ওয়ালা- মু'ত্বিয়া লিমা- মানা'তা ওয়ালা- ইয়ানফাউ' যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

**অর্থঃ** নেই কোন মাবুদ আল্লাহ্তাআ'লা ছাড়া, তিনি একক অদ্বিতীয়, সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তারই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তারই প্রাপ্য, তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ্! আপনি দান করলে কেউ কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে না এবং আপনি দান না করলে কেউ দিতে পারে না। আপনার সাহায্য না হলে, কোন ভাগ্যবানের ভাগ্য কোনই উপকারে আসে না। (বুখারী ৮০৪)

৩৩ বার سُبْحٰنَ اللهِ ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৪ বার اَللهُ اَكْبَرُ (বুখারী ৮০৩)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাখরি ওয়া আ'যা-বিল ক্বরি।



**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি কুফর, দারিদ্রতা এবং কবর আযাব থেকে। (আবু দাউদ ৮৮০)

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা আই'ন্নি- আ'লা-যিক্রিকা, ওয়াশুক্রিকা ওয়াহ্'সনি ই'বা-দাতিক।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমাকে আপনার যিক্র, শোকর এবং উত্তম ইবাদত করার তাওফীক দান করন।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত মুয়ায (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) এর হাত ধরে বললেনঃ হে মুয়ায, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে একটি ওসীয়ত করছি! তুমি নামায পড়ার পর এই দোয়াটি কখনও পড়তে ছাড়বেনা। (আবু দাউদ ১৫২২)

**প্রত্যেক ফরয নামাজের পর আয়াতুল কুরসী (১ বার)**

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রতি ফরয নামাজের পর একবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জন্য মৃত্যু ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করার আর কোন বাধা থাকবে না। (মিশকাত ৯১২, বায়হাকী)

**প্রত্যেক নামাজের পর সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস**

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক নামাজের পর সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ার নির্দেশ প্রদান করতেন। (আবু দাউদ ১৫২৩)

**ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর বিশেষ আমল**

اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা আজিরনি- মিনান্না-র।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমাকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচান।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ফজরের ফরজ নামাযের পর কারো সাথে কথা বলার পূর্বে উক্ত কালিমা সাতবার পাঠ করে, যদি সেদিন তার মৃত্যু ঘটে, তবে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। অনুরুপভাবে যে ব্যক্তি মাগরিবের ফরজ নামাজের পর উক্ত কালিমা সাতবার পাঠ করে যদি সেই রাতে তার মৃত্যু ঘটে, তবে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। (আবু দাউদ. মিশকাত ২২৮৫)

**ফজর ও আছর নামাজের পর বিশেষ আমল (সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত)**

هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ . عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ . هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ " هُوَ اللهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ . اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ . سُبْحٰنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ " هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى . يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ . وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ "

**উচ্চারণঃ** হুয়াল্লা-হুল্লাযি- লা-ইলা-হা ইল্লা-হু, আ'-লিমুল গইবি ওয়াশ্‌শাহা-দাতি হুয়ার রহ'মা-নুর রহি'-ম, হুয়াল্লা-হুল্লাযি- লা-ইলা-হা ইল্লা-হু, আল মালিকুল কুদ্দু-সুস্‌সালা-মুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আ'যি-যুল জাব্বা-রুল মুতাকাব্বির, সুব্‌হা'-নাল্লা-হি আ'ম্মা- ইউশরিকু-ন, হুয়াল্লা-হুল খ-লিকুল বা-রিয়ুল মুছয়্যিরু লাহুল আসমা-উল হু'সনা-, ইউসাব্বিহু' লাহু-মা- ফিস্‌সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ওয়াহুয়াল আ'যি-যুল হ'াকি-ম। (হাশর ২২-২৫)

**অর্থঃ** তিনিই আল্লাহ্‌তাআ'লা, নেই কোন মাবুদ তিনি ছাড়া, তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন, তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনিই আল্লাহ্‌তাআ'লা, নেই কোন মাবুদ তিনি ছাড়া, তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ্‌তাআ'লা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ্‌তাআ'লা, স্রষ্টা, উদ্‌ভাবক, রুপদাতা, উত্তম নামসমূহ তারই। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তার পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকাল বেলা তিনবার أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আউ'-যুবিল্লা-হিস্ সামি-য়ি'ল আ'লি-মি মিনাশ্ শাইত্ব-নির রজি-ম) পড়ে তারপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ্‌তা'য়ালা তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা নিযুক্ত করবেন, যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবেন। আর যদি সে এই দিনে মারা যায়, মারা যাবে শহীদরুপে এবং যে ব্যক্তি উহা সন্ধ্যায় পড়বে, সেও অনুরুপ মর্তবার অধিকারী হবে। (তিরমিযী ২৯২২)



**ফজর নামাজের পর বিশেষ দোয়া**

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا طَيِّبًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আস্‌আলুকা ই'লমান্না-ফিয়া'-, ওয়া রিযক্বন ত্বইয়্যেবা-, ওয়া আ'মালাম মুতাক্বব্বিলা-।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, কবুল হওয়ার মত আমল এবং পবিত্র রিযিক চাই। (ইবনে মাজা ৯২৫)

## ৮. নামাযের জরুরী বিষয় সমূহ

**নামাযের বাহিরে সাত ফরয**

(১) শরীর পাক (২) কাপড় পাক (৩) নামাযের জায়গা পাক (৪) সতর ঢাকা (৫) ক্বিবলামুখী হওয়া (৬) ওয়াক্তমত নামায পড়া (৭) নিয়ত করা।

**নামাযের ভিতরে ছয় ফরয**

(১) তাকবীরে তাহ'রীমা বলা (২) দাঁড়িয়ে নামায পড়া (৩) ক্বিরাত পড়া (৪) রুকু করা (৫) দুই সিজদা করা (৬) আখিরী বৈঠক।

**নামাযে ওয়াজিব চৌদ্দটি**

(১) সূরা ফাতিহা পুরা পড়া (২) সূরা ফাতিহার সঙ্গে সূরা মিলানো (৩) রুকু সিজদায় দেরী করা (৪) রুকু হতে সোজা হয়ে খাড়া হওয়া (৫) দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা (৬) মাঝখানের বৈঠক (৭) দুই বৈঠকেই আত্তাহি'য়্যাতু পড়া (৮) ঈমামের জন্য ক্বিরাত আস্তে ও জোরে পড়া (৯) বিত্‌রের নামাযে দোয়া কুনুত পড়া (১০) দুই ঈদের নামাযে ছয় তক্বীর বলা (১১) ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতকে ক্বিরাতের জন্য নির্ধারিত করা (১২) প্রত্যেক রাকাতে ফরযগুলির তরতীব ঠিক রাখা (১৩) প্রত্যেক রাকাতে ওয়াজিবগুলির তরতীব ঠিক রাখা (১৪) আস্‌সালা-মু আ'লাইকুম বলে নামায শেষ করা।

**নামাযে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ বারটি**

(১) দুই হাত উঠানো (২) দুই হাত বাঁধা (মেয়েদের জন্য দুই হাত বুকের উপর রাখা) (৩) ছানা পড়া (৪) আউ'-যুবিল্লা-হ্ পড়া (৫) বিস্‌মিল্লা-হ্ পড়া (৬) সূরা ফাতিহার শেষে আমিন পড়া (৭) প্রত্যেক উঠা বসায় আল্লাহু আক্‌বার বলা (৮) রুকুর তাসবীহ্ পড়া (৯) রুকু হতে উঠার সময় তাসবীহ্ ও

তাহ'মীদ পড়া (১০) সিজদায় তাসবীহ্ পড়া (১১) দরুদ শরীফ পড়া (১২) দোয়া মাছুরা পড়া।

**নামায ভঙ্গের কারণ উনিশটি**

(১) নামাযে সূরা/ক্বিরাত অশুদ্ধ পড়া (২) নামাযের ভিতর কথা বলা (৩) কোন লোককে সালাম দেয়া (৪) সালামের উত্তর দেয়া (৫) উহঃ আহঃ শব্দ করা (৬) বিনা ওযরে কাশি দেয়া (৭) আমলে কাছির (এমন কাজ করা যাতে কেউ দেখলে ঐ ব্যক্তিকে নামাযী বলে মনে হয় না) করা (৮) বিপদে কি বেদনায় শব্দ করিয়া অনুভূতি প্রকাশ করা (৯) তিন তাসবীহ্ পরিমান সময় সতর খুলে থাকা (১০) মুক্তাদী ছাড়া অপর ব্যক্তির লোকমা নেয়া (১১) সুসংবাদ/দুঃসংবাদের উত্তর দেয়া (সুসংবাদের উত্তরে আল্হা'মদুলিল্লা-হ্ ও দুঃসংবাদের উত্তরে ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলাইহি র-জিউন বলা) (১২) নাপাক জায়গায় সিজদা করা (১৩) ক্বিবলার দিক হতে সিনা ঘুরে যাওয়া (১৪) নামাযে কোরআন শরীফ দেখে পড়া (১৫) নামাযে শব্দ করে হাসা (১৬) নামাযে দুনিয়াবী কোন কিছু প্রার্থনা করা (১৭) হাঁচির উত্তর দেয়া (ইয়ারহা'মু-কাল্লা-হ বলা) (১৮) নামাযে খাওয়া ও পান করা (১৯) ঈমামের আগে মুক্তাদী খাড়া হওয়া (ঈমাম হতে মুক্তাদী এগিয়ে দাঁড়ানো)।

## দুই রাকাত নামাযে ৬০টি মাসআলা (একাকী নামাযীর জন্য)

**নামাযের প্রথম রাকাতে রুকুর আগে ১১টি মাসআলা**

(১) হাত উঠানো **সুন্নত** (২) তাকবীরে তাহ'রীমা (আল্লা-হু আক্বার) বলা **ফরয** (৩) দুই হাত বাঁধা **সুন্নত** (মেয়েদের জন্য দুই হাত বুকের উপর রাখা **সুন্নত**) (৪) ছানা পড়া **সুন্নত** (৫) আউ'-যুবিল্লা-হ্ পড়া **সুন্নত** (৬) বিস্মিল্লা-হ্ পড়া **সুন্নত** (৭) সূরা ফাতিহা পুরা পড়া **ওয়াজিব** (৮) সূরা ফাতিহার পরে আ-মিন বলা **সুন্নত** (৯) সূরার শুরুতে বিস্মিল্লা-হ্ বলা **মুস্তাহাব** (১০) সূরা মিলানো **ওয়াজিব** (১১) ক্বিরাত পড়া **ফরয**।

**রুকুতে ৬টি মাসআলা**

(১) রুকুতে যাওয়ার সময় আল্লা-হু আক্বার বলা **সুন্নত** (২) রুকু করা **ফরয** (৩) রুকুতে দেরী করা **ওয়াজিব** (৪) রুকুতে থেকে রুকুর তাসবীহ্ তিনবার/পাঁচবার/সাতবার পড়া **সুন্নত** (৫) রুকু হতে উঠার সময় তাসবীহ্ ও তাহ'মীদ পড়া **সুন্নত** (৬) রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো **ওয়াজিব**।



**প্রথম সিজদাতে ৬টি মাসআলা**

(১) সিজদাতে যাওয়ার সময় আল্লা-হু আক্বার বলা **সুন্নত** (২) সিজদা করা **ফরয** (৩) সিজদাতে দেরী করা **ওয়াজিব** (৪) সিজদায় থেকে সিজদার তাসবীহ্ তিনবার/পাঁচবার/সাতবার পড়া **সুন্নত** (৫) সিজদা হতে উঠার সময় আল্লা-হু আক্বার বলা **সুন্নত** (৬) দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা **ওয়াজিব**।

**দ্বিতীয় সিজদাতে ৬টি মাসআলা**

(১) সিজদাতে যাওয়ার সময় আল্লা-হু আক্বার বলা **সুন্নত** (২) সিজদা করা **ফরয** (৩) সিজদাতে দেরী করা **ওয়াজিব** (৪) সিজদায় থেকে সিজদার তাসবীহ্ তিনবার/পাঁচবার/সাতবার পড়া **সুন্নত** (৫) সিজদা হতে উঠার সময় আল্লা-হু আক্বার বলা **সুন্নত** (৬) সিজদা হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো **ওয়াজিব**।

**দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর আগে ৭টি মাসআলা**

(১) দুই হাত বাঁধা **সুন্নত** (২) বিস্মিল্লা-হ্ পড়া **সুন্নত** (৩) সূরা ফাতিহা পুরা পড়া **ওয়াজিব** (৪) সূরা ফাতিহার পরে আ-মিন বলা **সুন্নত** (৫) সূরার শুরুতে বিস্মিল্লা-হ্ পড়া **মুস্তাহাব** (৬) সূরা মিলানো **ওয়াজিব** (৭) ক্বিরাত পড়া **ফরয**।

**দ্বিতীয় রাকাতের রুকু সিজদার মাসআলা প্রথম রাকাতের মত** তবে শুধু তাতে দ্বিতীয় সিজদায় " সিজদা হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো **ওয়াজিব** "এর পরিবর্তে " সিজদা হতে সোজা হয়ে বসা **ওয়াজিব** " হবে।

**আখিরী বৈঠকে ৫টি মাসআলা**

(১) আখিরী বৈঠক **ফরয** (২) আত্তাহি'য়্যাতু পড়া **ওয়াজিব** (৩) দরুদ শরীফ পড়া **সুন্নত** (৪) দোয়া মাছুরা পড়া **সুন্নত** (৫) আস্সালা-মু আ'লাইকুম ওয়া রাহ'মাতুল্লা-হ বলে নামায শেষ করা **ওয়াজিব**।

**৬০ নং মাসআলাঃ** ফরয নামায দাঁড়িয়ে পড়া **ফরয**। (সুন্নত ও নফল নামায বসে পড়া জায়িয আছে, তবে বসে পড়লে অর্ধেক নেকী পাওয়া যাবে)

**ফরয নামাযের ৩য় ও ৪র্থ রাকাতের রুকুর আগে ৪টি মাসআলা**

(১) দুই হাত বাঁধা **সুন্নত** (২) বিস্মিল্লা-হ্ পড়া **সুন্নত** (৩) সূরা ফাতিহা পুরা পড়া **মুস্তাহাব** (৪) সূরা ফাতিহার পরে আ-মিন বলা **সুন্নত**।

ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল নামাযের ৩য় ও ৪র্থ রাকাতের রুকুর আগের মাসআলা ২য় রাকাতের রুকুর আগে বর্ণিত মাসআলার মতই।

সব নামাযের ৩য় ও ৪র্থ রাকাতের রুকু ও সিজদার মাসআলা ১ম ও ২য় রাকাতের রুকু সিজদার মাসআলার মতই। ৩য় ও ৪র্থ রাকাতের আখিরী বৈঠক ২ রাকাতের আখিরী বৈঠকের মাসআলার মতই।

**তিন ও চার রাকাতওয়ালা নামাযের মাঝখানের বৈঠকে ৪টি মাসআলা**

(১) মাঝখানের বৈঠক **ওয়াজিব** (২) আত্তাহি'য়্যাতু পড়া **ওয়াজিব** (৩) মাঝখানের বৈঠক হতে দাঁড়ানোর সময় আল্লা-হু আক্‌বার বলা **সুন্নত** (৪) ৩য় রাকাতের জন্য সোজা হয়ে দাঁড়ানো **ওয়াজিব**। জামাতে ঈমামের পিছনে মুক্তাদী হয়ে নামায পড়লে ইক্তিদার নিয়ত করবে। মুক্তাদীর সূরা ও ক্বিরাত পড়তে হয় না। ইহা ছাড়া বাকী সব তাকবীর, তাসবীহ্ ও দোয়া ইত্যাদি সব পড়তে হবে। (পবিত্র কুরআন ও দ্বীন শিক্ষায় নূরানী পদ্ধতি, পৃষ্টা ২৬-৩২)

## ৯. রোজা

**রোজার ফরজ**

(১) নিয়ত করা (মুখে নিয়ত করা জরুরী নয়, অন্তরে নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে তবে মুখে নিয়ত করা উত্তম) (আবু দাউদ ২৪৪৬) (২) সোব্‌হে সাদেকের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, পান করা ও খাহিশাত হতে বেঁচে থাকা।

**রোজার সুন্নত**

(১) সেহেরী খাওয়া (২) রাত্রে রোজার নিয়ত করা (৩) সোব্‌হে সাদেকের আগে খানাপিনা বন্ধ করা (৪) সূর্য ডুবার সাথে সাথে ইফতার করা (৫) গীবত, মিথ্যা, গালি/গালাজ, ঝগড়া/বিবাদ ও মন্দ কথা হতে বিরত থাকা (৬) শুকনা অথবা ভিজা খেজুর/পানি/দুধ দ্বারা ইফতার করা। (নূরানী নিসাব, পৃষ্টা ৬১)

**রোজার নিয়ত**

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكَ فَرْضًا لَّكَ يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ "

**উচ্চারণঃ** নাওয়াইতু আন আছু-মা গাদাম মিন শাহরি রমাদ্বনাল মুবা-রকা ফারদ্বল্লাকা ইয়া- আল্লা-হু ফাতাক্বব্বাল মিন্নি- ইন্নাকা আন্‌তাস্ সামি-উ'ল আ'লি-ম।

**অর্থঃ** আমি পবিত্র রমজানুল মোবারকের আগামীকালের ফরজ রোজা রাখার নিয়ত করছি। হে আল্লাহ আপনি আমার পক্ষ হতে এই রোজা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী ও শ্রবণকারী।



**ইফতার সামনে নিয়ে দোয়া**

يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اِغْفِرْ لِيْ "

**উচ্চারণঃ** ইয়া- ওয়া-সিয়া'ল ফাদ্বলি ইগফিরলি- ।

**অর্থঃ** হে সার্বিক অনুগ্রহ ও দয়ার প্রশস্ততাকারী আমাকে ক্ষমা করে দিন। (শরহুত তানবীহ ৬/৩৭১, আল ফিকাহ আলা মাজাহিবিল আরবাআ' ১/৯২৬)

**ইফতার শুরু করার সময় দোয়া**

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা লাকা চুমতু ওয়া'লা- রিজক্বিকা আফত্বরতু।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনারই জন্য রোজা রেখেছি এবং আপনারই দেয়া রিযিকে রোজা খুলছি। (আবু দাউদ ২৩৫০)

**ইফতারের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন**

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ "

**উচ্চারণঃ** যাহাবায্ যমাউ ওয়াবতাল্লাতিল উ'রু-কু ওয়াচাবাতাল আজরু ইন্‌শা-আল্লা-হ্ ।

**অর্থঃ** তৃষ্ণা নিবারিত হয়েছে, শিরা উপশিরা পরিতৃপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ চাহেত বিনিময়ও নির্ধারিত হয়েছে। (আবু দাউদ ২৩৪৯)

**রমজানের তারাবী নামাজের ৪ রাকাত নামাজের পর দোয়া**

سُبْحٰنَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحٰنَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ . سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ نَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ . نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ "

**উচ্চারণঃ** সুবহা'-নাযিল মুলকি ওয়াল মালাকু-তি, সুবহা'-নাযিল ই'য্‌যাতি ওয়াল আ'যমাতি ওয়াল কুদরতি ওয়াল কিবরিয়া-ই ওয়াল জাবারু-ত। সুবহা'-নাল

মালিকিল হা'ইয়্যিল্লাযি- লা-ইয়ামু-তু, সুব্বু-হ্'ন কুদ্দু-সুন রব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররুহ্, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু নাস্তাগফিরুল্লা-হ্, নাস্আলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউ'-যুবিকা মিনান্না-র ।

**অর্থঃ** পবিত্রতা বর্ণনা করি ঐ আল্লাহ্র যিনি সার্বভৌমত্ব, গর্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী । পবিত্রতা বর্ণনা করি ঐ আল্লাহ্র যিনি চিরঞ্জীব । পবিত্রতা বর্ণনা করি ঐ আল্লাহ্র যিনি বাদশাহ্, পবিত্রতা এবং বড়ত্ব একমাত্র তারই । তিনি ফিরিশ্তাদের মালিক । নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, আমি তার কাছে ক্ষমা চাই । আমি তার কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ্ চাই ।

**তারাবী নামাযের প্রতি ৪ রাকাত পর ৪ রাকাত পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ সময় বিশ্রাম নেয়া মুস্তাহাব । এ সময়ে উল্লেখিত দোয়া বা অন্য কোন নির্দিষ্ট দোয়া পড়া আবশ্যক নয় । নামাযী এ সময় যে কোন কিছু পড়তে পারে, ইচ্ছা হলে নিরবে বসে থাকতেও পারে ।** (ফতোওয়ায়ে শামী)

**রমজানের তারাবীর নামাজের মুনাজাত**

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ ، يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ ، اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ ، يَا مُجِيْرُ ، يَا مُجِيْرُ ، يَا مُجِيْرُ ، بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাস্আলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউ'-যুবিকা- মিনান্না-রি ইয়া খলিক্বাল জান্নাতি ওয়ান্না-রি, বিরহ'মাতিকা ইয়া- আ'যি-যু, ইয়া-গফফা-রু, ইয়া-কারি-মু, ইয়া-সাত্তা-রু, ইয়া-রহি'-মু, ইয়া-জাব্বা-রু, ইয়া-খ-লিক্বু, ইয়া-বা-র, আল্লা-হুম্মা আজিরনা- মিনান্না-রি ইয়া-মুজি-রু, ইয়া-মুজি-রু, ইয়া-মুজি-রু, বিরহ'মাতিকা ইয়া-আরহা'মার র-হি'মিন ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে বেহেশ্ত চাই এবং দোযখ হতে পানাহ্ চাই, হে বেহেশ্ত ও দোজখের স্রষ্টা । হে পরাক্রমশালী, হে গুনাহ্ মাফকারী, হে অনুগ্রহকারী, হে গুনাহ্ গোপনকারী, হে দানশীল, হে ক্ষমতাশালী, হে সৃষ্টিকর্তা, হে পবিত্র, আমার প্রতি দয়া করুন । হে আল্লাহ! আমাকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচান । হে বাঁচানেওয়ালা, হে বাঁচানেওয়ালা, হে বাঁচানেওয়ালা, আমার প্রতি দয়া করুন, হে পরম দয়ালু ও অতি দয়াশীল ।



**শবে ক্বদরের রাত্রিতে বিশেষ দোয়া**

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আ'ফুওয়্যুন তুহি'ব্বুল আ'ফওয়া ফা'ফু আ'ন্নী- ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করতে ভালবাসেন, তাই আমাকে ক্ষমা করুন । (ইবনে মাজা ৩৮৫০)

## ১০. জানাজা/মৃত ব্যক্তি সম্পর্কিত দোয়া

**জানাজা নামাজের ফরয**

(১) চারবার তাক্বীর (আল্লা-হু আক্বার) বলা (২) দাঁড়িয়ে নামায পড়া ।

**জানাজা নামাজের সুন্নত**

(১) প্রথম তাক্বীরের পর ছানা পড়া (২) দ্বিতীয় তাক্বীরের পর দরুদে ইব্রাহীম পড়া (৩) তৃতীয় তাক্বীরের পর দোয়া পড়া । (পবিত্র কুরআন ও দ্বীনি শিক্ষায় নূরানী পদ্ধতি, পৃষ্ঠা-৭৪)

**জানাজা নামাযের ১ম তাক্বীরের পর ছানা**

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ "

**উচ্চারণঃ** সুবহা'-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়াবিহা'মদিকা ওয়াতাবা-রকাসমুকা ওয়াতাআ'-লা-জাদ্দুকা ওয়াজাল্লা চানা-উকা ওয়ালা-ইলা-হা গইরুকা ।

**অর্থঃ** আমি আপনারই পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ্ আপনারই প্রশংসার সাথে, আপনার অতি বরকতময় নামের সাথে, আপনার মর্যাদা অতি উচ্চ, আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই । (আবু দাউদ ৭৭৫, তিরমিযী ২৪২, নাসাঈ ৯০০)

**২য় তাক্বীরের পর দরুদে ইব্রাহিম**

**৩য় তাক্বীরের পর বালেগ পুরুষ/মেয়ে হলে দোয়া**

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ، اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهٗ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মাগফির লিহা'ইয়্যিনা- ওয়ামাইয়্যিতিনা- ওয়াশা-হিদিনা- ওয়াগ-য়িবিনা- ওয়াচগি-রিনা- ওয়াকাবি-রিনা- ওয়াযাকারিনা- ওয়াউন্‌চা-না-, আল্লা-হুম্মা মান আহ'য়াইতাহু- মিন্না- ফাআহ'য়িহি- আ'লাল ইসলা-মি, ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহু- মিন্না- ফাতাওয়াফফাহু- আ'লাল ই-মা-ন। আল্লা-হুম্মা লা-তাহ'রিমনা- আজরা-হু- ওয়ালা- তুদ্বিল্লানা- বা'দাহু- ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি ক্ষমা করুন আমাদের জীবিতদেরকে, মৃতদেরকে, উপস্থিতদিগকে, অনুপস্থিতদিগকে, ছোটদিগকে, বড়দিগকে, পুরুষদিগকে, নারীদিগকে। হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের মধ্যে যাদের জীবিত রাখবেন তাদের জীবিত রাখুন ইসলামের সাথে এবং আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দান করবেন তাকে মৃত্যু দান করুন ঈমানের সাথে। হে আল্লাহ! ইহার সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং ইহার পরে আমাদেরকে পথভ্রষ্ঠ করবেন না। (আবু দাউদ ৩১৮৭, তিরমিযী ১০২৪, ইবনে মাজাহ ১৪৯৮)

**মুর্দাকে কবরে রাখার সময় দোয়া**

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ "

**উচ্চারণঃ** বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াবিল্লা-হি ওয়াআ'লা- মিল্লাতি রাসু-লিল্লা-হি ।

**অর্থঃ** আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দ্বীনের (তরীকার) উপর (রাখা হইতেছে) । (তিরমিযী ১০৪৬, ইবনে মাজাহ ১৫৫০)

**কবরের উপর মাটি দেয়ার সময় দোয়া**

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى "

**উচ্চারণঃ** মিনহা- খলাক্বনা-কুম ওয়াফি-হা- নুয়ি'দুকুম ওয়ামিনহা- নুখরিজুকুম তা-রতান উখর- । (ত্বা-হা ৫৫)

**অর্থঃ** এই মাটি হতেই আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি, আবার এই মাটিতেই প্রত্যাবর্তন করাব এবং এখান থেকেই (কবর) আবার তোমাকে বের করে আনব। (মুসনাদে ইমাম আহমদ ২২১৮৭, মুসতদারেকে হাকেম ৩৪৩৩, বাইহাকী ৬৭২৬)

## ১১. হাদীসে বর্ণিত সকাল সন্ধ্যার তাস্‌বীহ ও দোয়া

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ "

**উচ্চারণঃ** আস্তাগফিরুল্লা- হাল্লাযি- লা-ইলা-হা ইল্লা-হুয়াল হা'ইউল ক্বইউ-মু ওয়াতু-বু ইলাইহি ।



**অর্থঃ** সেই মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, স্থায়ী এবং তার নিকটেই তাওবা করি। (আবু দাউদ ১৫১৭)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ "

**উচ্চারণঃ** লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ'দাহু- লা-শারি-কালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হা'মদু ওয়াহুয়া আ'লা- কুল্লি শাইয়্যিন্ ক্বদী-র ।

**অর্থঃ** নেই কোন মা'বুদ আল্লাহ্‌তাআ'লা ছাড়া, তিনি এক তার কোন শরীক নেই, তারই রাজত্ব ও প্রশংসা এবং তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকালে এই কালিমাটি পড়বে সে ইসমাঈল (আলাইহিস্ সালাম) এর বংশধর থেকে একজন গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব পাবে। তার **দশটি** পাপ মুছে দেয়া হবে, তার **দশটি** মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং সে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে আর যখন সে (এরুপ বলবে) সে সকাল পর্যন্ত অনুরুপ বিনিময় পাবে। (ইবনে মাজাহ ৩৮৬৭)

حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ "

**উচ্চারণঃ** হা'সবিয়াল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা-হু আ'লাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রব্বুল আ'রশিল আ'যী-ম ।

**অর্থঃ** আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট, নেই কোন মা'বুদ তিনি ছাড়া, আমি তারই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা এই দোয়া **সাতবার** পাঠ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতের সকল চিন্তা ভাবনা হতে মুক্তির ব্যাপারে আল্লাহ্‌তাআ'লা তার জন্য যথেষ্ট হবেন। (আবু দাউদ ৫০৮১, দারেমী)

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ "

**উচ্চারণঃ** আউ'-যুবি কালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন্ শাররি মা-খলাক্ব ।

**অর্থঃ** আমি আল্লাহ্‌তাআ'লার পূর্ণ বাক্যসমূহের স্মরণ করছি, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ হতে।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এই কালিমা পাঠ করবে, আল্লাহ্তাআ'লা তাকে সকল সৃষ্টি বিশেষ করে সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রাণীর ক্ষতি থেকে বাঁচাবেন। (মুসলিম ৬৬৮৬)

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ "

**উচ্চারণঃ** বিস্মিল্লা-হিল্লাযি- লা ইয়াদ্বুররু মাআ'সমিহি- শাইয়্যুন্ ফিল আরদ্বি ওয়ালা- ফিস্সামা-য়ি ওয়াহুয়াস্ সামি-উ'ল আ'লী-ম।

**অর্থঃ** ঐ আল্লাহ্তাআ'লার নামে যার নামের বরকতে কোন জিনিসই ক্ষতি সাধন করতে পারে না, যমীনের মধ্যেও নয়, আকাশের মধ্যেও নয় এবং তিনি সবকিছু শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় এই দোয়াটি **তিনবার** পাঠ করবে তাকে কেহ কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না এবং সে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হবে না। (ইবনে মাজাহ ৩৮৬৯)

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلًا "

**উচ্চারণঃ** রদ্বী-তু বিল্লা-হি রব্বাও ওয়াবিল ইস্লা-মি দ্বী-নাও ওয়াবি মুহা'ম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা রসূ-লা-।

**অর্থঃ** আমি আল্লাহ্তাআ'লাকে আমার প্রভু, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নবী হিসাবে মেনে নিয়েছি এবং আমি এর উপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছি। (ইবনে মাজাহ ৩৮৭০)

سُبْحٰنَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ "

**উচ্চারণঃ** সুব্হা'-নাল্লাহি ওয়াবিহা'মদিহি-, আ'দাদা খলক্বিহি-, ওয়ারিদ্বা-নাফসিহী-, ওয়াযিনাতা আ'রশিহী-, ওয়ামিদা-দা কালিমা-তিহি-।

**অর্থঃ** আল্লাহ্ পাক পবিত্র এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ্তা'য়ালার জন্য, আপনার অগণিত সৃষ্টির জন্য ও আপনার নিজের সন্তুষ্টির আর আরশের ওজন পরিমাণ এবং আপনার বাণীসমূহ লিখার কালি পরিমাণ।

**হাদীসঃ** একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মুল মোমেনীন হযরত জুয়াইরিয়া বিন্তে হারিছ (রাদ্বিয়াল্লা-হু আনহা) এর কাছ থেকে খুব ভোরে যখন



ফজরের নামায পড়ার জন্য বের হয়ে গেলেন তখন তিনি স্বীয় নামাযের স্থানে বসে তাসবীহ্-তাহ্লীল পড়ায় লিপ্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এশরাকের নামাযের পর ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি এভাবে বসেই তাসবীহ্ পড়ছ যেভাবে আমি তোমাকে দেখে গিয়েছিলাম? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আমি শুধু উক্ত কালিমা **তিনবার** পড়েছি। তুমি যেগুলো ভোর থেকে এই পর্যন্ত পড়েছ ঐগুলির সাথে যদি ওজন করা হয় তাহলে এই কালিমার ওজন ভারী হবে। (মুসলিম ৬৭১৮)

يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِيْنَ، يَا آخِرَ الْآخِرِيْنَ ، يَا ذَاالْقُوَّةِ الْمَتِيْنَ ، يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِيْنِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ "

**উচ্চারণঃ** ইয়া- আওয়্যালাল আওয়্যালি-ন, ইয়া- আ- খিরল আ-খিরি-ন, ইয়া- যাল কুয়্যাতিল মাতি-ন, ইয়া- র-হি'মাল মাসাকি-ন, ইয়া আরহা'মার র-হি'মি-ন।

**অর্থঃ** হে সর্বপ্রথমের সর্বপ্রথম, হে সর্বশেষের সর্বশেষ, হে অটল ক্ষমতার অধিকারী, হে মিসকিনদের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারী, হে পরম দয়ালু ও অতি দানশীল। (তাবারানী ফিদ্দুয়া)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ رِضَاكَ الْجَنَّةَ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আস্আলুকা রিদ্বকাল জান্নাহ্।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আপনার সন্তুষ্টির সাথে বেহেশ্ত চাই (এই দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যায় **আটবার** পাঠ করবে)। (আদইয়ায়ে মাসনূনাহ, পৃষ্ঠা ১৫)

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ "

**উচ্চারণঃ** ইয়া-রবিব লাকাল হা'মদু কামা- ইয়ামবাগী- লিজালা-লী ওয়াজহিকা ওয়া আ'যি-মী সুলত্বনিক ।

**অর্থঃ** হে আমার প্রতিপালক, আপনার বিশাল ক্ষমতা এবং মহান সত্ত্বার মর্যাদা অনুসারে আপনার জন্যই প্রশংসা।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কোন বান্দা এই বাক্যটি/দোয়াটি পাঠ করলে দুইজন ফিরিশ্তা অত্যন্ত পেরেশানীর মধ্যে পড়ে যায় নেকী লিখার ব্যাপারে, কারণ এর নেকীর পরিমান তাদের জানা নেই। তাই

তারা আল্লাহ্তা'য়ালার নিকট বলে, আপনার এক বান্দা একটি বাক্যের দ্বারা আপনার প্রশংসা করেছে, যার নেকীর পরিমান আমাদের জানা নেই। আল্লাহ্তা'য়ালা বলেন, আমার বান্দা কি বলেছে? অথচ তিনি ভাল করেই জানেন, তবুও তিনি ফিরিশ্তাদের স্বাক্ষী রাখেন, ফিরিশ্তারা তখন আল্লাহ্তা'য়ালার নিকট বাক্যটি বলে। তখন আল্লাহ্তা'য়ালা বলেন, আমার বান্দা যা বলেছে তাই লিখে রাখ। অতঃপর যেদিন আমার বান্দা আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন আমি নিজ হাতে এর প্রতিদান দিব। (ইবনে মাজা ৩৮০১)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ "

**উচ্চারণঃ** ইয়া-হা'ইয়্যু ইয়া-ক্বইয়ূ-মু বিরহ'মাতিকা আসতাগি-চু আচলিহ'লী-শা'নী- কুলাহু ওয়ালা- তাক্বিলনী- ইলা- নাফসী- ত্বরফাতা আ'ইনীন।

**অর্থঃ** হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী, আমি আপনার রহমতের উছিলায় আপনার কাছে সাহায্য চাচ্ছি। আপনি আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দিন এবং চোখের পলক পরিমাণ সময়ের (এক মুহূর্তের) জন্যও আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিবেন না।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পাঠ করতেন। (উল্লেখ্য যে মুসিবতের সময় এই দোয়াটি বড়ই উপকারী)। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বদরের যুদ্ধ চলাকালীন সময় সিজদায় পড়ে এই দোয়াটি পড়েছিলেন এবং আল্লাহ্তা'য়ালার সাহায্যে বিজয় লাভ করেছিলেন। (তবারানী সগীর ৪৪৪, হাকেম ২০০০, শুয়াবুল ঈমান ৭৪৬)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আস্আলুকাল আ'ফওয়া ওয়াল আ'ফিয়াতা ফিদ্দুনইয়া- ওয়ালআ-খিরতি। আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আস্আলুকাল আ'ফওয়া ওয়াল আ'ফিয়াতা ফি- দ্বি-নী ওয়া দুনিয়া-য়া ওয়া আহলী- ওয়া মা-লি-।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট দুনিয়া-আখেরাতের মধ্যে ভাল ও সুস্থতার প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্ আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং নিজ দ্বীন ও



দুনিয়ার মধ্যে নিজ সন্তান, পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের মধ্যে নিরাপত্তা চাই। (ইবনে মাজা ৩৮৭১)

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ. اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ. اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা আ'-ফিনী- ফি-বাদানি-, আল্লা-হুম্মা আ'-ফিনী- ফি-সাময়ী'-, আল্লা-হুম্মা আ'-ফিনী- ফি- বাচরি-, লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্তা।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমাকে কুশলে রাখুন শারীরিকভাবে, আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে, আমার দৃষ্টিশক্তিতে, নেই কোন মা'বুদ আপনি ছাড়া (এই দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যায় **তিনবার** পাঠ করবে)। (আবু দাউদ ৫০৯০)

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنْتَ تَهْدِيْنِيْ وَأَنْتَ تُطْعِمُنِيْ وَأَنْتَ تَسْقِيْنِيْ وَأَنْتَ تُمِيْتُنِيْ وَأَنْتَ تَحْيِيْنِيْ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা আন্তা খলাক্বতানি-, ওয়া আন্তা তাহদি-নী-, ওয়া আন্তা তুত্বই'মুনী-, ওয়া আন্তা তাসক্বি-নী-, ওয়া আন্তা তুমি-তুনী-, ওয়া আন্তা তাহ'য়ি-নী-।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আপনিই আমাকে হেদায়েত দান করেছেন, আপনিই আমাকে খাওয়ান, আপনিই আমাকে পান করান, আপনিই আমাকে মৃত্যু দান করবেন এবং আপনিই আমাকে জীবিত রাখবেন (এই দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যায় **তিনবার** পাঠ করবে)। (আল মুজামুল আওসাত, তাবারানী ১০২৮)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَآئِكَتَكَ وَ جَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আচবাহ'তু উশহিদুকা ওয়া উশহিদু হা'মালাতা আ'রশিকা ওয়া মালা-ইকাতাকা ওয়া জামি-য়ি' খলক্বিকা আন্নাকা আন্তাল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্তা ওয়া আন্না মুহা'ম্মাদান আ'বদুকা ওয়া রসু-লুকা।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি এই অবস্থায় সকাল করেছি যে আমি আপনাকে সাক্ষী বানাচ্ছি এবং আপনার আরশ বহনকারী ফিরিশতাদেরকে, আপনার সমস্ত ফিরিশতাদেরকে এবং আপনার সমস্ত মাখলুককে সাক্ষী বানাচ্ছি যে, আপনিই

আল্লাহ্, নেই কোন ইলাহ্ আপনি ছাড়া এবং হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্র আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কেহ যদি সকাল বেলা এই কালিমাগুলি একবার পড়ে আল্লাহ্তা'য়ালা তার শরীরের এক চতুর্থাংশকে দোজখের আগুন হতে মুক্ত করে দিবেন, যে দুই বার পড়ে আল্লাহ্তা'য়ালা তার শরীরের অর্ধেককে দোজখের আগুন হতে মুক্ত করে দিবেন, যে তিন বার পড়ে আল্লাহ্তা'য়ালা তার শরীরের তিন চতুর্থাংশকে দোজখের আগুন হতে মুক্ত করে দিবেন এবং যে চার বার পড়ে আল্লাহ্তা'য়ালা তার সম্পূর্ণ শরীরকে দোজখের আগুন হতে মুক্ত করে দিবেন। (আবু দাউদ ৫০৬৯)

**সাইয়্যেদুল এস্তেগফার**

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা আন্তা রব্বি- লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্তা খলাক্বতানি-, ওয়াআনা- আ'বদুকা, ওয়াআনা- আ'লা- আ'হদিকা, ওয়াওয়াআ'দিকা মাসতাত্ব'তু আউ'-যুবিকা মিন্ শাররি মা-চনা'তু, আবু-উলাকা বিনি'মাতিকা আ'লাইয়্যা, ওয়াআবু-উ বিযাম্বি- ফাগফিরলি- ফাইন্নাহু- লা- ইয়াগফিরুয্ যুনু-বা ইল্লা-আন্তা।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি আমার পালনকর্তা, নেই কোন ইলাহ্ আপনি ছাড়া, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা, আমি আপনার সহিত কৃত ওয়াদা/অঙ্গীকারের উপর আমার সাধ্য পরিমাণ কায়েম আছি। আমি আমার সকল কৃতকর্মের অনিষ্ট ও খারাবি হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার প্রতি আপনার নেয়ামতসমূহের কথা আমি স্বীকার করি এবং সেই সঙ্গে আমার নাফরমানীর কথাও স্বীকার করি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা, আপনি ছাড়া ক্ষমা করার যে আর কেউ নাই।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কেহ যদি দিনের কোন অংশে খাঁটি ভাবে, আন্তরিকভাবে, ইয়াক্বিন সহ আল্লাহ্র দরবারে এই এস্তেগফার পাঠ করে এবং সেই দিনই রাত্রি শুরু হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করে, নিঃসন্দেহে



সে জান্নাতবাসী হবে। অনুরূপভাবে কেহ যদি রাতের কোন অংশে এই এস্তেগফার পাঠ করে এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করে তবে সে নিঃসন্দেহে জান্নাতবাসী হবে। (বোখারী ৫৮৬৭)

## ১২. হাদীসে বর্ণিত স্বাভাবিক সময়ে (যে কোন সময়ে) পড়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আস্আলুকাল হুদা- ওয়াত্তুক্ব- ওয়াল আ'ফা-ফা ওয়াল গিনা-।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি হেদায়েত, তাক্বওয়া, সচ্চরিত্রতা ও দুনিয়ার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা। (মুসলিম ৬৭০৯)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আসআলুকাচ্ চিহ্'হাতা ওয়াল ই'ফ্ফাতা, ওয়াল-আমা-নাতা ওয়া হু'সনাল খুলুক্বি ওয়ার রিদ্ব-বিলক্বদরি।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি সুস্বাস্থ্য, পবিত্রতা, আমানতদারী, উত্তম চরিত্র এবং তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকার। (তাবারানী ৬০, শুয়াবুল ঈমান ১৯২)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِيْ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ، وَأَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُّقَرِّبُنِيْ إِلٰى حُبِّكَ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আস্আলুকা ফি'লাল খইরা-তি, ওয়াতারকাল মুনকারা-তি, ওয়াহ্'ববাল মাসা-কি-নি, ওয়াআ'নতাগফিরলি- ওয়াতারহা'মানি-, ওয়াইযা-আরদতা ফিত্নাতান ফি- ক্বাওমিন ফাতাওফফানি- গাইর মাফতু-নিন, ওয়াআস্আলুকা হু'ব্বাকা ওয়াহু'ব্বা মাই ইউহি'ব্বুকা, ওয়াহু'ব্বা আ'মালিই ইউক্বাররিবুনি- ইলা- হু'ব্বিকা।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি কল্যাণকর কাজের, খারাপ কাজ পরিত্যাগ করার, মিসকীনদেরকে ভালবাসার; আমাকে ক্ষমা/দয়া করুন, কোন সম্প্রদায়ের উপর যখন ফিত্না/মুসীবতের এরাদা করেন তখন আমাকে আপনি ফিত্না মুক্ত অবস্থায় মৃত্যু দিন। আমি আপনার ভালবাসা চাই, আপনাকে যারা ভালবাসে তাদের ভালবাসা চাই এবং যে কাজ/আমল আমাকে আপনার ভালবাসার দিকে নিয়ে যাবে সেই আমলের ভালবাসা চাই। (তিরমিযী ৩২৩৫)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ ،
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَّفْسِيْ وَمَالِيْ وَأَهْلِيْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আস্আলুকা হ্'ব্বাকা, ওয়াহ্'ব্বা মাই ইউহি'ব্বুকা, ওয়াল আ'মালাল্লাযি- ইউবাল্লিগনি হ্'ব্বাকা, আল্লা-হুম্মাজআ'ল হ্'ব্বাকা আহা'ব্বা ইলাইয়া মিন নাফ্সি- ওয়ামা-লি-, ওয়াআহ্লি-, ওয়ামিনাল মা-য়িল বা-রিদি।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার ভালবাসা চাই, আপনাকে যারা ভালবাসে তাদের ভালবাসা চাই এবং যে কাজ/আমল আমাকে আপনার ভালবাসার দিকে নিয়ে যাবে সেই আমলের ভিক্ষা চাই। হে আল্লাহ! আপনার ভালবাসাকে আমার নিকট আমার জান, মাল, পরিবার পরিজন এবং ঠান্ডা পানি হতে অধিক প্রিয় বানিয়ে দিন। (তিরমিযী ৩৪৯০)

"اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ رِضَا بَعْدَ الْقَضَا"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আস্আলুকার রিদ্ব- বা'দাল ক্বদ্ব-।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আপনার পক্ষ থেকে আসা আমার তাক্বদীরের যে কোন ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক কামনা করছি। (দাওয়াতুল কবীর, বাইহাকী ৪২)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ إِيْمَانًا كَامِلًا ، وَيَقِيْنًا صَادِقًا ، وَقَلْبًا خَاشِعًا ، وَلِسَانًا ذَاكِرًا ، وَرِزْقًا وَاسِعًا ، وَكَسْبًا حَلَالًا طَيِّبًا ، وَتَوْبَةً نَّصُوْحًا ، وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ ، وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْعَفْوَ عِنْدَ



الْحِسَابِ ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ، بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَاغَفَّارُ ، رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আস্আলুকা ই-মা-নান্ কা-মিলা-, ওয়া ইয়াক্বি-নান্ চ-দিক্বা-, ওয়া ক্বলবান খ-সিয়া'-, ওয়া লিসা-নান্ যা-কিরা-, ওয়া রিযক্বন ওয়া-সিয়া'-, ওয়া কাসবান হা'লা-লান্ তয়্যিবা-, ওয়া তাওবাতান্ নাছু-হা'-, ওয়া তাওবাতান্ ক্বলাল মাও-ত, ওয়া র-হা'তান ইনদাল মাও-ত, ওয়া মাগফিরতও ওয়া রহ'মাতাম বা'দাল মাও-ত, ওয়াল আ'ফওয়া ইন্দাল হি'সা-ব, ওয়াল ফাওযা বিলজান্নাতি ওয়ান্নাজা-তা মিনান্না-র, বিরহ'মাতিকা ইয়া আ'জি-যু ইয়াগাফফা-রু, রব্বি যিদনি- ইলমান, ওয়া আলহি'ক্বনি- বিচ্ছ-লিহি'ন।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট পরিপূর্ণ ঈমান, সত্যিকারের বিশ্বাস, ভীত অন্তর, যিকিরে লিপ্ত জিহ্বা, স্বচ্ছল জীবিকা, পবিত্র ও হালাল রোজগার, সত্যিকার তওবা, মৃত্যুর পূর্বে তওবা, মৃত্যুর সময়ে শান্তি, মৃত্যুর পরে ক্ষমা ও দয়া, বিচারের সময়ে ক্ষমা, বেহেশ্ত লাভের মাধ্যমে সাফল্য ও দোযখ হতে মুক্তি চাচ্ছি। হে পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল, আপনার দয়ায় আমার দোয়া কবুল করুন, আমার জ্ঞান গরিমা বাড়িয়ে দিন এবং সৎকর্মশীলদের দলে আমাকে শামিল করুন। (হজ, ওমরা ও জিয়ারত, পৃষ্ঠা ৫৩)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিন্ জাহদিল বালা-য়ি, ওয়া দারক্বিশশিক্ব-য়ি, ওয়া সু-ইল ক্বদা-য়ি ওয়াশামা-তাতিল আ'দা-য়ি।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে বিপদাপদের দুর্দশা, দুর্ভোগের আক্রমণ, অদৃষ্টের অমঙ্গল ও শত্রুর উপহাস থেকে আশ্রয় চাই। (বুখারী ৫৯০৭)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিন্ ফিত্নাতিন্না-রি, ওয়া আ'যা-বিন্না-রি, ওয়ামিন্ শাররিল গিনা- ওয়াল ফাক্বরি ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের পরীক্ষা, জাহান্নামের আযাব, প্রাচুর্য ও দারিদ্রের অনিষ্টতা থেকে । (আবু দাউদ ১৫৪৩)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا يَعْنِيْ فِتْنَةَ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিনাল বুখলি, ওয়া আউ'-যুবিকা মিনাল জুবনি, ওয়া আউ'-যুবিকা আন উরাদ্দা ইলা- আরযালিল উ'মুরি, ওয়া আউ'-যুবিকা মিন ফিত্নাতিত্দুনইয়া-, ইয়া'নি- ফিত্নাতিদ্দাজ্জা-লি, ওয়া আউ'-যুবিকা মিন আ'যা-বিল ক্বরি ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কৃপনতা, কাপুরুষতা, অকর্মণ্য বয়স, দুনিয়া/দাজ্জালের ফিত্না ও কবরের আযাব থেকে । (বুখারী ৫৯২৫)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিন আ'যা-বিল ক্বরি, ওয়া আউ'-যুবিকা মিন আ'যা-বিন্না-রি, ওয়া আউ'-যুবিকা মিন ফিত্নাতিল মাহ'ইয়া-ওয়ালমামা-তি, ওয়া আউ'-যুবিকা মিন ফিত্নাতিল মাসি-হি'দ্দাজ্জা-ল ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব, দোজখের আযাব, জীবন-মৃত্যুর ফিত্না ও দাজ্জালের ফিত্না থেকে । (নাসায়ী ২০৬৪)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحْوِيْلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ "



**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিন্ যাওয়ালি নি'মাতিকা, ওয়া তাহ'য়্যি-লি আ'-ফিয়াতিকা, ওয়া ফুজা-আতি নিক্বমাতিকা, ওয়া জামি-য়ি' সাখাত্বিকা ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি আমার প্রতি আপনার নিয়ামতের কমতি থেকে, শান্তির পরিবর্তন থেকে, শান্তির হঠাৎ আক্রমন থেকে, এবং সমস্ত অসন্তুষ্টি থেকে । (আবু দাউদ ১৫৪৫)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْأَخْلَاقِ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিনাশ শিক্ব-ক্বি, ওয়ান্ নিফা-ক্বি, ওয়া সু-য়িল আখ্লা-কি ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি সত্যের বিরুদ্বাচরণ, কপটতা ও চরিত্রের অসাধুতা থেকে । (আবু দাউদ ১৫৪৬)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিনাল বারচি, ওয়াল জুনু-নি, ওয়াল জুযা-মি, ওয়ামিন্ সায়্যিইল আসক্ব-মি ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি শ্বেতরোগ, কুষ্ঠরোগ, পাগলামী ও সমস্ত খারাপ রোগ থেকে । (আবু দাউদ ১৫৫৪)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিন্ মুনকার-তিল আখলা-ক্বি, ওয়াল আ'মা-লি, ওয়াল আহওয়া-ই ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি খারাপ চরিত্র, খারাপ কার্য এবং খারাপ চাহিদা থেকে । (তিরমিযী ৩৫৯১, ইবনে হিব্বান ৯৬০, হাকেম ১৯৪৯)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিনাল কুফরি, ওয়াল ফাখরি, ওয়া আ'যা-বিল ক্বরি ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কুফরি, পরমুখাপেক্ষিতা এবং কবরের আযাব থেকে। (নাসাঈ ১৩৪৭, ইবনে আবু শাইবা ১২০৩০)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিনাল আ'জযি, ওয়াল কাসালি, ওয়াল জুবনি, ওয়াল হারমি, ওয়াল বুখলি, ওয়া আউ'-যুবিকা মিন আ'যা-বিল ক্বরি ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহ'ইয়া- ওয়ালমামা-তি।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য, কৃপণতা থেকে। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে এবং জীবন-মৃত্যুর ফিত্না থেকে। (মুসলিম ৬৬৮১)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَّا يُسْتَجَابُ لَهَا"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিন ই'লমিল্লা- ইয়ানফাউ', ওয়ামিন ক্বলবিল্লা- ইয়াখশাউ', ওয়ামিন নাফছিল্লা- তাশবাউ', ওয়ামিন দা'ওয়াতিল্লা- ইয়ুসতাজা-বুলাহা-।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এমন জ্ঞান থেকে যা কোন কল্যাণ বয়ে আনে না, এমন অন্তর থেকে যা আপনার ভয়ে ভীত হয় না, এমন নফ্স থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া থেকে যা কবুল হয় না। (মুসলিম ৬৭১১)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ ، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিন্ শাররি সাময়ি'-, ওয়ামিন্ শাররি বাচরি-, ওয়ামিন্ শাররি লিসা-নী-, ওয়ামিন্ শাররি ক্বলবি-, ওয়ামিন্ শাররি মানিয়্যি-।



**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমার শ্রবণ শক্তির অপকারিতা থেকে, দৃষ্টিশক্তির অনিষ্ট থেকে, জিহ্বা ও অন্তরের অমঙ্গল থেকে এবং বীর্যের অপব্যবহার থেকে। (আবু দাউদ ১৫৫১)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা- আ'লামু ওয়া আস্তাগফিরুকা লিমা- লা-আ'লামু।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট একান্তভাবে পানাহ্ চাই জেনে শুনে আপনার সহিত শিরক করা হতে, আর না জেনে শুনে শিরক হয়ে গেলে সেজন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। (মুসনাদে আবি ইয়ালা ৫৮, আমালুল ইওম ২৮৬)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মাগ ফিরলি- ওয়ারহা'মনি- ওয়াআ'-ফিনি- ওয়ারযুক্বনী-।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা, দয়া, নিরাপত্তা ও রিযিক দান করুন। (ইবনে মাজা ৩৮৪৫)

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ"

**উচ্চারণঃ** ইয়া- মুক্বল্লিবাল ক্বুলু-বি চাব্বিত ক্বলবি-আ'লা-দ্বি-নিকা।

**অর্থঃ** হে হৃদয় পরিবর্তনকারী, আমার হৃদয়কে আপনার দ্বীনের উপর অবিচল রাখুন। (তিরমিযী ২১৪৩)

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মাকফিনি- বিহা'লা-লিকা, আ'ন হা'র-মিকা, ওয়াআগনিনি- বিফাদ্বলিকা আ'ম্মান্ সিওয়া-ক।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমাকে হালাল পথে এত জীবিকা দান করুন যা আমার জন্য যথেষ্ট হয়, আর হারাম জীবিকার যেন প্রয়োজন না হয় এবং আপনার দয়া/অনুগ্রহের দ্বারা অন্যদের কাছে থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী বানান।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে তার ঋণ মুক্তির জন্য এই দোয়াটি শিখিয়েছেন এবং বলেছেন এই দোয়ার দ্বারা উহুদ পাহাড় সমান ঋণ থাকলেও আল্লাহ্তা'য়ালা তার পক্ষ থেকে তা আদায় করে দিবেন। (তিরমিযি ৩৫৬৩)

اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা আলহিমনী- রুশদি- ওয়া আই'যনী- মিন্ শাররি নাফসি- ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমাকে হেদায়েত দ্বারা অনুগ্রহীত করুন এবং আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করুন । (তিরমিযী ৩৪৮৩)

اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِيْ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইহ্দিনী- ওয়া সাদ্দিদনী- ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে হেদায়েত দান করুন এবং সরল, সঠিক পথে রাখুন । (মুসলিম ৬৭১৬)

اَللّٰهُمَّ هْدِنَا وَاهْدِ بِنَا وَاهْدِ النَّاسَ جَمِيْعًا وَاجْعَلْنَا سَبَبًا لِمَنِ اهْتَدٰي "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মাহ্দিনা- ওয়াহ্দিবিনা- ওয়াহ্দিন্না-সা জামি-য়া'- ওয়াজআ'লনা- সাবাবান লিমানিহতাদা- ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে হেদায়েত দান করুন, আমাদের চারদিকে যারা আছে তাদের হেদায়েত দান করুন, সারা দুনিয়ার মানুষকে হেদায়েত দান করুন এবং আমাদেরকে হেদায়েত প্রাপ্তদের উপলক্ষ বানান । (জামে মা'মর ইবনে রাশেদ ১৯৬৪৭)

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা আ-তি নাফসি- তাক্বওয়া-হা- ওয়াযাক্কিহা- আন্তা খাইরু মান্ যাক্কা-হা- আন্তা ওয়ালিয়্যুহা- ওয়ামাওলা-হা- ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমার নফ্সকে তাক্বওয়া দান করুন এবং তাকে আপনি পরিশুদ্ধ করে দিন । আপনিই তাকে ভালভাবে পরিশুদ্ধ করতে পারেন, আপনিই তার কার্য সম্পাদনকারী ও মালিক । (মুসলিম ৬৭১১)

اَللّٰهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ "



**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা আহ'ছিন আ'-ক্বিবাতানা- ফিল উমু-রি কুল্লিহা-, ওয়া আজিরনা- মিন খিযয়িদ্দুনইয়া- ওয়া আ'যা-বিল আ-খিরহ ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের সকল কাজের শেষ পরিণতি সুন্দর ও উত্তম করে দিন এবং আমাদেরকে দুনিয়ার অপমান এবং আখেরাতের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন । (মুসনাদে আহমদ ১৭৬২৮, তাবারানী ১১৯৮)

اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ ، وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ ، وَلَا مَرِيْضًا إِلَّا شَفَيْتَهُ ، وَلَا حَاجَةً مِّنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا ، يَا أَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা লা-তাদা'লানা- যাম্বান ইল্লা- গাফারতাহু-, ওয়ালা-হাম্মান ইল্লা- ফাররজতাহু-, ওয়ালা- দাইনান ইল্লা- ক্বদাইতাহু-, ওয়ালা মারিদ্বন ইল্লা- শাফাইতাহু-, ওয়ালা- হা'-জাতাম মিন হা'ওয়ায়িজিদ্দুনইয়া- ওয়াল আ-খিরাতি ইল্লা- ক্বদাইতাহা- ইয়া আরহা'মার র-হি'মি-ন ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের কোন গুনাহ মাফ করতে বাদ দিবেন না, কোন দুশ্চিন্তা দূর করতে বাকী রাখবেন না, কোন দেনা পরিশোধ ব্যতীত বাকী রাখবেন না, কোন রোগ আরোগ্যের বাকী রাখবেন না, দুনিয়া ও আখিরাতের যে সব প্রয়োজন আপনার পছন্দ এর কোনটিই অপূরণ রাখবেন না । (তাবরানী)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ شَكُوْرًا وَّاجْعَلْنِيْ صَبُوْرًا وَّاجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا وَّفِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মাজআ'লনী- শাকু-রও ওয়াজআ'লনী- চবু-রও ওয়াজআ'লনী- ফী-আ'ইনী- চগীরও ওয়াফী- আ'ইউনিন না-সি কাবির- ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বানান, আমার চোখে যেন নিজেকে আমি ছোট মনে করি এবং মানুষ যেন আমাকে বড় মনে করে । (বাজ্জার ৪৪৩৯)

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِيْ مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِيْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ত্বোয়াহ্হির ক্বলবী- মিনান্নিফা-ক্বি, ওয়াআ'মালী- মিনারিয়া-য়ি, ওয়ালিসা-নী- মিনাল কিয্বি, ওয়াআ'ইনী- মিনাল খিয়া-নাতি, ফাইন্নাকা তা'লামু খ-ইনাতাল আ'য়ুনি ওয়ামা- তুখফিচ চুদু-র।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! পবিত্র করুন আমার দিলকে মুনাফেকী থেকে, আমলকে লোক দেখানো থেকে, জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে ও চোখকে দৃষ্টিশক্তির খিয়ানত থেকে। একমাত্র আপনিই অবগত আছেন আমার চক্ষুর লুকোচুরি ও অন্তরের কারসাজি। (ই'তিলাল লিল খরায়েতী ২৮৭, মসাবিউল আখলাক খরায়েতী ১২৯, দাওয়াতে কবীর বাইহাকী ২৫৮)

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِي الْمَوْتِ وَفِيْ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা বা-রিকলি- ফিল মাউতি, ওয়া ফি-মা- বা'দাল মাউ-ত।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমার মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুর পরেও বরকত দান করুন। (এহইয়া উলুমুদ্দিন ৪/৪১৩)

## ১৩. কিছু গুরুত্বপূর্ণ দোয়া

### বিশ লক্ষ নেকীর দোয়া

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ "

**উচ্চারণঃ** লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ'দাহু- লা-শারি-কালাহু আহা'দান চমাদান লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউ-লাদ ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু- কুফুয়ান আহা'দ।

**অর্থঃ** নেই কোন মাবুদ আল্লাহ্ ব্যতীত, তিনি এক তার কোন শরীক নেই, তিনি একক, তিনি অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। (মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ ৫২৯, মু'জম ইবনে আরাবী ২৩০০, তাবারানী ৮৭২, তারগীব তারহীব ২৩৭১)

### বিপদ/মুসিবতের সময় দোয়া

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ "



**উচ্চারণঃ** লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল আ'যী-মুল হা'লী-ম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রব্বুল আ'রশীল আ'যী-ম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রব্বুস সামা-ওয়া-তি ওয়া রব্বুল আরদ্বি, ওয়া রব্বুল আ'রশীল কারী-ম।

**অর্থঃ** নেই কোন মাবুদ আল্লাহ্ ব্যতীত, যিনি মহান ও ধৈর্যশীল, নেই কোন মাবুদ আল্লাহ্ ব্যতীত, যিনি মহান আরশের প্রভূ, নেই কোন মাবুদ আল্লাহ্ ব্যতীত, যিনি আসমান ও জমীনের মালিক, যিনি মহান আরশের মালিক। (বুখারী ৫৯০৬)

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّيْ لَآ أُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হু আল্লা-হু রব্বি- লা-উশরিকু বিহি- শাইয়ান।

**অর্থঃ** আল্লাহু, আল্লাহু, যিনি আমাদের প্রতিপালক, যার কোন শরীক নেই। (আবু দাউদ ১৫২৫)

### শত্রুর ভয়ের আশংকা করলে দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্না-নাজআ'লুকা ফি-নুহু'-রিহিম, ওয়ানাউ'-যুবিকা মিন্ শুরু-রিহীম।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ! আপনাকে শত্রুর মোকাবিলায় রাখলাম এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ ১৫৩৭)

### হাযত/প্রয়োজন পূরণের দোয়া

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ "

**উচ্চারণঃ** লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল হা'লী-মুল কারী-ম, সুবহা'-নাল্লা-হি রব্বিল আ'রশীল আ'যী-ম, আলহা'মদুলিল্লা-হি রব্বিল আ'-লামি-ন, আস্আলুকা মু'-জিবা-তি রহ'মাতিকা, ওয়াআ'যা-ইমা মাগফিরাতিকা, ওয়ালগানি-মাতা মিন্ কুল্লি বির, ওয়াস্সালা-মাতা মিন্ কুল্লি ইস্ম, লা-তাদা'লি- যাম্বান ইল্লা- গাফারতাহু-,

ওয়ালা-হাম্মান ইল্লা- ফাররজতাহু-, ওয়ালা- হা'-জাতান হিয়া লাকা রিদ্বন ইল্লা-ক্বদ্বাইতাহা- ইয়া- আরহা'মার র-হি'মি-ন।

**অর্থঃ** নেই কোন মাবুদ আল্লাহ্ ব্যতীত, যিনি পরম সহনশীল ও দয়াময়। পরম পবিত্র আল্লাহ্তা'য়ালা যিনি মহান আরশের মালিক। সমস্ত প্রশংশা আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে রহমত, ক্ষমা ও সর্বপ্রকার ভালাই চাই এবং সর্বপ্রকার পাপাচার থেকে বেচে থাকার তওফীক কামনা করি। হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের কোন গুনাহ মাফ করতে বাদ দিবেন না, কোন দুশ্চিন্তা দূর করতে বাকী রাখবেন না, কোন দেনা পরিশোধ ব্যতীত বাকী রাখবেন না, দুনিয়া ও আখিরাতের যে সব প্রয়োজন আপনার পছন্দ এর কোনটিই অপূরণ রাখবেন না।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি অথবা কোন মানুষের প্রতি কোন প্রয়োজনের মুখাপেক্ষি হলে সে যেন ভালোভাবে ওযু করে নেয়, অতপর দুই রাকাত নামায আদায় করে নেয়, এরপর দরুদ শরীফ পড়ে এই দোয়াটি পাঠ করে। (তিরমিযী ৪৭৯)

**জামে' দোয়া (সর্বমুখী ভালাইর দোয়া)**

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আস্আলুকা মিন্ খয়রি মা-সাআলাকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহা'ম্মাদুন সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লমা, ওয়া আউ'-যুবিকা মিন্ শাররি মাসতাআ'-যা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহা'ম্মাদুন সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লামা, ওয়া আন্তাল মুসতাআ'-নু ওয়া আ'লাইকাল বালা-গু ওয়ালা-হা'ওলা ওয়ালা-কুওয়্যাতা ইল্লা-বিল্লাহ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট ঐ সকল নেয়ামত/কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি যে সকল নেয়ামত/কল্যাণের জন্য আপনার নবী হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন এবং আপনার নিকট আমি আশ্রয় ও পানাহ্ চাই ঐ সকল বিপদ ও খারাবি হতে যে সকল বিপদ ও খারাবি হতে আপনার নবী হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। ফরিয়াদ ও মিনতি শ্রবণ এবং তা পূরণ করা যে আপনারই কাজ।



আর পাপ হতে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কারো কোন শক্তি নাই আল্লাহ্ পাকের সাহায্য ছাড়া।

**হাদীসঃ** হযরত আবু উমামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আ'নহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের সম্মুখে অনেক দোয়া করেছেন কিন্তু আমাদের কয়েকজনের তা হতে একটি দোয়াও স্মরণ রইল না তাই আমরা আরজ করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি অনেক দোয়া করেছেন। কিন্তু তার কিছুই আমরা মনে রাখতে পারি নাই। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন একটি দোয়া শিক্ষা দিব যা আমার সমস্ত দোয়ার উপর পরিব্যাপ্ত যা আমার যাবতীয় দোয়াসমূহকে অন্তর্ভুক্তকারী, তবে তোমরা এই দোয়া পড়িও। (জাওয়াহিরুল বোখারী পৃষ্ঠা ৭২, তিরমিযী)

**ইস্তেখারার দোয়া/নামায**

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌلِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَتِ اَمْرِيْ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَ عَاقِبَتِ اَمْرِيْ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আস্তাখি-রু-কা বিই'ল্মিকা ওয়া আস্তাক্বদিরু-কা বিক্বুদরতিকা ওয়া আস্আলুকা মিন্ ফাদ্বলিকাল আ'যি-ম। ফাইন্নাকা তাক্বদ্বিরু ওয়ালা- আক্বদ্বিরু ওয়াতা'লামু ওয়ালা- আ'লামু ওয়া আন্তা আ'ল্লা-মুল গুয়ু-ব। আল্লা-হুম্মা ইন্কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমর খইরুল্লি- ফি- দী-নি- ওয়া মাআ'-শী- ওয়াআ'-ক্বিবাতি আমরি- ওয়া আ'-জিলিহি- ওয়া আ-জিলিহি- ফাক্বদিরহুলি- ওয়ায়াস্সিরহু চুম্মা বা-রিকলি- ফি-হি ওয়া ইন্কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমর শাররুললি- ফি-দী-নি- ওয়া মাআ'-শী- ওয়া আ'-ক্বিবাতি আমরি- ওয়া আ'-জিলিহি- ওয়া আ-জিলিহি- ফাচফিরহু আ'ন্নি- ওয়াচরিফনি- আ'নহু ওয়াক্বদিরলিয়াল খইর হা'ইচু কা-না চুম্মা আরদ্বিনি-বিহী-।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি যা ভাল বলে জানেন উহাই আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি এবং আপনার কুদরত ও শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করি এবং আপনার দয়ার কিছু অংশ ভিক্ষা চাই। নিশ্চয় আপনি সর্বশক্তিমান, আমার কোন শক্তি নেই, ভালমন্দ একমাত্র আপনিই জানেন, আপনিই সব গোপন/অদৃশ্য বিষয়বস্তু ভালরুপে জানেন, আমি কিছুই জানিনা। হে আল্লাহ্! আপনি যদি জানেন যে, এই কাজটি আমার জন্য দ্বীনের দিক দিয়ে, দুনিয়ার দিক দিয়ে ও শেষ ফলের দিক দিয়ে এবং ইহকাল ও পরকালের উভয় কালের জন্য ভাল হবে, তবে এই কাজটি সমাধা হওয়া আমার জন্য ধার্য করে দিন এবং ইহাকে আমার জন্য সহজ করে দিন এবং ইহার মধ্যে আমাকে বরকত-মঙ্গল দান করুন। আর আপনি যদি জানেন যে, এই কাজটি আমার জন্য দ্বীন, দুনিয়া, শেষ ফল এবং ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের জন্য ভাল নয়, তবে এই কাজ আমার থেকে দূরে রাখুন, আমাকেও ইহা হতে দূরে রাখুন এবং যে স্থানের যা আমার জন্য ভাল হয়, উহাই আমার জন্য নির্ধারণ করুন, অতঃপর উহার উপরই আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন।

**হাদীসঃ** হযরত জাবের (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদিগকে প্রত্যেক কাজে ইস্তেখারা করার বিশেষ তাকীদ করতেন এবং বিশেষ তৎপরতার সহিত ইস্তেখারার নিয়ম শিক্ষা দিতেন, যেরুপ পবিত্র কোরআনরে সুরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেহ কোন কাজের প্রতি অগ্রসর হতে চায়, তখন তার অবশ্য কর্তব্য এই, প্রথমে দুই রাকাত নফল নামায পড়বে, তারপর এই দোয়া (ইস্তেখারার দোয়া) পড়বে এবং দুই স্থান هٰذَا الْأَمْرَ উচ্চারণের সময় নিজ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করবে। (বুখারী ৬১৬)

## সকল প্রকার দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ . أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا . اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ "



**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা আন্তা রব্বি- লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্তা আ'লাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া আন্তা রব্বুল আর'শীল আ'যী-ম, মা-শা-আল্লাহু কা-না ওয়ামা-লাম ইয়াশা' লাম ইয়াকুন, লা-হা'ওলা ওয়ালা-কুওয়্যাতা ইল্লা-বিল্লা-হিল আ'লিয়্যিল আ'যী-ম। আ'লামু আন্নাল্লা-হা আ'লা- কুল্লি শাইয়্যিন্ ক্বদী-র। ওয়া আন্নালা-হা ক্বদ আহা'-ত্ব বিকুল্লি শাইয়িন ই'লমা-। আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'যুবিকা মিন্ শাররি নাফসি- ওয়ামিন্ শাররি কুল্লি দা-ব্বাতিন আন্তা আ-খিযুম বিনা-চিয়াতিহা- ইন্না রব্বি- আ'লা- চির-তিম মুস্তাক্বি-ম।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি আমার প্রতিপালক, নেই কোন ইলাহ্ আপনি ব্যতীত, আমি আপনার উপর ভরসা করি, আর আপনি সম্মানিত আরশের রব। আল্লাহ্তা'য়ালা যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে, আর যা ইচ্ছা না করেন তা হয় না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তা'য়ালা ছাড়া অন্য কারো কোন ক্ষমতা ও শক্তি নাই। আমি নিশ্চিত ভাবে জানি যে, নিশ্চয় আল্লাহ্তা'য়ালা সৃষ্টির যাবতীয় বস্তুর উপর সর্বময় ক্ষমতাবান এবং তার জ্ঞান সবকিছুকে ঘিরে রেখেছে। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি আমার নফ্সের এবং সকল প্রকার জীব জন্তুর অনিষ্ট হতে। আপনিই সকল জীবের নিয়ন্ত্রণকর্তা নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন।

**হাদীসঃ** কেহ এসে হযরত আবু দারদা (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) কে সংবাদ দিল যে আগুন লেগে আপনার ঘর পুড়ে গেছে। তিনি কোনরুপ পেরেশান না হয়ে বললেন, কখনও না আল্লাহ্পাক কিছুতেই এরুপ করবেন না। কারণ আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুখে শুনেছি, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে উক্ত দোয়াটি পড়বে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল বিপদ হতে হেফাজতে থাকবে, কোন বিপদই তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত হেফাজতে থাকবে। আজ সকালে আমি এই দোয়াটি পড়েছি। অতএব, আমার ঘরে কিরূপে আগুন লাগতে পারে? (আমালুল ইওম ৫৭, তাবারানী ৩৪৩, কানযুল উম্মাল ৩৫৮৩, আল আযকার নববী)

## মাখ্লূকের সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও অপকারিতা হতে হেফাজতের আমল

**হাদীসঃ** হযরত আবদুল্লাহ্ বিন খুবাইব (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) বর্ণনা করেন যে, একদা গভীর অন্ধকারে বৃষ্টিপাতের মধ্যে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খোঁজে বের হলাম। খুঁজতে খুঁজতে আমরা তাকে পেয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন, (আবদুল্লাহ্) তুমি পাঠ করিও। আমি বললাম কি পাঠ করব? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় সূরায়ে ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস প্রতিটি তিনবার করে পাঠ করবে। তাহলে সর্ব বিষয়ে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (মিশকাত ১৮৮, খাজায়েনে কোরআন ও হাদীস, পৃষ্ঠা ১৫)

## ১৪. কিছু আনুষঙ্গিক দোয়া

### বৃষ্টি কামনার দোয়া

"اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মাসক্বি ই'বা-দাকা ওয়া বাহা-ইমাকা, ওয়ানশুর রহ'মাতাকা, ওয়া আহ'য়ি বালাদাকাল মাইয়্যেতা।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনার বান্দা এবং আপনার চতুস্পদ জন্তুগুলোকে পানি পান করান, আপনার রহমত সম্প্রসারিত এবং মৃত শহরকে জীবিত করুন। (আবু দাউদ ১১৭৬)

### বৃষ্টি শুরু হলে দোয়া

"اَللّٰهُمَّ سَيْبًا نَافِعًا اَللّٰهُمَّ سَيْبًا نَافِعًا"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা সাইবান না-ফিআ'ন, আল্লা-হুম্মা সাইবান না-ফিআ'ন।
**অর্থঃ** হে আল্লাহ্ অত্যন্ত উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন, হে আল্লাহ্ অত্যন্ত উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন। (ইবনে মাজা ৩৮৮৯)

### বৃষ্টির কারণে ক্ষতি হলে দোয়া

"اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا وَلٰكِنْ عَلَى الْجِبَالِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা হা'ওয়া-লাইনা- ওয়ালা- আ'লাইনা- ওয়ালা- কিন আ'লাল জিবা-লি ওয়া মানা-বিতিশ শাজারি।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপরে নয়। হে আল্লাহ্! পর্বতসমুহে, পাহাড়ে, গাছের জড়সমুহে বৃষ্টি বর্ষণ করুন। (নাসাঈ ১৫১৮)

### বজ্রপাত হলে ও বিদ্যুত চমকালে দোয়া

"اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা লা- তাক্বতুলনা- বিগদ্ববিকা, ওয়ালা- তুহলিকনা- বিআ'যা-বিকা, ওয়াআ'-ফিনা- ক্বাবলা যা-লিকা।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমাদেরকে আপনার গযব দ্বারা মারবেন না, আপনার আযাব দ্বারা ধ্বংস করবেন না, আমাদের এর পূর্বে প্রশান্তি দান করুন। (তিরমিযী ৩৪৫০)



### ঝড়ো বায়ু প্রবাহিত হলে দোয়া

"اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَرْسَلْتَ فِيْهَا"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আউ'-যুবিকা মিন্ শাররি মা- আরসালতা ফি-হা-।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ এই বাতাসের সাথে যা প্রেরণ করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় কামনা করি। (আমালুল ইওম ৩০০)

### নতুন ফল খাওয়ার সময় দোয়া

"اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা বা-রিকলানা- ফি-চামারিনা-, ওয়া বারিকলানা- ফি- মাদী-নাতিনা-, ওয়া বারিকলানা- ফি- চ-য়ি'না-, ওয়া বারিকলানা- ফি-মুদ্দিনা-।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্, আমাদের ফলে বরকত দান করুন, আমাদের শহরে বরকত দান করুন, আমাদের ওযন ও বাটখারায় বরকত দান করুন! (আমালুল ইওম ২৭৯)

### নব বিবাহিতের উদ্দেশ্যে দোয়া

"بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ"

**উচ্চারণঃ** বা-রকাল্লা-হু লাকা, ওয়াবা-রকা আ'লাইকা, ওয়াজামাআ' বাইনাকুমা-ফি- খইরিন।

**অর্থঃ** আল্লাহ্তাআ'লা তোমাকে বরকত দান করুন! তোমাদের স্বামী স্ত্রী উভয়কে আল্লাহ্তাআ'লা বরকত দান করুন এবং তোমাদের মাঝে মঙ্গলজনক একতা দান করুন! (তিরমিযী ১০৯১)

### নতুন চাঁদ দেখলে দোয়া

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু আ'লাইনা- বিল আমনি ওয়াল ঈ-মা-নি, ওয়াস্ সালা-মাতি ওয়ালইসলা-মি রব্বি- ওয়া রব্বুকাল্লা-হু।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ! এই চাঁদকে আমাদের উপর বরকত, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে উদিত করুন! তিনিই আল্লাহ আমার ও আপনার রব। (মিশকাত ২৩১৬)

**শবে বরাতের রাতে পড়ার দোয়া**

أَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ"

**উচ্চারণঃ** আউ-যু বিআ'ফবিকা মিন ই'ক্বা-বিকা, ওয়াআউ'-যু বিরিদ্ব-কা মিন্ সাখাত্বিকা, ওয়াআউ'-যুবিকা মিন্কা, জাল্লা ওয়াজহুকা, লা-উহ'সি- চানা-আন আ'লাইকা আন্তা কামা- আচনাইতা আ'লা- নাফসিকা।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ! আপনার দয়ার উসিলায় আপনার শাস্তি থেকে আশ্রয় কামনা করি এবং আপনার সন্তুষ্টির উসিলায় আপনার নারাযী থেকে আশ্রয় কামনা করি। আপনার শাস্তি থেকে আশ্রয় কামনা করি, আমি আপনার উপযুক্ত প্রশংসা করতে অক্ষম। আপনি নিজের যে প্রশংসা করেছেন তাই আপনার জন্য যথেষ্ট। (সুনানে নাসাঈ ৫৫৩৪, গুয়াবুল ঈমান ৩৫৫৬, দারে কুতনী ৫১৫, ফাযায়েলে আওকাত বাইহাকী ২৬)

**তাক্বীরে তাশরীক (৯ই জিলহজ্ব ফজর থেকে ১৩ই জিলহজ্ব আছর পর্যন্ত)**

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হু আক্বার, আল্লা-হু আক্বার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু আল্লা-হু আক্বার, আল্লা-হু আক্বার, ওয়ালিল্লা-হিল হ'ম্দ।

**অর্থঃ** আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, নেই কোন মা'বুদ আল্লাহ্ ছাড়া, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্তাআ'লার জন্য। (আল আছার ইমাম আবু ইউসুফ ২৯৭, মুসান্নাফে ইবন আবু শাইবা ৫৬৩৩)

**রজব মাসের চাঁদ উদয় হলে দোয়া**

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুমা বারিক লানা-ফি-রজাবা ওয়াশা'বানা-ওয়াবাল্লিগনা-রমাদ্ব-না।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! রজব এবং শা'বান মাসে আমাকে বরকত দান করুন এবং রমজান মাস পর্যন্ত পৌঁছার তওফীক দান করুন। (বজ্জার ৬৪৯৬, আহমদ ২৩৫৬, আমালুল ইওম ৬৫৯, গুয়াবুল ঈমান ২৫৩৪)



**কুরবানীর পশু জবেহ করার দোয়া**

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ . إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ . بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ"

**উচ্চারণঃ** ইন্নি- ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযি- ফাত্বরস্ সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদ্ব হা'নিফাও ওয়ামা-আনা- মিনাল মুশরিকি-না ইন্না চলা-তি- ওয়ানুসুকি- ওয়া মাহ'ইয়া-য়া ওয়ামামা-তি- লিল্লা-হি রব্বিল আ'-লামি-না, লা-শারিকা লাহু- ওয়াবিযা-লিকা উমিরতু ওয়াআনা- আওয়্যালুল মুসলিমি-ন, আল্লা-হুম্মা মিন্কা ওয়ালাকা, বিস্মিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আক্বার।

**অর্থঃ** নিশ্চয়ই আমি আমার মুখ ফিরিয়েছি ঐ সত্ত্বার দিকে যিনি আসমান ও জমীন সমূহকে সৃষ্টি করেছেন, সকল দিক হতে নির্লিপ্ত হয়ে এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবই আল্লাহ্তাআ'লার জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক। তার কোন শরীক নেই, আমার প্রতি এটাই হুকুম হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম মুসলমান। হে আল্লাহ্! আমার পক্ষ হতে (এই কোরবানী) আপনার জন্য। আল্লাহ্তাআ'লার নামে শুরু করছি, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ট। (আবু দাউদ ২৭৯৫, সুনানে ইবনে মাজাহ ৩১২১, মুসনাদে আহমদ ১৫০২২, সহী ইবনে খুযাইমা ২৮৯৯)

## ১৫. সব সময় মুখে জারি রাখার কয়েকটি বিশেষ কালিমা

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ"

**উচ্চারণঃ** লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্।

**অর্থঃ** নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্তাআ'লা ছাড়া।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ একদা মূসা (আ'লাইহিস্ সালাম) বললেন, হে আল্লাহ্ আমাকে এমন একটি কালিমা বলে দিন যা দ্বারা আমি আপনার যিক্র করতে পারি। আল্লাহ্তাআ'লা বললেন, তুমি বলবে "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্"। তখন মূসা (আ'লাইহিস্ সালাম) বললেন, হে আল্লাহ্ আপনার সকল বান্দাইতো এ কালিমা বলে থাকে, আমিতো আপনার নিকট একটি বিশেষ কালিমা

চাই। তখন আল্লাহ্তাআ'লা বললেন, মূসা যদি সাত আকাশ এবং সাত পৃথিবী আর আমি ছাড়া উহার সমস্ত অধিবাসী এক পাল্লায় রাখা হয়, আর "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্" অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে অবশ্যই "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্" এর পাল্লা ভারী হবে। (মিশকাত ২২০১, শরহুস সুন্নাহ)

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ"

**উচ্চারণঃ** লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্'দাহু- লা-শারি- কালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হা'মদু ওয়াহুয়া আ'লা- কুল্লি শাইয়্যিন্ ক্বদী-র।

**অর্থঃ** নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্তাআ'লা ছাড়া, তিনি এক তার কোন শরীক নেই, তারই রাজত্ব, তারই প্রশংসা, তার হাতেই কল্যাণ এবং তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে এই কালিমাটি ১০০ বার পড়বে, সে ১০০ গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব পাবে, তার জন্য ১০০ টি নেকী লিখা হবে, তার ১০০ টি গুনাহ্ মিটিয়ে দেয়া হবে। আর সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এই কালিমা তার রক্ষাকবচে পরিণত হবে। (বুখারী ৫৯৬১)

سُبْحٰنَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ"

**উচ্চারণঃ** সুবহা'-নাল্লা-হি ওয়া বিহা'মদিহী-।

**অর্থঃ** আল্লাহ্তাআ'লার পবিত্রতা বর্ণনা করি তার প্রশংসার সাথে।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দিনের মধ্যেএই কালিমাটি ১০০ বার পড়বে, তার গুনাহ্গুলো মাফ করে দেয়া হবে তা সমুদ্রের ফেনা পরিমান হলেও। (বুখারী ৫৯৬৩)

سُبْحٰنَ اللهِ الْعَظِيْمِ سُبْحٰنَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ"

**উচ্চারণঃ** সুবহা'-নাল্লা-হিল আ'যী-মি, সুবহা'-নাল্লা-হি ওয়া বিহা'মদিহী-।

**অর্থঃ** মহান আল্লাহ্তাআ'লার পবিত্রতা বর্ণনা করি তার প্রশংসার সহিত। (বুখারী ৫৯৬৪)

سُبْحٰنَ اللهِ الْعَظِيْمِ" سُبْحٰنَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ



**উচ্চারণঃ** সুবহা'-নাল্লা-হি ওয়া বিহা'মদিহী- সুবহা'-নাল্লা-হিল আ'যী-মী ।

**অর্থঃ** আল্লাহ্তাআ'লা পাক পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য, মহান আল্লাহ্তাআ'লা সবকিছু থেকে পবিত্র। (বুখারী ৭০৫৩)

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দুটি কালিমা রয়েছে, যে কালিমাগুলো দয়াময় আল্লাহ্তাআ'লার কাছে অতি প্রিয়, উচ্চারণে অতি সহজ, কিন্তু আমলের পাল্লায় অতি ভারী। (বুখারী ৫৯৬৪, ৭০৫৩)

سُبْحٰنَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ"

**উচ্চারণঃ** সুবহা'-নাল্লা-হি ওয়ালহা'মদু লিল্লা-হি ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু আল্লা-হু আক্বার।

**অর্থঃ** আল্লাহ্ প্রশংসিত, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্তাআ'লার, নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্তা'য়ালা ছাড়া, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

**হাদীসঃ** হযরত ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আ'নহু) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন মেরাজের রাত্রে হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি আপনার উম্মতকে আমার সালাম বলবেন এবং সংবাদ দিবেন যে, বেহেশ্ত হল সুগন্ধ-মাটি ও সুপেয় পানি বিশিষ্ট; কিন্তু উহাতে কোন গাছপালা নাই। আর উহার গাছপালা হল এই কালিমা। (মিশকাত ২২০৭, তিরমিযী )

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ"

**উচ্চারণঃ** লা-হা'ওলা ওয়ালা ক্বুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লা-হ।

**অর্থঃ** আল্লাহ্তাআ'লার সাহায্য ছাড়া গুনাহ্ হতে বাঁচার কোন ক্ষমতা নাই এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নাই। (আবু দাউদ ১৫২৬)

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ এই কালিমাটি বেহেশতের ভান্ডারের বাক্য বিশেষ। বান্দা যখন এ কালিমা বলে, তখন আল্লাহ্তাআ'লা বললেন, আমার বান্দা সম্পূর্নভাবে আমাতে আত্মসমর্পন করল। (মিশকাত ২২১৩, তিরমিযী,

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা হা'-সিবনী- হি'সাবাই ইয়াসি-র-। (মুসনাদে আহমদ ২৪২১৫)

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! রোজ হাশরে অতি সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে হিসাব নিবেন । ()

اَللّٰهُمَّ لَاعَيْشَ إِلَّاعَيْشَ الْاٰخِرَةِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা লা-আ'ইশা ইল্লা- আ'ইশাল আ-খিরহ ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! প্রকৃত জীবন তো শুধু আখেরাতের জীবন । (বুখারী ৩৫২৪)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ "

**উচ্চারণঃ** ইয়া- হা'ইয়ু ইয়া- ক্বইউ-মু বিরহ'মাতিকা আসতাগি-চু ।

**অর্থঃ** হে সদাজাগ্রত, চিরঞ্জীব মহাশক্তি, আপনারই রহমতের মাধ্যমে মুক্তি চাই । (মিশকাত ২৩৪১)

وَأُفَوِّضُ اَمْرِيْ إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ"

**উচ্চারণঃ** ওয়া উফাওয়েদ্বু আমরি- ইল্লাল্লা-হি ইন্নাল্লা-হা বাচি-রুম বিল ই'বা-দ ।

**অর্থঃ** আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্তা'য়ালার কাছে সমর্পণ করছি, নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহ্তা'য়ালার দৃষ্টিতে রয়েছে । (মুমিন ৪৪)

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ، نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ نَّصِيْرٌ"

**উচ্চারণঃ** হা'সবুনাল্লা-হু ওয়ানি'মাল ওয়াকি-ল, নি'মাল মাওলা ওয়ানি'মান নাচি-র ।

**অর্থঃ** আমাদের আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কার্যনির্বাহক । আল্লাহ্ উত্তম অভিভাবক এবং উত্তম সাহায্যকারী । (আলে ইমরান ১৭৩, আনফাল ৪০)

فَاللهُ خَيْرٌ حٰفِظًا وَّهُوَ أَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ "

**উচ্চারণঃ** ফাল্লা-হু খইরুন হা'-ফিজাও ওয়াহুয়া আর হা'মুর র-হি'মীন- ।

**অর্থঃ** অতঃপর আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ হেফাজতকারী এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময় । (ইউসুফ ৬৪)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ "

**উচ্চারণঃ** রব্বিগফির ওয়ারহা'ম ওয়া আনতা খয়রুর র-হি'মি-ন ।



**অর্থঃ** হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন । আপনিই তো সর্বোত্তম দয়াকারী । (মুমিনুন ১১৮)

## ১৬. ইসমে আযম (সর্বাধিক বড় ও সম্মানিত নাম)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ إِسْئَلُكَ إِنِّيْ أَشْهَدُ إِنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ
الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আস্আলুকা আন্নি- আশহাদু আন্নাকা আন্তাল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্তাল আহা'দুচ চমাদুল্লাযি- লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউ-লাদ ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু- কুফুয়ান আহা'দ ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি এবং আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনিই আল্লাহ, নেই কোন ইলাহ্ আপনি ছাড়া, আপনি এক, অনন্য, নিরপেক্ষ, অন্যদের নির্ভরস্থল, যিনি জনকও নহেন, জাতও নহেন এবং যার কোন সমকক্ষ নেই ।

**হাদীসঃ** হযরত বুরায়দা (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তিকে এরূপ বলতে শুনলেন তখন হুজুর (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সে আল্লাহ্কে তার ইস্মে আযম সহ ডাকল, যা দ্বারা কেহ কোন কিছু তার নিকট চায় তিনি তাকে উহা দান করেন এবং যা দ্বারা যখন কেহ তাকে ডাকে, তিনি তার ডাকে সাড়া দেন । (আবু দাউদ ১৪৯৩)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নি- আস্আলুকা বিআন্না লাকালহা'মদু, লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্তাল মান্না-নু, বাদিয়ু'স্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি, ইয়া যালজালা-লি ওয়াল ইকরা-মি, ইয়া- হা'ইয়্যু ইয়া- ক্বাইউ-মু ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি এবং জানি যে আপনারই জন্য প্রশংসা, নেই কোন ইলাহ্ আপনি ছাড়া । আপনি বড় দয়ালু, বড় দাতা, আসমান ও জমিনের স্রষ্টা । হে মহত্ব ও সম্মানের অধিকারী, হে চিরঞ্জীব, হে প্রতিষ্ঠাতা ।

**হাদীসঃ** হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সহিত মসজিদে বসা ছিলাম । তখন এক ব্যক্তি নামায

পড়ছিল এবং এরূপ বলছিল, তখন হুজুর (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সে আল্লাহ্‌কে তার ইস্‌মে আযমের সহিত ডাকল, ইহা দ্বারা যখন তাকে ডাকা হয় উহাতে তিনি সাড়া দেন এবং যখন তার নিকট প্রার্থনা করা হয় তখন তিনি উহা দান করেন। (আবু দাউদ ১৪৯৫)

"وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ، الٓمٓ ، اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ"

**উচ্চারণঃ** ওয়া ইলা-হুকুম ইলা-হুও ওয়াহি'দুল্লা-ইলা-হা ইল্লা-হুয়ার রহ'মা-নুর রহি'-ম, আলিফ লা-ম মী-ম আল্লা-হু লা-ইলাহা ইল্লা-হুয়াল হা'ইয়্যুল ক্বইউ-ম। (বাক্বারা ১৬৩, আলে ইমরান ১-২)

**অর্থঃ** তোমাদের মাবুদ হল এক মাবুদ, নেই কোন ইলাহ্ তিনি ছাড়া, তিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়াময়। আলিম লা-ম মী-ম, আল্লাহ্, আর কোন ইলাহ্ নেই যিনি ব্যতীত, তিনি চিরঞ্জীব ও স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র ইস্‌মে আযম এই দুই আয়াতের মধ্যে আছে। (আবু দাউদ ১৪৯৬)

"لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ"

**উচ্চারণঃ** লা-ইলাহা ইল্লা- আন্তা সুবহা'-নাকা ইন্নি- কুন্তু মিনায্ য-লিমি-ন।

**অর্থঃ** নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ ছাড়া, তিনি পবিত্র, আর আমি হচ্ছি অত্যাচারী, অপরাধী। (আম্বিয়া ৮৭)

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ মাছওয়ালা নবী হযরত ইউনুছ (আলাইহিস্ সালাম) মাছের পেটে থেকে এই দোয়া করেছিলেন। যে কোন মুসলমানই কোন ব্যাপারে এই দোয়া করবে নিশ্চয় তার দোয়া কবুল হবে। (তিরমিযী)

## ১৭. আল কোরআনে বর্ণিত শ্রেষ্ঠ মোনাজাতসমূহ

**ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ লাভ করার দোয়া**

"رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ"

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- আ-তিনা- ফিদ্দুনইয়া- হা'ছানাতাও ওয়াফিল আ-খিরতি হা'ছানাতাও ওয়াক্বিনা- আ'যা-বান্না-র।



**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন। (বাকারা ২০১)

"رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا"

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- আ-তিনা- মিল্লাদুন্‌কা রাহ'মাতাও ওয়াহ'য়্যি-লানা- মিন আমরিনা- রশাদা-।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি নিজের কাছ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। (সূরা কাহাফ ১০)

"رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا"

**উচ্চারণঃ** রব্বানাচরিফ আ'ন্না- আ'যা-বা জাহান্নামা ইন্না আ'যা-বাহা- কা-না গার-মা।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব সরিয়ে দিন, নিশ্চয়ই তার আযাব অনিবার্য বিনাশ। (ফুরকান ৬৫)

"رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُوْنَ"

**উচ্চারণঃ** রব্বানাকশিফ আ'ন্নাল আ'যা-বা ইন্না- মু'মিনু-ন।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের থেকে আযাব সরিয়ে নিন, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাসী। (দুখান ১২)

**কোন চাওয়া (দোয়া) আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল করানোর দোয়া**

"رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ"

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- তাক্বাব্বাল মিন্না- ইন্নাকা আন্‌তাস্ সামি-উ'ল আ'লি-ম।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পক্ষ থেকে দোয়াসমূহ কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সবকিছু শুনেন এবং জানেন। (বাক্বারা ১২৭)

**অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি না হওয়ার দোয়া**

"رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ"

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- লা-তুযিগ্ ক্বুলু-বানা- বা'দা ইয্ হাদাইতানা- ওয়াহাবলানা- মিল্লাদুন্কা রহ'মাতান ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্হা-ব।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক, যখন আমাদিগকে হেদায়েত দান করেছেন, তখন আমাদের অন্তরে কোন প্রকার বক্রতা সৃষ্টি করবেন না, একান্ত আপনার কাছ থেকে আমাদেরকে দয়া করুন কেননা যাবতীয় দয়ার মালিকতো আপনিই। (আলে ইমরান ৮)

**পাপ মোচনের জন্য দোয়া**

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا . غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ "

**উচ্চারণঃ** সামি'না- ওয়াআত্ব'না- গুফর-নাকা রব্বানা- ওয়া ইলাইকাল মাচি-র।

**অর্থঃ** (হে আল্লাহ্) আমরা শ্রবণ করেছি এবং বাস্তবে মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার কাছে গুনাহসমূহ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করি, আর (বিশ্বাস করি) আমাদিগকে আপনার কাছেই ফিরে যেতে হবে। (বাকারা ২৮৫)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا . إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- লা- তাজ্আ'লনা-ফিত্নাতাল্লিল্লাযি-না কাফারু- ওয়াগফির লানা- রব্বানা- ইন্নাকা আন্তাল আ'যি-যুল হা'কি-ম।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে কাফেরদের পীড়নের পাত্র করবেন না, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় আপনিতো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (মুমতাহিনা ৫)

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا . إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- আতমিমলানা- নূ-রনা ওয়াগফির লানা- ইন্নাকা আ'লা- কুল্লি শাইয়্যিন্ ক্বদি-র।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদিগকে ক্ষমা করুন, নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (তাহরীম ৮)



**মুমিনদের তালিকায় নাম লিখাবার জন্য দোয়া**

رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ "

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- আ-মান্না- ফাকতুবনা- মাআ'শ্ শা-হিদি-ন।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি, আপনি আমাদের নাম সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের দলে লিখে দিন। (মায়িদা ৮৩)

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ "

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- আ-মান্না- ফাগফিরলানা- ওয়ারহা'মনা- ওয়া আন্তা খইরুর রা-হি'মি-ন।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদিগকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনিতো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (মু'মিনুন ১০৯)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ "

**উচ্চারণঃ** রব্বানাগফিরলানা- ওয়ালিইখওয়া-নিনাল্লাযি-না সাবাক্বু-না- বিল ঈ-মা-নি, ওয়ালা- তাজআ'ল ফি- ক্বুলু-বিনা- গিল্লাল্লিল্লাযি-না আ-মানু- রব্বানা ইন্নাকা রাউ-ফুর রহি'-ম।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে এবং আমাদের ঈমানে অগ্রণী ভাইগণকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনিতো পরম দয়ালু ও করুনাময়। (হাশর ১০)

**নিজেদের প্রতি জুলুম করার পর ধ্বংস হতে বাঁচার দোয়া**

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ "

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- যলামনা- আন্ফুসানা- ওয়াইল্লাম তাগ্ফিরলানা- ওয়াতারহা'মনা- লানা- কু-নান্না মিনাল খ-সিরি-ন।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদেরকে মাফ না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা চরম ক্ষতিগ্রস্থদের দলে শামিল হব। (আ'রাফ ২৩)

**দোযখের আগুন হতে বাঁচার জন্য দোয়া**

"رَبَّنَآ إِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- ইন্নানা- আ-মান্না- ফাগ্‌ফিরলানা- যুনু-বানা- ওয়াক্বিনা- আ'যা-বান্না-র

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গুনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদিগকে দোযখের আগুন হতে বাঁচান। (আলে ইমরান ১৬)

**ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা লাভের জন্য দোয়া**

"رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ"

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- আফরিগ আ'লাইনা- চবরাও ওয়াতাওফ্‌ফানা- মুসলিমি-ন।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দান করুন এবং মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দান করুন। (আ'রাফ ১২৬)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيْٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ"

**উচ্চারণঃ** রব্বানাগফিরলানা- যুনু-বানা- ওয়া ইসর-ফানা- ফি- আমরিনা- ওয়া চাব্বিত আক্বদা-মানা- ওয়ানচুরনা- আ'লাল ক্বওমিল কা-ফিরি-ন।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক, ক্ষমা করুন আমাদের পাপসমূহ এবং যা কিছু সীমালংঘন হয়েছে আমাদের কাজে, আর আমাদিগকে সুদৃঢ় রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য করুন। (আলে ইমরান ১৪৭)

**কিয়ামতের দিন পিতা/মাতা/সকল মুমিনের মাগফিরাত কামনার জন্য দোয়া**

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ، رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ "رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ"

**উচ্চারণঃ** রব্বিজআ'লনী- মুক্বি-মাচ্ছলা-তি ওয়ামিন্ যুররিয়্যাতি- রব্বানা- ওয়াতাক্ববাল দুয়া-। রব্বানাগফিরলি- ওয়ালিওয়া-লিদাইয়্যা ওয়ালিলমু'মিনি-না ইয়াওমা ইয়াক্বু-মুল হি'সা-ব।



**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক, আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের দোয়া কবুল করুন, হে আমাদের প্রতিপালক, চূড়ান্ত হিসাব নিকাশের দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনদেরকে ক্ষমা করুন। (ইবরাহিম ৪০-৪১)

**স্ত্রী পুত্রের কল্যাণের জন্য দোয়া**

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- হাবলানা- মিন আযওয়া-জিনা- ওয়াযুররিয়্যা- তিনা- কুররাতা আ'ইয়্যুনিও ওয়াজআ'লনা- লিলমুত্তাক্বিনা ইমা-মা-।

**অর্থঃ** হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের স্ত্রীগণের দ্বারা ও আমাদের সন্তানাদি দ্বারা আমাদের চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদিগকে মুত্তাক্বীদের ইমাম বানান। (ফোরকান ৭৪)

**পিতা/মাতার জন্য দোয়া**

"رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا"

**উচ্চারণঃ** রব্বিরহা'মহুমা- কামা-রব্বায়া-নি চগি-রা।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক, আমার পিতা-মাতার প্রতি রহম করুন যেমনিভাবে তারা আমাকে বাল্যকালে লালন পালন করেছেন। (বনী ইসরাইল ২৪)

**মুমিনদের জন্য আরশবহনকারী ফিরিশতাদের দোয়া**

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ"

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- ওয়াসি'তা কুল্লা শায়্যির রহ'মাতাও ওয়া ই'লমান্ ফাগফির লিল্লাযি-না তা-বু- ওয়াত্তাবাউ'- সাবি-লাকা ওয়াক্বিহিম আ'যা-বাল জাহি'-ম।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুর উপর ছেয়ে আছে, সুতরাং যারা তওবা করে ও আপনার পথে চলে, তাদেরকে আপনি ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচান। (মু'মিন ৭)

**যালিমের যুলুম থেকে নিজেকে বাঁচানোর দোয়া**

"رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ"

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- লা- তাজআ'লনা- মাআ'ল ক্বউমিয্ য-লিমি-ন।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে যালিমদের সঙ্গী করবেন না। (আরাফ ৪৭)

"رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ"

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- লা- তাজআ'লনা- ফিত্‌নাতাল্লিল ক্বউমিয্ য-লিমি-ন।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করবেন না। (ইউনুস ৮৫)

**আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের দোয়া**

"رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ"

**উচ্চারণঃ** রব্বানা- আ'লাইকা তাওক্কালনা- ওয়া ইলাইকা আনাবনা- ওয়া ইলাইকাল মাচি-র।

**অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনারই উপর নির্ভরশীল, আপনারই দিকে মুখ করেছি এবং আপনারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। (মুমতাহানা ৪)

**ঈমানের সাথে মৃত্যু ও পরকালে সম্মানের দোয়া**

"فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَنْتَ وَلِيِّیْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ"

**উচ্চারণঃ** ফা-ত্বিরস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি, আন্‌তা ওয়ালিয়্যি- ফিদ্দুনইয়া- ওয়াল আ-খিরতি তাওয়াফ্‌ফানি- মুসলিমাও ওয়া আলহিক্বনী- বিচ্ছ-লিহী'-ন।

**অর্থঃ** হে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার একমাত্র পৃষ্ঠপোষক। আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যু দান করুন এবং আপনার একান্ত প্রিয় বান্দাদের কাতারে শামিল করুন। (ইউসুফ ১০১)

## ১৮. চার কালিমা ও দুই ঈমান

**কালিমায়ে তাইয়্যেবা**

"لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهُ"



**উচ্চারণঃ** লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহা'ম্মাদুর রসূ-লুল্লা-হ্।

**অর্থঃ** নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া, হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র রাসূল।

**কালিমায়ে শাহাদাত**

"أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ"

**উচ্চারণঃ** আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ'দাহু- লা-শারি- কালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহা'ম্মাদান আ'বদুহু- ওয়া রসু-লুহু-।

**অর্থঃ** আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্ ছাড়া, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল।

**কালিমায়ে তাওহীদ**

"لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ وَاحِدًا لَّا ثَنِيَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ إِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ"

**উচ্চারণঃ** লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা ওয়া-হি'দাল্লা- চানিয়ালাকা মুহা'ম্মাদুর রসূ-লুল্লা-হি ইমা-মুল মুত্তাক্বি-না রসূ-লু রব্বিল আ'-লামী-ন।

**অর্থঃ** আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নাই, তিনি এক এবং শরিকবিহীন, হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) মুত্তাক্বীগণের নেতা এবং বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল। (আহকামে জিন্দেগী, পৃষ্ঠা ১১০)

**কালিমায়ে তামজীদ**

"لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِيَ اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ إِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ"

**উচ্চারণঃ** লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা নূ-রই ইয়াহ্‌দিয়াল্লা-হু লিনু-রিহি- মাইয়্যাশা-উ মুহা'ম্মাদুর রসূ-লুল্লা-হি ইমা-মুল মুরসালি-না খতামুন্ নাবিয়্যি-ন।

**অর্থঃ** আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, তিনি জ্যোতির্ময় আল্লাহ্, তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় জ্যোতি দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন, হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) রাসূলগণের নেতা ও আখেরী নবী। (আহকামে জিন্দেগী, পৃষ্ঠা ১১১)

**ঈমানে মুজমাল**

"اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ"

**উচ্চারণঃ** আ-মান্তু বিল্লা-হি কামা- হুয়া বিআস্মা-য়িহি- ওয়াচিফা-তিহি- ওয়াক্বিলতু জামি-য়া' আহ'কা-মিহি- ওয়াআরকা-নিহি- ।

**অর্থঃ** আমি আল্লাহ্তা'য়ালার প্রতি ও তার যাবতীয় নামসমূহ ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তাহার সব প্রকার আদেশ, নিষেধ ও বিধানসমূহ মেনে নিলাম। (আদইয়ায়ে মাসনূনাহ, পৃষ্ঠা ১)

**ঈমানে মুফাচ্ছাল**

"اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَآئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ"

**উচ্চারণঃ** আ-মান্তু বিল্লা-হি ওয়ামালা-ইকাতিহি- ওয়াকুতুবিহি- ওয়ারুসুলিহি- ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরি, ওয়ালক্বদরি খয়রিহি- ওয়াশাররিহি- মিনাল্লা-হি তাআ'-লা- ওয়াল বা'চি বা'দাল মাউ-ত।

**অর্থঃ** আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ্তা'য়ালার প্রতি, তাহার ফিরিশ্তাগণের প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি, রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, তাক্বদীরের ভাল/মন্দ আল্লাহ্র নিকট হতে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি। (আদইয়ায়ে মাসনূনাহ, পৃষ্ঠা-১)

## ১৯. দরুদ শরীফ

**ফযীলতঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

**এক.** যে আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে মহান আল্লাহ্তা'য়ালা তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন। (আবু দাউদ ১৫৩০)

**দুই.** কিয়ামতের দিন আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে ঐ ব্যক্তি যে, আমার উপর বেশী বেশী দরুদ শরীফ পড়ে। (তিরমিযী ৪৮৪)



**তিন.** তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমার দিন। অতএব, ঐ দিনে তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দরুদ শরীফ পড়। কেননা তোমাদের দরুদ শরীফ আমার নিকট পেশ করা হয়। (আবু দাউদ ১৫৩১)

**চার.** কৃপণ ঐ ব্যক্তি যার সামনে আমার আলোচনা করা হয়, অথচ সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ে না। (মিশকাত ৮৭২) (তিরমিযী)

**পাঁচ.** দোয়া আসমান ও জমিনের মধ্যে শূন্যে অবস্থান করতে থাকে, উহার কিছুই উপরে উঠে না যতক্ষন না আমার উপর দরুদ শরীফ পড়া হয়। (তিরমিযী ৪৮৬)

**সবচেয়ে উত্তম/শ্রেষ্ঠ দরুদ শরীফ - দরুদে ইব্রাহীম (৪৯ পৃষ্ঠা দেখুন)**

**রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শাফায়াত**

"اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা চল্লি আ'লা- মুহা'ম্মাদিও ওয়াআন্যিলহুল মাক্বআ'দাল মুক্বাররাবা ই'নদাকা ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ্।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর রহমত নাযিল করুন এবং তাঁকে কিয়ামতের দিন আপনার নিকটে পবিত্র নৈকট্যের বৈঠকে সমাসীন করুন। (মিশকাত ৮৭৫) (আহমদ)

**সত্তর হাজার ফিরিশ্তার এক হাজার দিন পর্যন্ত ইস্তেগফার**

"جَزَاكَ اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ"

**উচ্চারণঃ** জাযাল্লা-হু আ'ন্না- মুহা'ম্মাদান মা-হুয়া আহলুহু- ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমাদের পক্ষ থেকে মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) কে এমন প্রতিদান দান করুন, যার তিনি হক্বদার। (তাবরানী, তারগীব ৩/৩০৪)

**আশি বছরের ইবাদতের সওয়াব**

"اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা চল্লি আ'লা- মুহা'ম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়াআ'লা-আ-লিহি ওয়াসাল্লিম তাসলি-মা- ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি উম্মী (নিরক্ষর) নবী হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি ও তার পরিবার পরিজনের উপর রহমত অবতীর্ণ করুন।

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যদি কোন ব্যক্তি জুমুআ'র দিন আছরের নামাযের পর নিজ জায়গা থেকে উঠার পূর্বে এই দরুদ শরীফটি আশিবার পাঠ করে, তার আশি বছরের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তার আমলনামায় আশি বছরের ইবাদতের সওয়াব লিখে দেয়া হবে। (আবু দাউদ ৯৮১)

**ছদকার পরিবর্তে দরুদ শরীফ**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা চল্লি আ'লা- মুহা'ম্মাদিন আ'বদিকা ওয়ারসু-লিকা ওয়াচল্লি আ'লাল মু'মিনী-না ওয়ালমু'মিনা-তি ওয়াল মুসলিমি-না ওয়াল মুসলিমা-ত।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনার বান্দা ও রাসূল মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর রহমত নাযিল করুন, আরও রহমত নাযিল করুন মুমিন/মুসলমান নর/নারীর উপর। (বুখারী - আদাবুল মুফরাদ ২৩, ইবনে হিব্বান, তারগীব ২/৩৩০)

**রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নৈকট্য লাভের দরুদ শরীফ**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা চল্লি আ'লা- মুহা'ম্মাদিন কামা-তুহি'ববু ওয়া তারদ্ব-লাহু-

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুন, যেরুপ রহমত আপনি তার জন্য ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন। (দরুদ ও সালামের মকবুল ওযীফা, পৃষ্ঠা ১৩৩)

**পূর্ণ মাপের দরুদ শরীফ**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيّٰتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ



**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা চল্লি আ'লা মুহা'ম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আযওয়া-জিহী- উম্মাহা-তিল মুমিনীন-না ওয়াযুররিয়্যা-তিহী- ওয়াআহ্লি বাইতিহি- কামা চল্লাইতা আ'লা- ইব্রাহি-মা ইন্নাকা হা'মি-দুম্ মাজি-দ।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি উম্মি নবী হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি, তার বিবিগণ, যারা মুমিনগণের মা, তার বংশধর ও পরিবার পরিজনের উপর রহমত অবতীর্ণ করুন যেরুপ রহমত আপনি হযরত ইব্রাহিম (আলাইহিস্ সালাম) ও তার পরিবারের প্রতি নাযিল করেছেন। (দরুদ ও সালামের মকবুল ওযীফা, পৃষ্ঠা-১৩৬)

**সৌভাগ্য আনয়নকারী দরুদ শরীফ**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা চল্লি আ'লা- মুহা'ম্মাদিন আ'দাদা মা-ফি- ই'লমিল্লা-হি চলাতান দা-য়িমাতাম বিদাওয়া-মি মুলকিল্লা-হি।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর রহমত বর্ষণ করুন আপনার ইলমের সংখ্যা অনুসারে। এমন সালাম, রহমত ও বরকত নাযিল করুন যা চিরকাল স্থায়ী হবে। আপনার চিরকাল স্থায়ী বাদশাহীর সাথে সাথে।

**রোগের উপশমের জন্য দরুদ শরীফ**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَآءٍ وَدَوَآءٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা চল্লিআ'লা- মুহা'ম্মাদিন বিআ'দাদি কুল্লি দা-ইন ওয়াদাওয়া-ইন ওয়াবা-রিক ওয়াসাল্লিম।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্ আপনি রহমত ও বরকত নাযিল করুন হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর সকল রোগ ও সকল রোগ নিরাময়কারী ঔষধ পরিমান।

**ফযীলতঃ** যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় এই দরুদ শরীফ পড়বে, আল্লাহ্তা'য়ালা তাকে প্রত্যেক শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন এবং যে ব্যক্তি যে কোন ব্যথা/অসুস্থতার সময় শুরুতে এবং শেষে উক্ত দরুদ শরীফ পড়বে এবং মাঝখানে বিস্মিল্লাহ্ সহ সূরা ফাতিহা পড়ে রোগাক্রান্তকে ফু দিবে, ইন্শাআল্লাহ্ সে সুস্থ হয়ে যাবে। (দরুদ ও সালামের মকবুল ওযীফা, পৃষ্ঠা-১২৮)

**মাগফিরাতের দরুদ শরীফ**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذّٰكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা চল্লি আলা- মুহা'ম্মাদিন্ কুল্লামা- যাকারাহুয্যা-কিরু-না, ওয়া কুল্লামা-গাফালা আ'ন্ যিকরিহিল গা-ফিলু-না।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর ততক্ষণ সমস্ত রহমত অবতীর্ণ করুন যতক্ষণ যিক্রকারী তার যিক্র করে এবং যতক্ষণ সমস্ত গাফেল তার যিক্র থেকে উদাসীন থাকে। (দরুদ ও সালামের মকবুল ওযীফা, পৃষ্ঠা-১২৭)

**স্বপ্নের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম)**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَآ اَمَرْتَنَا اَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা চল্লি আ'লা- মুহা'ম্মাদিন কামা- আমারতানা- আন নুচল্লিয়া আ'লাইহি, আল্লা-হুম্মা চল্লি আ'লা- মুহাম্মাদিন কামা- হুয়া আহলুহু-, আল্লা-হুম্মা চল্লি আ'লা- মুহাম্মাদিন কামা-তুহি'ব্বু ওয়া তারদ্ব- লাহু-।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর রহমত অবতীর্ণ করুন যেভাবে আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তার উপর দরুদ পড়ার, হে আল্লাহ্! আপনি হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর রহমত অবতীর্ণ করুন তার শান মোতাবেক, হে আল্লাহ্! আপনি হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর রহমত অবতীর্ণ করুন যেমন আপনি ভালবাসেন এবং যাতে আপনি সন্তুষ্ট। (ফাযায়েলে দরুদ পৃষ্ঠা ৫০)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رُوْحِ فِي الْاَرْوَاحِ . وَعَلٰى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَجْسَدِ، وَعَلٰى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা চল্লি আ'লা- রুহি' মুহা'ম্মাদিন্ ফিলআরওয়া-হ', ওয়াআ'লা-জাসাদি মুহা'ম্মাদিন্ ফিলআজসা-দ, ওয়াআ'লা- ক্ববরি মুহা'ম্মাদিন্ ফিলক্ববু-র।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রুহ্ মোবারকের উপর, শরীর মোবারকের উপর এবং রওযা মোবারকের উপর রহমত অবতীর্ণ করুন। (ফাযায়েলে দরুদ পৃষ্ঠা ৪৯, কওলুল বদী)



**দরুদে তুনাজ্জিনা (বালা মুছীবত হতে রক্ষা পাওয়ার দরুদ)**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ"

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা চল্লি আ'লা- সায়্যিদিনা- মুহা'ম্মাদিও ওয়া'লা- আ-লী সায়্যিদিনা- মুহা'ম্মাদিন চলা-তান তুনাজ্জি-না- বিহা- মিন্ জামী-ই'ল আহওয়া-লী ওয়াল আ-ফা-তি, ওয়া তাক্বদ্বী-লানা- বিহা- জামী-ই'ল হা'-জা-তি, ওয়া তুত্বহ্হিরুনা- বিহা- মিন্ জামী-ই'স্ সাইয়্যিয়া-তি, ওয়া তারফাউ'-না- বিহা-ই'নদাকা আ'লাদ দারাজা-তি, ওয়া তুবাল্লিগুনা- বিহা- আকচল গা-য়া-তি মিন্ জামী-ই'ল খইরা-তি ফিল হা'য়া-তি ওয়া বা'দাল মামা-তি ইন্নাকা আ'লা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদী-র।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমাদের সর্দার ও আমাদের মুনীব হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর রহমত অবতীর্ণ করুন। এমন রহমত যার মাধ্যমে আপনি আমাদের সকল ভয় ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি দিবেন। যার মাধ্যমে আমাদের যাবতীয় অভাব দূর করবেন। যার মাধ্যমে আমাদেরকে যাবতীয় কুফল থেকে রক্ষা করবেন। যার মাধ্যমে আমাদেরকে আপনার কাছে উচ্চাসনে আসীন করবেন এবং যার মাধ্যমে আমাদেরকে সকল সৎকর্মের চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দিবেন পার্থিব জীবনে এবং মৃত্যুর পরও। নিশ্চয় আপনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

**ফযীলতঃ** মানাহিজুল হাসানাত কিতাবে ইবনে ফাকিহানীর কিতাব **'ফজরে মুনীর'** থেকে বর্ণিত আছে যে, শায়খ সালেহ মূসা একজন অন্ধ বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তার নিজের ঘটনা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একবার এক জাহাজ (নদী বা সাগরে) নিমজ্জিত হতে থাকে, সে জাহাজে তিনিও ছিলেন। হঠাৎ তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে স্বপ্নে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে উপরোক্ত দরূদটি শিক্ষা দিয়ে বললেন, জাহাজের আরোহীরা এটি হাজার বার পড়ুক। সে মতে আমরা দরূদটি তিনশত বার পর্যন্ত পড়তেই জাহাজ বিপদমুক্ত হয়ে

গেল। এ দরূদ শরীফের বরকত অগণিত, এর দ্বারা সকল প্রকার মহামারী ও জ্বরা ব্যাধি থেকে হেফাজত হয় এবং অন্তর অভূতপূর্ব প্রশান্তি লাভ করে। এটা বুজুর্গদের পরীক্ষিত আমল। (আল কওলুল বদী ১১৪)

**জ্বীন-ইনসান কর্তৃক পঠিত শ্রেষ্ট দরুদ**

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَآ أَنْتَ اَهْلُهٗ فَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَآ أَنْتَ اَهْلُهٗ وَافْعَلْ بِنَا مَآ أَنْتَ اَهْلُهٗ فَإِنَّكَ أَنْتَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ"

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা লাকাল হা'মদু কামা- আন্‌তা আহলুহু- ফাচল্লি আ'লা- মুহা'ম্মাদিন কামা- আন্‌তা আহলুহু- ওয়াফআ'লবিনা- মা- আন্‌তা আহলুহু- ফাইন্নাকা আন্‌তা আহলুত্তাক্বওয়া ওয়া আহলুল মাগ্‌ফির।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনার শান ও সত্ত্বার মর্যাদা অনুসারে আপনার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা, আপনার শান ও সত্ত্বার মর্যাদা অনুসারে আপনি হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর রহমত অবতীর্ণ করুন এবং আপনার শান ও সত্ত্বার মর্যাদা অনুসারে আপনি আমাদের সহিত ব্যবহার করুন। নিশ্চয় আপনিই ইহার যোগ্যতা রাখেন যে শুধু আপনাকেই একমাত্র ভয় করা যায় এবং আপনিই একমাত্র ক্ষমা করার উপযুক্ত। (আল কওলুল বদী সাখাবী)

**অন্যান্য দরুদ শরীফ**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيعِنَا وَحَبِيبِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ . صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা চল্লি আ'লা- সাইয়্যিদিনা- ওয়া নাবিয়্যিনা ওয়াশাফি-ই'না- ওয়া হা'বি-বীনা- ওয়া মাওলানা- মুহা'ম্মদ, সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়া আ'লা- আ-লিহী- ওয়া আচহা'-বিহী- ওয়া আযওয়া-জিহী- ওয়া বা-রিক ওয়াসাল্লিম।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের একমাত্র প্রতিনিধি, নবী, শাফায়াতকারী ও বন্ধু হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর, তার বংশধর ও পরিবার পরিজনের উপর রহমত অবতীর্ণ করুন।

اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْ رُوْحَ مُحَمَّدٍ مِنَّا تَحِيَّةً وَّسَلَامًا "

**উচ্চারণঃ** আল্লা-হুম্মা আবলিগ রু-হা' মুহা'ম্মাদিম্ মিন্না- তাহি'য়্যাতাও ওয়াসালা-মা।



**অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আমার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রুহ্ মোবারকে পবিত্রতা ও শান্তি পৌছিয়ে দিন।

**কয়েকটি ছোট দরুদ শরীফ**

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

**উচ্চারণঃ** সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ"

**উচ্চারণঃ** সাল্লাল্লা-হু আ'লান্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ"

**উচ্চারণঃ** সাল্লাল্লা-হু আ'লা- সাইয়্যিদিনা- মুহা'ম্মদ। (নেক আমলিয়াত, পৃষ্ঠা ১১)

## ২০. আল্লাহ্‌তা'য়ালার নিরানব্বই নাম

| ক্রঃ | আরবী | বাংলা | অর্থ |
|---|---|---|---|
| ১. | اَللّٰهُ | আল্লা-হু | আল্লাহর জাতি নাম |
| ২. | اَلرَّحْمٰنُ | আর রহ'মা-নু | পরম করুণাময় |
| ৩. | اَلرَّحِيْمُ | আর রহি'-মু | পরম দয়াময় |
| ৪. | اَلْمَلِكُ | আল মালিকু | বাদশাহ্/রাজাধিরাজ |
| ৫. | اَلْقُدُّوْسُ | আল ক্বুদ্দু-সু | অতি পবিত্র |
| ৬. | اَلسَّلَامُ | আস্ সালা-মু | শান্তি দাতা |
| ৭. | اَلْمُؤْمِنُ | আল মু'মিনু | নিরাপত্তা বিধানকারী |
| ৮. | اَلْمُهَيْمِنُ | আল মুহাইমিনু | মহা প্রতাপশালী |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৯. | اَلْعَزِيْزُ | আল আ'যি-যু | মহা পরাক্রমশালী |
| ১০. | اَلْجَبَّارُ | আল জাব্বা-রু | ক্ষমতাশালী |
| ১১. | اَلْمُتَكَبِّرُ | আল মুতাকাব্বি রু | মহা গৌরবান্বিত |
| ১২. | اَلْخَالِقُ | আল খ-লিকু | মহান সৃষ্টিকর্তা |
| ১৩. | اَلْبَارِئُ | আল বা-রিউ | সৃজনকারী |
| ১৪. | اَلْمُصَوِّرُ | আল মুচয়্যি রু | আকৃতি গঠনকারী |
| ১৫. | اَلْغَفَّارُ | আল গাফ্ফা-রু | মহা ক্ষমাশীল |
| ১৬. | اَلْقَهَّارُ | আল ক্বহ্হা-রু | মহা শাস্তিদাতা |
| ১৭. | اَلْوَهَّابُ | আল ওয়াহ্হা-বু | মহা পুরস্কারদাতা |
| ১৮. | اَلرَّزَّاقُ | আর রাযযা-কু | জীবিকা দানকারী |
| ১৯. | اَلْفَتَّاحُ | আল ফাত্তা-হু' | মহা প্রশস্তকারী |
| ২০. | اَلْعَلِيْمُ | আল আ'লি-মু | মহা জ্ঞানী |
| ২১. | اَلْقَابِضُ | আল ক্ব-বিদ্ব | মহা আয়ত্তকারী |
| ২২. | اَلْبَاسِطُ | আল বা-সিত্ব | মহা সম্প্রসারণকারী |
| ২৩. | اَلْخَافِضُ | আল খ-ফিদ্ব | মহা পতনকারী |
| ২৪. | اَلرَّافِعُ | আর র-ফিউ' | মহা উন্নতি দানকারী |



| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৫. | اَلْمُعِزُّ | আল মুয়ি'য্যু | মহা সম্মান দানকারী |
| ২৬. | اَلْمُذِلُّ | আল মুযিললু | মহা অপদস্তকারী |
| ২৭. | اَلسَّمِيْعُ | আস্ সামি-উ' | মহা শ্রবণকারী |
| ২৮. | اَلْبَصِيْرُ | আল বাচি-রু | মহা দর্শনকারী |
| ২৯. | اَلْحَكَمُ | আল হা'কামু | মহা হুকুমদাতা |
| ৩০. | اَلْعَدْلُ | আল আ'দলু | মহা ন্যায় বিচারক |
| ৩১. | اَللَّطِيْفُ | আল লাত্বি-ফু | সূক্ষদর্শী |
| ৩২. | اَلْخَبِيْرُ | আল খবি-রু | সর্বজ্ঞানী |
| ৩৩. | اَلْحَلِيْمُ | আল হা'লি-মু | পরম ধৈর্যশীল |
| ৩৪. | اَلْعَظِيْمُ | আল আ'যি-যু | সুমহান |
| ৩৫. | اَلْغَفُوْرُ | আল গাফু-রু | পরম ক্ষমাশীল |
| ৩৬. | اَلشَّكُوْرُ | আশ্ শাকু-রু | কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী |
| ৩৭. | اَلْعَلِيُّ | আল আ'লিয়্যু | মহা উন্নত |
| ৩৮. | اَلْكَبِيْرُ | আল কাবি-রু | শ্রেষ্ঠ, সুমহান |
| ৩৯. | اَلْحَفِيْظُ | আল হা'ফি-যু | রক্ষাকর্তা |
| ৪০. | اَلْمُقِيْتُ | আল মুক্বি-তু | শক্তিদাতা |
| ৪১. | اَلْحَسِيْبُ | আল হা'সি-বু | হিসাব গ্রহণকারী |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪২. | اَلْجَلِيْلُ | আল জালি-লু | মহিমান্বিত |
| ৪৩. | اَلْكَرِيْمُ | আল কারি-মু | অনুগ্রহকারী |
| ৪৪. | اَلرَّقِيْبُ | আর রক্বি-বু | তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক |
| ৪৫. | اَلْمُجِيْبُ | আল মুজি-বু | দোয়া কবুলকারী |
| ৪৬. | اَلْوَاسِعُ | আল ওয়া-সিউ' | প্রশস্ততাকারী |
| ৪৭. | اَلْحَكِيْمُ | আল হা'কি-মু | প্রজ্ঞাময় |
| ৪৮. | اَلْوَدُوْدُ | আল ওয়াদু-দু | শ্রেষ্টবন্ধু |
| ৪৯. | اَلْمَجِيْدُ | আল মাজি-দু | অনুগ্রহকারী |
| ৫০. | اَلْبَاعِثُ | আল বা-য়ি'চু | পুনরুত্থানকারী |
| ৫১. | اَلشَّهِيْدُ | আশ্ শাহি-দু | স্বাক্ষী/প্রত্যক্ষকারী |
| ৫২. | اَلْحَقُّ | আল হা'ক্ব | সত্যনিষ্ট |
| ৫৩. | اَلْوَكِيْلُ | আল ওয়াকি-লু | মহা ব্যবস্থাপক |
| ৫৪. | اَلْقَوِيُّ | আল ক্বয়িয়্যু | মহা শক্তিমান |
| ৫৫. | اَلْمَتِيْنُ | আল মাতি-নু | দৃঢ়/অটল |
| ৫৬. | اَلْوَلِيُّ | আল ওয়ালিয়্যু | অভিভাবক/জিম্মাদার |
| ৫৭. | اَلْحَمِيْدُ | আল হা'মি-দু | প্রশংসিত |



| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫৮. | اَلْمُحْصِ | আল মুহ'চি | সর্বজ্ঞানী |
| ৫৯. | اَلْمُبْدِئُ | আল মুবদিউ | প্রথমসৃষ্টি কারী |
| ৬০. | اَلْمُعِيْدُ | আল মুয়ি'-দু | পুনর্জীবন দানকারী |
| ৬১. | اَلْمُحْيِيْ | আল মুহ'য়ি- | জীবন দাতা |
| ৬২. | اَلْمُمِيْتُ | আল মুমি-তু | মৃত্যু দাতা |
| ৬৩. | اَلْحَيُّ | আল হা'ইয়্যু | চিরঞ্জীব |
| ৬৪. | اَلْقَيُّوْمُ | আল ক্বাইয়্যু-মু | চিরস্থায়ী |
| ৬৫. | اَلْوَاجِدُ | আল ওয়া-জিদু | ইচ্ছামাত্র সম্পাদনকারী |
| ৬৬. | اَلْمَاجِدُ | আল মা-জিদু | মহা গৌরবময় |
| ৬৭. | اَلْوَاحِدُ الْاَحَدُ | আল ওয়া-হি'দুল আহা'দু | এক, অদ্বিতীয় |
| ৬৮. | اَلصَّمَدُ | আচ চমাদু | অমুখাপেক্ষী |
| ৬৯. | اَلْقَادِرُ | আল ক্ব-দিরু | সর্ব শক্তিমান |
| ৭০. | اَلْمُقْتَدِرُ | আল মুক্বতাদি-রু | মহা ক্ষমতাশালী |
| ৭১. | اَلْمُقَدِّمُ | আল মুক্বদ্দিমু | অগ্রবর্তীকারী |
| ৭২. | اَلْمُؤَخِّرُ | আল মুআখ্খিরু | পশ্চাতবর্তীকারী |
| ৭৩. | اَلْأَوَّلُ | আল আওয়্যালু | আদি/প্রথম |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৭৪. | اَلْآخِرُ | আল আখি-রু | অনন্ত |
| ৭৫. | اَلظَّاهِرُ | আয্ য-হিরু | প্রকাশ্য |
| ৭৬. | اَلْبَاطِنُ | আল বাত্বি-নু | অপ্রকাশ্য/গোপন |
| ৭৭. | اَلْوَالِيُ | আল ওয়া-লি- | অধিপতি |
| ৭৮. | اَلْمُتَعَالِي | আল মুতাআ'-লি | সর্বোচ্চ মর্যাদাবান |
| ৭৯. | اَلْبَرُّ | আল বারর্ | মঙ্গলদাতা |
| ৮০. | اَلتَّوَّابُ | আত্ তাওয়্যা-বু | তাওবা কবুলকারী |
| ৮১. | اَلْمُنْتَقِمُ | আল মুনতাক্বিমু | প্রতিশোধ গ্রহনকারী |
| ৮২. | اَلْعَفُوُّ | আল আ'ফুয়্যু | ক্ষমাকারী |
| ৮৩. | اَلرَّءُوْفُ | আর রাউ-ফু | স্নেহশীল |
| ৮৪. | مَالِكُ الْمُلْكِ | মা-লিকুল মুলকি | দুনিয়ার মালিক |
| ৮৫. | ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ | যুল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম | গৌরব ও সম্মানের অধিকারী |
| ৮৬. | اَلْمُقْسِطُ | আল মুক্বসিতু | ন্যায় পরায়ন |
| ৮৭. | اَلْجَامِعُ | আল জা-মিউ' | একত্রকারী |
| ৮৮. | اَلْغَنِيُّ | আল গানিয়্যু' | অভাবমুক্ত |
| ৮৯. | اَلْمُغْنِي | আল মুগনি | অভাব মোচনকারী |



| | | | |
|---|---|---|---|
| ৯০. | اَلْمَانِعُ | আল মা-নিউ' | নিবারক |
| ৯১. | اَلضَّارَّ | আদ দ্ব-ররু | অমঙ্গল/বিপদদাতা |
| ৯২. | اَلنَّافِعُ | আন না-ফিউ' | উপকারকারী |
| ৯৩. | اَلنُّوْرُ | আন নু-রু | আলো দানকারী |
| ৯৪. | اَلْهَادِيُ | আল হা-দিউ | পথ প্রদর্শনকারী |
| ৯৫. | اَلْبَدِيْعُ | আল বাদি-উ' | নমূনা ছাড়া সৃজনকারী |
| ৯৬. | اَلْبَاقِ | আল বা-ক্বি | চিরন্তন |
| ৯৭. | اَلْوَارِثُ | আল ওয়া-রিছু | স্বত্বাধিকারী |
| ৯৮. | اَلرَّشِيْدُ | আর রাশি-দু | সুপথ নির্দেশক |
| ৯৯. | اَلصَّبُوْرُ | আচ চবু-রু | ধৈর্যশীল |

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا

**উচ্চারণ:** ওয়ালিল্লা-হিল আসমাউল হুসনা- ফাদউ'হু -বিহা- ।

**অর্থ:** আল্লাহ্তা'য়ালার জন্যই উত্তম নামসমূহ রয়েছে, সুতরাং সেই নামসমূহ দ্বারাই তোমরা আল্লাহ্তা'য়ালাকে ডাক । (আরাফ ১৮০)

**হাদীসঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্তা'য়ালার ৯৯ টি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি এই নামসমূহ মুখস্থ করবে সে বেহেশ্তে যাবে । (বুখারী ৫৯৬৮)

## ২১. কতিপয় মূল্যবান/উপদেশমূলক হাদীস শরীফ

**হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ**

### দুই এর হাদীস

► (১) সেই ব্যক্তি দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাবান (বুদ্ধিমান), যে তার নফ্সকে নিয়ন্ত্রন করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য আমল করে (২) সেই ব্যক্তি নির্বোধ ও

অকর্মন্য, যে তার নফ্সের খাহেশের অনুসরন করে এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্তাআ'লার রহমতের আশা করে। (ইবনে মাজা ৪২৬০)

► দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে ঈর্ষা করা যায় নাঃ (১) যাকে আল্লাহ্তা'য়ালা কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তা দিনরাত তিলাওয়াত করে এবং তা শুনে তার প্রতিবেশী বলে হায়, আমাকে যদি এরুপ জ্ঞান দেয়া হতো, তাহলে আমিও তার মত আমল করতাম (২) যাকে আল্লাহ্তা'য়ালা সম্পদ দান করেছেন এবং সে সম্পদ সত্য ও ন্যায়ের পথে খরচ করে, এ অবস্থা দেখে তার প্রতিবেশী বলে, হায় আমাকে যদি এরুপ সম্পদ দেয়া হতো, তাহলে আমিও তার মত সত্য ও ন্যায়ের পথে খরচ করতাম। (বুখারী ৪৬৫৬)

► দুই জিনিসের হেফাজতঃ (১) যে ব্যক্তি আমার (সন্তুষ্টির) জন্য তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিস (জিহ্বা) (২) দুই রানের মধ্যবর্তী জিনিস (লজ্জাস্থান) এর হেফাজত করবে, আমি তার জান্নাতের দায়িত্ব নিলাম। (বুখারী ৬০৩০)

► আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় কিন্তু দুটি জিনিস তার মধ্যে জোয়ান হয়ঃ (১) মাল দৌলতের প্রতি মোহ (২) দীর্ঘ জীবনের আশা। (মিশকাত ৫০৪০) (বুখারী, মুসলিম)

► দুটি গুণ যার মধ্যে আছে, তার মধ্যে হেদায়েতের আলো আছেঃ (১) প্রতারণার ঘর (দুনিয়া) হতে দূরে সরে থাকা এবং চিরস্থায়ী ঘরের (আখিরাত) প্রতি ঝুঁকে পড়া (২) মৃত্যু আসার পূর্বে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা। (মিশকাত ৫০০০)

► দুই ব্যক্তির উপর আল্লাহ্তাআ'লার লানতঃ (১) ঘুষ দাতা (২) ঘুষ গ্রহীতা। (ইবনে মাজা ২৩১৩)

## তিন এর হাদীস

► সবচেয়ে বড় পাপ তিনটিঃ (১) আল্লাহ্তাআ'লার সাথে কাউকে শরীক করা (২) তোমার সন্তান তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে এই ভয়ে তাকে হত্যা করা (৩) তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনায় লিপ্ত হওয়া। (মুসলিম ১৬৫)

► তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে আল্লাহ্তাআ'লা তার মৃত্যুকে সহজ করবেন এবং তাকে আপন বেহেশ্তে দাখেল করবেনঃ (১) অসহায়/দুর্বলের সাথে সদ্ব্যবহার (২) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার (৩) দাস-দাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার । (মিশকাত ৩২২০) (তিরমিযী)



► রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) কসম করে তিনটি অকাট্য সত্য কথা বলেছেনঃ (১) যে বান্দার উপর কোন প্রকার যুলুম করা হয়, আর সে আল্লাহ্তাআ'লার সন্তুষ্টির জন্য উহার কোনই প্রতিবাদ করে না, আল্লাহ্তাআ'লা তার সম্মান বৃদ্ধি করেন এবং তার সাহায্য করেন (২) যে ব্যক্তি আত্মীয় স্বজনদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে দানের দরজা খুলে দেয়, আল্লাহ্তাআ'লা তার ধনদৌলত আরও বৃদ্ধি করেন (৩) যে ব্যক্তি ভিক্ষার দরজা নিজের জন্য খুলে দেয় এবং এর দ্বারা ধনদৌলত আরও বৃদ্ধির আশা রাখে, তখন আল্লাহ্তাআ'লা এর কারণে তার ধনদৌলত আরও কমিয়ে দেন। (তিরমিযী ২৩২৮)

► তিনটি জিনিস **মুক্তি দানকারীঃ** (১) প্রকাশ্যে ও গোপনে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্তাআ'লাকে ভয় করা (২) খুশি ও নাখুশি সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলা (৩) ধনাঢ্যতা ও দারিদ্রতা (সর্বাবস্থায়) মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা এবং তিনটি জিনিস **ধ্বংস সাধনকারীঃ** (১) খাহেশাতের অনুসারী হওয়া (২) লোভ লালসার অনুসারী হওয়া (৩) অহংকারে লিপ্ত হওয়া। (মিশকাত ৪৮৯৫) (বায়হাকী)

► যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট আছে, সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছেঃ (১) আল্লাহ্তাআ'লা ও তার রাসূল (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্য সব কিছুর চেয়ে তার নিকট অধিক প্রিয় (২) সে আল্লাহ্তাআ'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই কোন ব্যক্তিকে ভালবাসে (৩) আল্লাহ্তাআ'লা তাকে কুফর থেকে মুক্তি দানের পর পূনর্বার কুফরীর মধ্যে ফিরে যেতে সে এতটা অপছন্দ করে যেমন সে আগুনে নিক্ষেপ হওয়াকে অপছন্দ করে। (মুসলিম ৭৩, ৭৪)

► তিন প্রকারের ব্যক্তি, যাদের আমল দেখে আল্লাহ্তা'য়ালা হাসেন (খুশি হন)ঃ (১) কোন ব্যক্তি যখন সে রাত্রে নামাযের জন্য উঠে (২) অনেক লোক, যখন তারা নামাযের জন্য কাতার ঠিক করে (৩) গাজীর দল, যখন তারা শত্রু নিধণের জন্য যুদ্ধের ময়দানে সারিবদ্ধ হয়। (ইবনে মাজা ২০০)

► রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু হোরায়রা (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) কে তিনটি উপদেশ দিলেনঃ (১) প্রত্যেক মাসে তিনটি রোজা রাখার (২) দুই রাকাত চাশতের নামায পড়ার (৩) ঘুমাবার আগে বিত্র পড়ার। (বুখারী ১১০৮)

► তিন প্রকারের ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্তাআ'লা কিয়ামত দিবসে কথা বলবেন না ও রহমতের নজরে তাকাবেন নাঃ (১) যে ব্যক্তি পরিধেয় কাপড় পায়ের টাখনুর

নিচে পড়ে (২) যে ব্যক্তি উপকার করে খোঁটা দেয় (৩) যে ব্যক্তি (ব্যবসায়ী) মিথ্যা কসম দ্বারা নিজের মাল চালু রাখার চেষ্টা করে। (মুসলিম ২০১)

► তিন প্রকারের ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্তাআ'লা কিয়ামত দিবসে কথা বলবেন না ও তাদেরকে পবিত্র করবেন নাঃ (১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী (জিনাকারী) (২) মিথ্যাবাদী শাসক (৩) অহংকারী ভিক্ষুক (গরিব)। (মুসলিম ২০৪)

► তিন প্রকারের ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্তাআ'লা কিয়ামত দিবসে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন নাঃ (১) পিতামাতার অবাধ্য সন্তান (২) পুরুষের বেশধারী মহিলা (৩) দায়ুছ (নিজ স্ত্রী-কন্যার পাপাচারে যে ঘৃণা বোধ করে না)। (নাসায়ী ২৫৬৩)

► তিন প্রকারের ব্যক্তি বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে নাঃ (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (২) মাদকাসক্ত ব্যক্তি (যে মাদকাসক্ত ব্যক্তি তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে) (৩) দান করার পর দানকৃত বস্তুর খোঁটা দানকারী। (নাসায়ী ২৫৬৩)

► তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় নাঃ (১) রোযাদারের দোয়া যখন সে ইফতার করে (২) ন্যায় বিচারক শাসকের দোয়া (৩) মজলুমের (অত্যাচারিতের) দোয়া। (মিশকাত ২১৪৩) (তিরমিযী)

► তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়, ইহাতে কোন ভূল নাইঃ (১) পিতা-মাতার দোয়া (সন্তানের জন্য) (২) মূসাফিরের দোয়া (৩) মজলুমের (অত্যাচারিতের) দোয়া। (আবু দাউদ ১৫৩৬)

► তিনটি শ্রেষ্ট সম্পদঃ (১) আল্লাহ্তাআ'লার যিকিরকারী জিহ্বা (২) শোকরকারী অন্তর (৩) ঈমানদার বিবি, যে তার ঈমানের (দ্বীনের) ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে। (তিরমিযী ৩০৯৪)

► তিনটি কাজ আল্লাহ্তাআ'লার নিকট বেশী প্রিয়ঃ (১) সময়মত নামায পড়া (২) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা (৩) আল্লাহ্তাআ'লার পথে জিহাদ করা। (মুসলিম ১৬০)

► যখন মানুষ মারা যায় তখন তিনটি জিনিস ছাড়া সমস্ত কাজ তার কাছ থেকে ছিন্ন হয়ে যায়, সেই তিনটি কাজ ছাড়া কোন আমলই তার কাছে পৌছায় নাঃ (১) সদ্কায়ে জারিয়া, যা সর্বদা প্রচলিত থাকে (২) এমন ইল্ম/জ্ঞান, যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় (৩) নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। (মুসলিম ৪০৭৬)



► দুনিয়া অভিশপ্ত, যা কিছু দুনিয়াতে রয়েছে তাও অভিশপ্ত, শুধু তিনটি জিনিস আল্লাহ্তাআ'লার কাছে অভিশপ্ত নয়ঃ (১) আল্লাহ্তাআ'লার যিক্র, যা তিনি পছন্দ করেন (২) আলিম ব্যক্তি (৩) ইল্ম শিক্ষায় রত ব্যক্তি। (ইবনে মাজা ৪১১২)

► (১) যে ব্যক্তি মিথ্যা ত্যাগ করে, এ মনে করে যে তা বাতিল, তার জন্য বেহেশ্তের কিনারায় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে (২) যে ব্যক্তি ঝগড়া ত্যাগ করে অথচ সে হকের উপর আছে, তার জন্য বেহেশ্তের মধ্যবর্তী জায়গায় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে (৩) যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে উত্তম করে, তার জন্য বেহেশ্তের সর্বোচ্চ জায়গায় একটি বালাখানা তৈরী করা হবে। (ইবনে মাজা ৫১)

► এই জগতে তিনটি জিনিস আমার কাছে প্রিয়ঃ (১) সুগন্ধি (২) নারী (৩) নামাজ। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে তখন কয়েকজন সাহাবী বসা ছিলেন। তম্মধ্যে হযরত আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। আমার নিকটও তিনটি জিনিস প্রিয়ঃ (১) আপনার পবিত্র চেহারা মোবারক দর্শন করা (২) আমার সমস্ত অর্থসম্পদ আপনার জন্য ব্যয় করা (৩) আমার কন্যা আপনার স্ত্রী হওয়ার মত মহা সৌভাগ্য অর্জন করা। হযরত ওমর ফারুক (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। আমার নিকটও তিনটি জিনিস প্রিয়ঃ (১) সৎ কাজের আদেশ করা (২) অসৎ কাজ হতে বিরত রাখা (৩) পুরাতন কাপড় পরিধান করা। হযরত ওসমান (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। আমার নিকটও তিনটি জিনিস প্রিয়ঃ (১) অন্নহীনকে অন্ন দান করা (২) বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করা (৩) কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা। হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। আমার নিকটও তিনটি জিনিস প্রিয়ঃ (১) মেহমানের মেহমানদারী করা (২) গরমকালে রোজা রাখা (৩) শত্রুর উপর তলোয়ার চালানো। ইতিমধ্যে হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাশরীফ এনে আরজ করলেন, আল্লাহ্তাআ'লা আমাকে এই বলে প্রেরণ করেছেন, আমি যদি দুনিয়াবাসীদের মধ্যে হতাম তবে কি পছন্দ করতাম? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন বলুন! হযরত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, (১) পথহারা মানুষদেরকে সরল পথের (দ্বীনের) সন্ধান দেয়া (২) গরীব এবাদতকারীগনকে ভালবাসা (৩) সন্তান সন্ততি সম্পন্ন গরীব লোকদেরকে সাহায্য করা। আল্লাহ্তাআ'লার নিকটও বান্দার তিনটি কাজ অতি প্রিয়ঃ (১) সর্বশক্তিকে (জান ও মাল) আল্লাহ্তাআ'লার রাস্তায় খরচ করা (২)

নিজের পাপের জন্য লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্তাআ'লার দরবারে কান্নাকাটি করা (৩) অন্ন কষ্টের সময় সবর করা, আল্লাহ্তাআ'লার দরবারে অভিযোগ না করা। (ফাজায়েলে আমল, পৃষ্টা ৬১)

## চার এর হাদীস

► যিনা চার প্রকারঃ (১) দুই চক্ষুর যিনা হল দৃষ্টিপাত করা (২) মুখের যিনা হল অশোভন উক্তি (৩) নফসের যিনা হল যিনার ইচ্ছা প্রকাশ করা (৪) সবশেষে যৌনাঙ্গ তা সত্য/মিথ্যায় পরিণত করে। (আবু দাউদ ২১৪৯)

► চারটি গুণ যার মধ্যে আছে, তখন দুনিয়ার সব কিছু একজন মানুষের থেকে চলে গেলেও তাতে তার কোন ক্ষতি নাইঃ (১) আমানত রক্ষা করা (২) সত্য কথা বলা (৩) উত্তম চরিত্র (৪) খানাপিনায় সতর্কতা অবলম্বন করা। (মিশকাত ৪৯৯৪) (বায়হাকী)

► চারটি বড় কবীরা গুনাহ্ঃ (১) আল্লাহ্তাআ'লার সাথে কাউকে শরীক করা (২) পিতা-মাতার নাফরমানী করা (৩) কাউকে হত্যা করা (৪) মিথ্যা কসম করা। (বুখারী ৬২১৯)

► চারটি স্বভাব যার মধ্যে আছে, সে মুনাফিক অথবা যার মধ্যে এ চারটি স্বভাবের কোন একটা থাকে তার মধ্যেও মুনাফিকীর একটা স্বভাব থাকে, যে পর্যন্ত না সে উহা পরিত্যাগ করেঃ (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন সে ওয়াদা করে তখন তা ভঙ্গ করে (৩) যখন সে কোন কিছু আমানত রাখে তাতে সে খেয়ানত করে (৪) যখন সে ঝগড়া করে তখন অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। (বুখারী ২২৯৭)

► চার প্রকারের ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্তাআ'লার লা'নতঃ (১) যে সূদ খায় (২) যে সূদ দেয় (৩) যে সূদের দলিল লিখে (৪) যে দুইজন সূদের স্বাক্ষী হয়। (মুসলিম ৩৯৪৭)

► চার জিনিস যাকে দান করা হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্ব প্রকার কল্যাণ দান করা হয়েছেঃ (১) শোকরকারী অন্তর (২) আল্লাহ্তাআ'লার যিকিরকারী জিহ্বা (৩) বিপদে ধৈর্যশীল শরীর (৪) এমন বিবি, যে আপন ইজ্জত ও স্বামীর মালের ব্যাপারে কখনও খেয়ানত করে না। (মিশকাত ৩১৩৩) (বায়হাকী)

► জনৈক সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মক্কা থেকে মদীনায় এলেন, তখন লোকেরা তার নিকট দ্রুত যেতে লাগল। আমি সর্ব প্রথম তার জবান মোবারক থেকে যে বাণী শুনেছি তা এই যে, হে লোক সকল (১) সালামের ব্যাপক প্রচলন কর (২) অপরকে খানা খাওয়াও (৩) আত্মীয়তার



সম্পর্ক বজায় রাখ (৪) লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন রাতের বেলা সালাত আদায় কর। তবেই তোমরা শান্তিতে বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে। (ইবনে মাজা ৩২৫১)

► আমি কি তোমাদেরকে মুমিনের সংজ্ঞা জানিয়ে দিব না? (১) মুমিন সেই ব্যক্তি, যাকে মানুষ তাদের সম্পদ ও জীবনের জন্য নিরাপদ মনে করে (২) মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে মানুষ শান্তিতে থাকে (৩) মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্তাআ'লার অনুসরনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় (৪) মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে অন্যায় অপরাধ ও গুনাহ্ পরিত্যাগ করে। (মুসনাদে আহ্মদ ৮৮)

## পাঁচ এর হাদীস

► পাঁচ ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়ঃ (১) মজলুমের (অত্যাচারিতের) দোয়া, যতক্ষন না সে প্রতিশোধ গ্রহন করে (২) হাজীর দোয়া, যতক্ষন না সে বাড়ী ফিরে (৩) জিহাদকারীর দোয়া, যতক্ষন না সে বসে পড়ে (৪) রোগীর দোয়া, যতক্ষন না সে ভাল হয় (৫) মুসলমান ভাইয়ের দোয়া মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে। (মিশকাত ২১৫৩) (বায়হাকী)

► রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, কে আছে যে আমার নিকট হতে এই কথাগুলো শিখবে? **অতঃপর এর উপর আমল করবে কিংবা ঐসব লোককে শিক্ষা দিবে যারা এর উপর আমল করবে?** হযরত আবু হোরায়রা (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) বলেন, আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি তৈরী আছি। তিনি মুহাব্বতের সাথে আমার হাত তার হাত মুবারকের ভিতর নিলেন এবং গুণে গুণে পাঁচটি উপদেশ দিলেনঃ (১) আল্লাহ্তাআ'লা যা হারাম করেছেন তা হতে বেঁচে থাক, তবে তুমি হবে উত্তম ইবাদতকারী (২) আল্লাহ্তাআ'লা তোমার তাক্বদীরে যা বণ্টন করে রেখেছেন তার উপর খুশী থাক, তবে তুমি হবে সর্বাপেক্ষা ধনবান (৩) তোমার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর, তবে তুমি হবে পূর্ণ ঈমানদার (৪) তোমার নিজের জন্য যা পছন্দ কর অপরের জন্যও তা পছন্দ কর, তবে তুমি হবে পূর্ণ মুসলমান (৫) অধিক হাসবে না, কারন অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে। (তিরমিযী ২৩০৮)

► পাঁচটি অবস্থা আসার পূর্বে পাঁচটি অবস্থাকে গণীমত মনে করাঃ (১) বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে (২) অসুস্থতা আসার পূর্বে সুস্থতাকে (৩) দারিদ্রতা আসার পূর্বে ধনাঢ্যতাকে (৪) ব্যস্ততা আসার পূর্বে অবসর সময়কে (৫) মৃত্যু আসার পূর্বে হায়াতকে। (মিশকাত ৪৯৪৭) (তিরমিযী)

► পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত কিয়ামতের দিন কোন আদম সন্তান একটুও নড়তে পারবেনাঃ (১) তার বয়স কি কাজে খরচ করেছে? (২) তার যৌবনকাল কি কাজে খরচ করেছে? (৩) তার ধনদৌলত কিভাবে অর্জন করেছে? (৪) তার ধনদৌলত কিভাবে খরচ করেছে? (৫) যে পরিমান এলেম হাসিল করেছিল সে অনুযায়ী কি আমল করেছে? (তিরমিযী ২৪১৯)

► পাঁচটি বিষয় হল গায়েবের কুঞ্জি, যা আল্লাহ্তাআ'লা ছাড়া কেউ জানেনাঃ (১) কেউ জানেনা যে আগামীকাল কি ঘটবে? (২) কেউ জানেনা যে মায়ের গর্ভে কি আছে? (৩) কেউ জানেনা যে সে আগামীকাল কি অর্জন করবে? (৪) কেউ জানেনা যে সে কোথায় মারা যাবে? (৫) কেউ জানেনা যে কখন বৃষ্টি হবে? (বুখারী ৯৮২)

## ছয় এর হাদীস

► মুসলমানের উপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছেঃ (১) তার সালামের উত্তর দেয়া (২) রোগীকে দেখতে যাওয়া (৩) জানাযায় যোগদান করা (৪) দাওয়াত কবুল করা (৫) হাঁচির উত্তর দেয়া (৬) মঙ্গল কামনা করা। (বুখারী ১১৬৮)

► মুসলমানের উপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছেঃ (১) যখন তার সাথে দেখা হবে তাকে সালাম দিবে (২) সে তোমাকে ডাকলে তার ডাকে সাড়া দিবে (৩) যখন সে হাঁচি দিবে তখন উত্তর দিবে (৪) সে অসুস্থ হলে খোজ খবর নিবে (৫) তার মৃত্যু হলে জানাযার সাথে যাবে (৬) নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তার জন্যও তা পছন্দ করবে। (মুসলিম ৫৪৮৮)

► তোমরা নিজেদের ব্যাপারে আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহন কর, আমি তোমাদের জন্য বেহেশতের দায়িত্ব গ্রহন করতেছি ঃ (১) যখন তোমাদের মধ্যে কেহ কথা বলবে, তখন মিথ্যা বলবে না (২) যখন ওয়াদা করবে, তখন ওয়াদা ভঙ্গ করবে না (৩) যখন কারো নিকট আমানত রাখা হবে, তখন আমানতের খেয়ানত করবে না (৪) সর্বদা নিজের দৃষ্টিকে হারাম দেখা থেকে অবনত রাখবে (৫) সর্বদা নিজের হাতকে (অন্যায়ভাবে মারপিট ইত্যাদি থেকে) বিরত রাখবে (৬) নিজের লজ্জাস্থানের হিফাজত করবে। (মুস্তাখাব হাদীস পৃষ্ঠা ৮৩৮)

## সাত এর হাদীস

► রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু হোরায়রা (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) কে সাতটি ধংসকারী বিষয় থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলেনঃ (১) আল্লাহ্তা'য়ালার সঙ্গে কাউকে শরীক করা (২) যাদু করা (৩) আল্লাহ্তা'য়ালা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে শরীয়ত সম্মত কারন ছাড়া হত্যা করা (৪)



সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের ধনদৌলত আত্মসাৎ করা (৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসা (৭) সরল প্রকৃতির সতী মুমিন নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া। (বুখারী ২৫৭৮)

► সাত ব্যক্তি শহীদঃ (১) যে মহামারীতে মারা গিয়েছে (২) যে পেটের অসুখে মারা গিয়েছে (৩) যে পানিতে ডুবে মারা গিয়েছে (৪) যে দেয়াল চাপা পড়ে মারা গিয়েছে (৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ্তাআ'লার রাস্তায় যুদ্ধ করে মারা গিয়েছে (৬) যে ব্যক্তি পুড়ে মারা গিয়েছে (৭) যে মহিলা সন্তান প্রসবের সময় মারা গিয়েছে। (বুখারী ৬২২)

► রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু যর (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) কে সাতটি কাজের নির্দেশ দিলেনঃ (১) গরীব/মিসকিনদের ভালবাসার এবং তাদের নৈকট্য লাভের (২) আমি যেন ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাই যে আমার চেয়ে নিম্নস্তরের এবং ঐ ব্যক্তির দিকে না তাকাই যে আমার চেয়ে উচুস্তরের (৩) আমি যেন আত্মীয় স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করি, যদিও তারা উহাকে ছিন্ন করে (৪) আমি যেন কারো নিকট কোন জিনিসের সওয়াল না করি (কিছু না চাই) (৫) আমি যেন সর্বদা ন্যায়/সত্য কথা বলি যদিও উহা তিক্ত হয় (৬) আমি যেন আল্লাহ্তাআ'লার (দ্বীনের) ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করি (৭) আমি যেন অধিকাংশ সময় **"লা-হাওলা ওয়ালা- কুওয়্যাতা ইল্লা- বিল্লা-হ"** পড়ি, কেননা এই কথাগুলি আরশের নীচের কোষাগার হতে আগত। (মিশকাত ৫০২৯)

► আল্লাহ্তাআ'লা সাত প্রকারের ব্যক্তিকে কিয়ামতের ময়দানে নিজের আরশের ছায়াতলে জায়গা দিবেনঃ (১) ন্যায়পরায়ন শাসক (২) সেই যুবক যে নিজের যৌবন কাল আল্লাহ্তাআ'লার ইবাদতে অতিবাহিত করেছে (৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে, মসজিদ থেকে বের হলে পুনরায় মসজিদে আসার ফিকিরে থাকে (৪) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহ্তাআ'লার ওয়াস্তে পরস্পর সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়, আবার আল্লাহ্তাআ'লার ওয়াস্তে পরস্পর পৃথক হয় (৫) ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্তাআ'লাকে স্মরণ করে, আর তার চক্ষুদ্বয় হতে অনবরত পানি পড়তে থাকে (৬) ঐ ব্যক্তি যাকে কোন ভাল বংশীয়, সুন্দরী, কুমারী নারী মন্দ কাজের জন্য আহবান করে, আর সে বলে আমি আল্লাহ্তাআ'লাকে ভয় করি (৭) ঐ ব্যক্তি যে এমন ভাবে গোপনে সদ্কা/দান করে যে বাম হাত পর্যন্ত জানেনা যে ডান হাতে কি সদ্কা/দান করেছে। (বুখারী ১৩৪০)

## নয় এর হাদীস

► আল্লাহ্তাআ'লা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নয়টি উপদেশ দিলেনঃ (১) প্রকাশ্যে/গোপনে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্তাআ'লাকে ভয় করা (২)

খুশি/নাখুশি সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলা (৩) ধনাঢ্যতা/দারিদ্রতা (সর্বাবস্থায়) মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা (৪) যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা (৫) যে বঞ্চিত করে তাকে দান করা (৬) যে জুলুম করে তাকে ক্ষমা করা (৭) নীরবতায় আল্লাহ্তাআ'লার ধ্যানে মগ্ন থাকা (৮) সব কথা যেন আল্লাহ্ তাআ'লার যিক্র হয় (৯) সব দৃষ্টি যেন উপদেশমূলক হয়। (মিশকাত ৫১২৬)

### দশ এর হাদীস

► মদের সাথে সংযুক্ত ১০টি লানতঃ (১) যে মদ তৈরী করে (২) যে মদ তৈরীর আদেশ দেয় (৩) যে মদ পান করে (৪) যে মদ বহন করে (৫) যার জন্য মদ বহন করা হয় (৬) যে মদ পান করায় (৭) যে মদ বিক্রি করে (৮) যে মদের মূল্য ভোগ করে (৯) যে মদ ক্রয় করে (১০) যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়। (মিশকাত ২৬৫৬) (তিরমিযী)

## ২২. মহিলাদের জন্য কতিপয় মূল্যবান/ উপদেশমূলক হাদীস শরীফ

**হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ**

► যে মহিলা আল্লাহ্তাআ'লা এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোন মাহরাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে একদিন ও এক রাত্রির পথ সফর করা জায়িয নয়। (বুখারী ১০২৭)

► পুরুষের উপর মেয়েলোক অপেক্ষা অন্য কোন বড় ফিত্না আমি রেখে গেলাম না। (বুখারী ৪৭২৫)

► কোন স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোজা রাখবে না। (বুখারী ৪৮১৩)

► যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সাথে একই বিছানায় শোয়ার জন্য ডাকে, আর তার স্ত্রী অস্বীকার করে, তবে সকাল পর্যন্ত ফিরিশ্তারা ঐ মহিলার উপর লানত বর্ষন করতে থাকে। (বুখারী ৪৮১৪)

► যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর বিছানা ছেড়ে অন্যত্র রাত্রি যাপন করে এবং যতক্ষন না সে তার স্বামীর বিছানায় ফিরে আসে, ততক্ষন পর্যন্ত ফিরিশ্তারা ঐ মহিলার উপর লানত বর্ষন করতে থাকে। (বুখারী ৪৮১৫)



► মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। জনৈক আনসার জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) দেবরের ব্যাপারে কি নির্দেশ? তিনি উত্তর দিলেন, দেবর মৃত্যুতুল্য। (বুখারী ৪৮৫২)

► মাহরামের উপস্থিতি ছাড়া কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার স্ত্রী হজ্জ করার জন্য বেরিয়ে গেছে এবং অমুক জিহাদের জন্য আমার নাম তালিকাভূক্ত হয়েছে। তিনি বললেন, ফিরে যাও এবং নিজের স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর। (বুখারী ৪৮৫৩)

► একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদেরকে বললেন, হে মহিলা সমাজ, তোমরা বেশী বেশী দান-সদ্কা কর এবং ইস্তেগফার/তওবা কর। কেননা আমি তোমাদের অধিকাংশকে দোজখে দেখেছি (অর্থাৎ দোজখে বেশীর ভাগই মহিলাদেরকে দেখেছি) এ সময় তাদের মধ্য থেকে এক বুদ্ধিমতী নারী বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মহিলা কেন দোজখী? তিনি বললেন, তোমরা খুব বেশী অভিশাপ দিয়ে থাক এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। আমি তোমাদের চাইতে আর কাউকে জ্ঞান/বুদ্ধি ও দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে অপরিপক্ষ দেখিনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তোমরা বিচক্ষণ ব্যক্তিদের জ্ঞান বুদ্ধি হরণ করে থাক। ঐ নারী পুনরায় বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দ্বীনদারীতে কি অপরিপক্ষতা আছে? তিনি বললেন, তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দ্বীনদারীর অপরিপক্ষতা হল এই, দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান, এটাই তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দ্বীনদারীর অপরিপক্ষতার নিদর্শন। আর ঋতু অবস্থার দিনগুলোতে তোমাদের কেউ নামাযও পড়তে পারেনা এবং রমযানের রোযাও রাখতে পারেনা। এটাই তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দ্বীনদারীর অপরিপক্ষতা। (মুসলিম ১৪৯)

► মেয়েদেরকে বিবাহ করার ব্যাপারে চারটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। তার অর্থ/সম্পদ, সৌন্দর্য, বংশ মর্যাদা এবং দ্বীনদারী। তোমরা দ্বীনদারী বিচার করে বিয়ে কর। তাহলে শান্তি লাভ করতে পারবে। (মুসলিম ৫৪১৯)

► যে মহিলারা কাপড় পরেও উলঙ্গ, তারা নিজেরাও বিপথগামী এবং অন্যদেরকেও বিপথগামী করছে। তাদের মাথা বুখতী উটের কুঁজের মত একদিকে ঝুকানো। তারা না বেহেশ্তে যেতে পারবে, আর না বেহেশ্তের সুঘ্রাণ পাবে, যদিও বেহেশ্তের সুঘ্রাণ বহু দূর থেকে পাওয়া যায়। (মুসলিম ৫৪১৯)

► সাবধান কোন পুরুষ যেন কোন বিবাহিত মহিলার সাথে রাত্রি যাপন না করে। কিন্তু সে যদি তার স্বামী অথবা মুহরিম হয়ে থাকে তাহলে কোন দোষ নেই। (মুসলিম ৫৫১০)

► আমি আমার পরে মানুষের মধ্যে যে সব ফিত্না (অরাজকতা) রেখে গেলাম তার মধ্যে পুরুষদের জন্য নারীদের ফিত্না অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিকর ও মারাত্মক ফিত্না আর কিছু নেই। (মুসলিম ৬৭৪৯)

► রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট হযরত উম্মু সালামা এবং হযরত মাইমুনা (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহুমা) বসা ছিলেন। এমন সময় সেখানে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা তার থেকে পর্দা কর। উম্মু সালামা (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহা) বললেন, তিনি তো অন্ধ। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা দুজন কি অন্ধ হয়ে গেছ? তোমরা কি তাকে দেখছ না? (তিরমিযী ২৭৭৮)

► প্রতিটি চোখ ব্যভিচারী। কোন মহিলা যদি আতর (খুশবু) লাগিয়ে কোন মজলিশের পাশ দিয়ে যায় তবে সে হল এমন অর্থাৎ ব্যভিচারিনী। (তিরমিযী ২৭৮৬)

► আমি যদি কাউকে সিজদা করতে বলতাম, তবে আমি স্ত্রীলোকদেরকে বলতাম তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করতে। আর তা এজন্য যে, আল্লাহ্তাআ'লা স্বামীদেরকে স্ত্রীলোকদের উপর মর্যাদা দান করেছেন। (আবু দাউদ ২১৩৭)

► কবর যিয়ারতকারিনী মহিলাদের উপর লা'নত করেছেন। আর যারা কবরের উপর মসজিদ বানায় এবং বাতি জালায়, তিনি তাদের উপরও লানত করেছেন। (আবু দাউদ ৩২২২)

## ২৩. ঈমান

### ঈমানের ৭৭টি শাখা

### অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত ৩০টি

(১) আল্লাহ্তাআ'লাকে বিশ্বাস করা (২) আল্লাহ্তাআ'লা ছাড়া অন্য সব কিছুকে তারই সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করা (৩) ফিরিশ্তাগনের প্রতি বিশ্বাস করা (৪) আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস করা (৫) সকল নবী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস করা (৬) তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস করা (৭) কিয়ামত/বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস করা (৮) জান্নাত/বেহেশ্তের উপর বিশ্বাস করা (৯) জাহান্নাম/দোযখের উপর বিশ্বাস করা (১০) আল্লাহ্তাআ'লাকে ভক্তি ও মুহাব্বত করা (১১) আল্লাহ্তাআ'লার সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের প্রতি ভালবাসা ও শত্রুতা পোষণ করা (১২) হযরত



মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা (১৩) সকল কাজে হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নতের অনুকরন ও অনুসরন করা (১৪) যে কোন কাজ ইখলাসের সাথে অর্থ্যাৎ শুধু আল্লাহ্তাআ'লার সন্তুষ্টির জন্য করা (১৫) রিয়াকারী (লোক দেখানো) মুনাফিকী (ভন্ডামী, কপটতা) পরিত্যাগ করা (১৬) সব সময় অন্তরে আল্লাহ্তাআ'লার ভয় রাখা (১৭) আল্লাহ্তাআ'লার রহমতের আশা রাখা (১৮) কখনও কোন গুনাহের কাজ হয়ে গেলে সাথে সাথেই তাওবাহ করা ও অনুতপ্ত হওয়া (১৯) সর্বদা কথায় ও কাজে আল্লাহ্তাআ'লার নিয়ামতের শুকর করতে থাকা (২০) বৈধ ওয়াদা পালন করা (২১) শাহওয়াতকে (কামরিপু) দমন করা (২২) বিপদাপদ ও বালা মুসিবতে ধৈর্য্য ধারন করা (২৩) আল্লাহ্তাআ'লা যখন যে অবস্থায় রাখেন সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা (২৪) বিনয়ী হওয়া (নিজেকে ছোট মনে করা) (২৫) বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা (২৬) গর্ব ও অহংকার পরিত্যাগ করা (২৭) হিংসা/বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা (২৮) রাগ/ক্রোধ দমন করা (কারো সাথে মনোমালিন্য না রাখা) (২৯) দুনিয়ার মুহাব্বত (ধন সম্পদ ও মান সম্মান ইত্যাদি) না রাখা (৩০) লজ্জা থাকা।

### যবানের সাথে সম্পৃক্ত ৭টি

(৩১) আল্লাহ্তাআ'লার একত্ব মুখে স্বীকার করা (কালিমায়ে ত্বইয়্যেবা পড়তে থাকা) (৩২) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা (৩৩) দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা করা (৩৪) দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা দেয়া ও দ্বীনের প্রচার করা (৩৫) দোয়া করা (সকল প্রকার প্রয়োজনে একমাত্র আল্লাহ্তাআ'লার কাছেই প্রার্থনা করা) (৩৬) আল্লাহ্তাআ'লার যিক্র করা (সব সময়, সব কাজে আল্লাহ্তাআ'লাকে স্মরণ রাখা ও আলোচনা করাও যিক্রের অন্তর্ভূক্ত) (৩৭) বাহুল্য কথা-বার্তা (বলা ও শোনা) হতে দূরে থাকা।

### কর্মের সাথে সম্পৃক্ত ৪০টি

(৩৮) পাক পবিত্র ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা (৩৯) ছতর (পুরুষের নাভীর উপর হতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ও মহিলাদের আপাদমস্তক সমস্ত শরীর) ঢেকে রাখা (৪০) নামাযে লিপ্ত (এস্তেকামাত) থাকা (৪১) যাকাত ও সদ্কায়ে ফিত্র (দান/সদ্কা) দেয়া (৪২) দাস/দাসীকে মুক্তি দেয়া (৪৩) দানশীল (উদার মনের অধিকারী) হওয়া (৪৪) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা, শিক্ষা করা/শিক্ষা দেয়া (৪৫) রোজা রাখা (৪৬) হজ্ব করা (৪৭) হিজরত করা (যে দেশে/সমাজে থেকে

দ্বীন/ঈমান রক্ষা করা যায়না, শরীয়তের উপর পুরাপুরি চলা যায়না, সেই দেশ বা সমাজ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া) (৪৮) আল্লাহ্তাআ'লার (সন্তুষ্টির) জন্য কোন মানত করলে তা পুরা করা (৪৯) আল্লাহ্তাআ'লার নামে কোন জায়িয কাজে কসম করলে তা পুরা করা (৫০) আল্লাহ্তাআ'লার নামে কসম করে তা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা আদায় করা (নাজায়িয কাজের কসম করলে, তা ভঙ্গ করে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে) (৫১) কাম-রিপু (যৌন চাহিদা) প্রবল হলে বিবাহ করে চরিত্র রক্ষা করা (৫২) স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন এবং অধীনস্থদের হক (প্রাপ্য) আদায় করা (৫৩) মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা (৫৪) ছেলেমেয়েদের লালন-পালন করা এবং তাদেরকে দ্বীনি ইল্ম শিক্ষা দেয়া (৫৫) আত্মীয় স্বজনের হক (প্রাপ্য) আদায় করা এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা (৫৬) আল্লাহ্তাআ'লার হুকুমের বিপরীত নয় এমন সব বিষয়ে মনিবের অনুগত থাকা। উস্তাদ, পীর ও মুরুব্বীর অনুগত থাকা (৫৭) দাস-দাসী ও অধীনস্থদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা (৫৮) নেতৃবৃন্দ ও দায়িত্বশীলগণ ন্যায় পরায়ন ও প্রজাবৎসল হওয়া (৫৯) আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভূক্ত থাকা (৬০) পরোপকার ও মানব কল্যাণে নিয়োজিত থাকা (৬১) মুসলমান বাদশাহ/নেতার নির্দেশ পালন করা, ইসলামী রাষ্ট্রে রাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা (৬২) সৎ কাজে সহযোগিতা ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করা (৬৩) বাদশাহ/ক্ষমতাশালীগন শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তির বিধান দেয়া (৬৪) ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা করা ও ইসলাম প্রসার করা (৬৫) আমানত রক্ষা করা (৬৬) অভাবীকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করা (৬৭) ঋণ থাকলে পরিশোধ করা এবং পরিশোধের পূর্বে পরিশোধ করার দৃঢ় ইচ্ছা রাখা (৬৮) পাড়া-প্রতিবেশীর উপকার করা এবং তারা কোন প্রকার কষ্ট দিলে বা ক্ষতি করলে তা অম্লান বদনে সহ্য করা (৬৯) কাজ-কারবার, লেন-দেন পরিস্কার রাখা। নিজের পাওনা আদায় করতে কঠোরতা ও পরের দেনা পরিশোধ করতে শিথিলতা না করা (৭০) মাপে কম/বেশি না করা, পণ্যে ভেজাল না দেয়া (৭১) বৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন করা (৭২) সম্পদের সদ্ব্যবহার করা (৭৩) সালামের উত্তর দেয়া, হাঁচির উত্তর দেয়া (৭৪) অনর্থক কাউকে কষ্ট না দেয়া বা কারো ক্ষতি না করা (৭৫) অবৈধ খেলাধুলা, রং-তামাশা ইত্যাদি হতে বেঁচে থাকা (৭৬) হজ্ব ও কুরবানী করা (৭৭) রাস্তায় কোন কষ্টদায়ক জিনিস দেখলে তা সরিয়ে ফেলা। (পবিত্র কুরআন ও দ্বীন শিক্ষায় নূরানী পদ্ধতি, পৃষ্টা ১২৬-১২৮)



## ২৪. কবীরা গুনাহ সমূহ

(১) মানুষ হত্যা করা (২) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া বা কষ্ট দেয়া (৩) যিনা করা (৪) পায়ু মৈথুন করা (৫) হস্ত মৈথুন করা (৬) সম মৈথুন করা (৭) পশুর সাথে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া (৮) হায়েজ নিফাস অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করা (৯) গায়রে মাহরাম (যাদের সাথে শরীয়তসম্মত ভাবে বিবাহ বৈধ) মেয়েলোকের সাথে একান্তে বসা (১০) বিনা প্রমানে কারো প্রতি তোহ্মত (মিথ্যা অপবাদ) দেয়া (১১) গীবত করা (১২) গীবত শোনা (১৩) অন্যের দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান করা/প্রকাশ করা (১৪) কারো প্রতি খারপ ধারনা রাখা (১৫) চোগলখুরী/কুটনামী করা (১৬) এতীমের মালসম্পদ আত্মসাৎ করা (১৭) আমানতের খিয়ানত করা (১৮) প্রাপ্য আদায়ে কৃপনতা/দেরী করা (১৯) চুরি করা (২০) কারো জান-মাল বা সম্মান হানী করা (২১) হাসি ঠাট্টা করে কাউকে অপমানিত করা (২২) সুদ খাওয়া/দেয়া (২৩) ঘুষ নেয়া/দেয়া (২৪) মাপে কম/বেশী করা (২৫) পণ্যমূল্যের উর্ধগতি দেখে আনন্দিত হওয়া (২৬) মুসলমানগন অভাব/অনটন বা পণ্যমূল্যের উর্ধগতিতে পতিত হলে আনন্দিত হওয়া (২৭) জুয়া খেলা (প্রচলিত লটারী জুয়ারই পরিবর্তিত নাম) (২৮) সম্পদের অপচয় করা (২৯) মিথ্যা বলা (৩০) ওয়াদা ভঙ্গ করা (৩১) সত্য সাক্ষ্য গোপন করা (৩২) অন্যায় বিচার করা (৩৩) একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমবণ্টন/সমতা বজায় না রাখা (৩৪) জুলুম/অত্যাচার করা (৩৫) জালিমের প্রশংসা/তোষামোদ করা (৩৬) ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অসৎ কাজে বাধা না দেয়া (৩৭) গান/বাদ্য ও নৃত্য করা (৩৮) লোকের সামনে সতর (পুরুষের নাভীর উপর হতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ও মহিলাদের আপাদমস্তক সমস্ত শরীর) খোলা রাখা (৩৯) অন্যের সতরের দিকে তাকানো (৪০) কাফিরদের রীতি/নীতি ও চাল/চলন পছন্দ করা (৪১) অপরের ঘরে উঁকি দেয়া (৪২) বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে প্রবেশ করা (৪৩) জ্যোতিষী/গণকের কথা বিশ্বাস করা (৪৪) প্রিয়জনের মৃত্যুতে বিলাপ করে কাঁদা (৪৫) কোন মুসলমানকে কাফির বলা (৪৬) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি স্বেচ্ছায় অসত্যারোপ করা (৪৭) কোন সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) কে মন্দ বলা (৪৮) হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) কে হযরত আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লা-হু আ'নহু) অপেক্ষা শ্রেষ্ট মনে করা (৪৯) আলিম ও হাফিজগনকে মন্দ বলা (৫০) কুরআন শরীফ পড়ে ভুলে যাওয়া (৫১) ইল্ম অনুযায়ী আমল না করা (৫২) দায়ুসী করা (অধীনস্থ লোকদের হারাম কাজে লিপ্ত করা বা তাতে রাজি থাকা) (৫৩) কাউকে হারাম/পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করা বা সহযোগিতা করা (৫৪) যাদু শিক্ষা করা/শিক্ষা দেয়া এবং যাদু করা (৫৫)

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা (৫৬) যিহার (স্ত্রীকে মা/বোন/মাহরামের সাথে তুলনা করা) করা (৫৭) দান করে খোটা দেয়া বা কষ্ট দেয়া (৫৮) কারো বংশের উপর দোষারোপ করা (৫৯) তাক্বদীরকে অবিশ্বাস করা (৬০) আল্লাহ্তাআ'লার আযাব হতে নির্ভয় হওয়া/তার রহমত হতে নিরাশ হওয়া (৬১) পুরুষদেরকে খাসী ও মেয়েলোকদেরকে বন্ধ্যা করা (৬২) কারো অঙ্গচ্ছেদ করা/ভীষণ কষ্ট দেয়া (৬৩) আত্মহত্যা করা (নিজের শরীরের কোন অঙ্গ ধংস/অকেজো করে ফেলা আত্মহত্যা অপেক্ষা অধিকতর গুনাহ) (৬৪) কোন প্রাণীকে আগুনে জালানো (তবে অনিষ্টকারী পোকা/মাকড় বা জীবজন্তুর উপদ্রব হতে রক্ষা পাওয়ার অন্য কোন উপায় না থাকলে পোড়ানোতে দোষ নেই) (৬৫) ডাকাতি করা (৬৬) মৃত জন্তুর গোশত খাওয়া (৬৭) শুকরের গোশত খাওয়া (৬৮) কোন ভ্রান্ত মতবাদ/ভ্রষ্টতার দিকে লোকদেরকে আহবান করা/কোন কুপ্রথা চালু করা (৬৯) লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি গর্বভরে টাখনুর নিচ পর্যন্ত পরিধান করা (৭০) পেশাবের ছিটাফোঁটা থেকে সতর্কতার সহিত না বাঁচা (৭১) আমীরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা (৭২) তলোয়ার, চাকু, বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদি দ্বারা মেরে ফেলার জন্য কোন মুসলমানের প্রতি ইঙ্গিত করা (৭৩) ঝগড়া, কলহ ও মারপিটে অভ্যস্থ হওয়া (৭৪) উপকারীর উপকার স্বীকার না করা (৭৫) খাদ্যদ্রব্যকে মন্দ বলা/সমালোচনা করা (৭৬) দ্বীনের উপর দুনিয়ার প্রাধান্য দেয়া (৭৭) মহিলাগণ বেপর্দা/খোলামেলা চলাফিরা করা (৭৮) কাবা শরীফে যে কোন গুনাহের কাজ করা (৭৯) সগীরা গুনাহকে বারবার করতে থাকা (৮০) যে কোন সগীরা গুনাহকে সাধারন মনে করা। ইত্যাদি ইত্যাদি। (পবিত্র কুরআন ও দ্বীন শিক্ষায় নূরানী পদ্ধতি , পৃষ্টা ১৩২-১৩৪)

**গুনাহের দশটি ক্ষতি**

মাজলিসুল আবরার কিতাবে ফকীহ্ আবু লাইস সমরকন্দী (রহমাতুল্লা-হি আ'লাইহি) প্রত্যেক গুনাহের মধ্যে দশটি বড় বড় ক্ষতির দিক উল্লেখ করেছেন (১) আল্লাহ্তাআ'লাকে নাখোশ করা (২) অভিশপ্ত ইবলিশের মত শত্রুকে খুশি করা (৩) নিজের জানের উপর জুলুম করা (৪) নিজেকে বেহেশ্ত থেকে দূরবর্তী করা (৫) নিজেকে দোজখের নিকটবর্তী করা (৬) নিজের পবিত্র আত্মাকে অপবিত্র করা (৭) নিজের রক্ষনকারী ফিরিশ্তাকে কষ্ট দেয়া (৮) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) কে পেরেশান করা/কষ্ট দেয়া (৯) রাত্র-দিন এবং আসমান-জমীনকে নিজের গুনাহের উপর সাক্ষী বানানো (১০) গোটা পৃথিবীর সাথে খিয়ানত করা (কেননা গুনাহের কারনে পৃথিবীর চতর্দিকে আযাব ছড়িয়ে পড়ে)। (গুনাহের অশুভ পরিণতি, পৃষ্টা ৪৫)



## ২৫. কয়েকটি পরিভাষার ব্যাখ্যা (ঈমান, মুমিন, ইসলাম, মুসলমান/মুসলিম, কুফ্র, কাফের, শির্ক, মুশরিক, নেফাক/মুনাফেকী, মুনাফেক, মুলহিদ/যিন্দীক, মুরতাদ, ফাসেক ও আক্বীদা)

➔ **ঈমান** ঃ ঈমান শব্দের শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস করা, স্বীকার করা, ভরসা করা, নিরাপত্তা প্রদান করা ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলা হয় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক আনীত ঐ সকল বিষয়াদি যা স্পষ্ট ভাবে এবং অবধারিত রূপে প্রমানিত, ঐ সমূদয়কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি আস্থাশীল হয়ে বিশ্বাস করা এবং মুখে তা স্বীকার করা, আর কোরআন/হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মতের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মের অবধারিত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করা। **সংক্ষেপে ও সাধারন ভাবে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়।**

➔ **মু'মিন** ঃ যার মধ্যে ঈমান আছে তাকে **মু'মিন** বলা হয়।

➔ **ইসলাম** ঃ ইসলাম শব্দের শাব্দিক অর্থ মেনে নেয়া, আনুগত্য করা। শরীয়তের পরিভাষায় ইসলাম বলা হয় ঈমান সহ আল্লাহ্ ও তার রাসূল (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনুগত্যকে মেনে নেয়া। **সংক্ষেপে ও সাধারন ভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক আনীত ধর্মকে ইসলাম বলা হয় বা ধর্মীয় কর্মকে ইসলাম বলা হয়।** (ঈমান ও ইসলাম শব্দ দুটি সমার্থবোধক ভাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে)

➔ **মুসলমান/মুসলিমঃ** ইসলাম ধর্মের অনুসারীকে **মুসলমান/মুসলিম** বলা হয়।

➔ **কুফ্রঃ** যে সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখাকে ঈমান বলা হয়, প্রকাশ্যে তার কোন কিছুকে মুখে অস্বীকার করা বা তার প্রতি বিশ্বাস না রাখা হল **কুফ্র**।

➔ **কাফেরঃ** যার মধ্যে কুফ্র থাকে সে হল **কাফের**।

➔ **শির্কঃ** আল্লাহ্তাআ'লার জাত (সত্ত্বা), তার ছিফাত (গুণাবলী) এবং তার ইবাদতে কাউকে শরীক বা অংশীদার বানানো হল **শির্ক**।

➔ **মুশ্রিকঃ** যে শির্ক করে তাকে **মুশ্রিক** বলা হয়।

➔ **নেফাক/মুনাফেকীঃ** মুখে ঈমান প্রকাশ করা, প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করা অথচ অন্তরে কুফ্র প্রচ্ছন্ন রাখা, এরূপ কপটতাকে বলা হয় **নেফাক/মুনাফেকী**।

➔ **মুনাফেক** ঃ যে মুনাফেকী করে তাকে বলা হয় **মুনাফেক**।

➔ **মুলহিদ/যিন্‌দীক ঃ** যে মৌলিক ভাবে ও প্রকাশ্যে ইসলাম এবং ঈমান এর অনুসারী কিন্তু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি অবধারিত বিষয়গুলোর এমন ব্যাখ্যা দেয়, যা কুরআন/হাদীছের স্পষ্ট বিরুদ্ধ, এরূপ লোক প্রকৃত মুমিন/মুসলমান নয়, কুরআনের পরিভাষায় তাকে বলা হয় **মুলহিদ**, আর হাদীছের পরিভাষায় তাকে বলা হয় **যিন্‌দীক**।

➔ **মুরতাদঃ** ইসলাম ধর্মের অনুসারী কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করলে কিংবা ঈমানের বিপরীত কোন কথা বললে বা ঈমানের বিপরীত কোন কাজ করলে তাকে মুরতাদ বলা হয়। সংক্ষেপে **মুরতাদ অর্থ ধর্মত্যাগী**।

➔ **ফাসেকঃ** প্রকাশ্যে যে ব্যক্তি গোনাহে কবীরা করে বেড়ায় তাকে **ফাসেক** বলা হয়। আবার সব ধরনের অবাধ্যকে **ফাসেক** বলা হয়। এই হিসেবে একজন কাফেরকেও ফাসেক বলা যেতে পারে, যেহেতু সেও অবাধ্য।

➔ **আক্বীদাঃ আক্বীদা** এর শাব্দিক অর্থ কোন বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। শরীয়তের পরিভাষায় আক্বীদা অর্থ দৃঢ় ও মজবুত ঈমান, অকাট্য প্রমানভিত্তিক খবরাখবর ও বিষয়াবলীর প্রতি মনের অটল বিশ্বাস। আক্বীদা শব্দের বহুবচন হল **আক্বাঈদ**। (আহকামে জিন্দেগী, পৃষ্টা ৪৫, ৪৬, ৪৭)

## ২৬. কয়েকটি পরিভাষার ব্যাখ্যা (ফরয, ফরযে আইন, ফরযে কেফায়া, ওয়াজিব, সুন্নত, সুন্নতে মোয়াক্কাদা, সুন্নতে গায়রে মোয়াক্কাদা, মুস্তাহ্‌ছান, মুস্তাহাব, হালাল, হারাম, মাকরুহে তাহ্‌রিমী, মাকরুহে তানযিহী ও মোবাহ্‌)

➔ **ফরযঃ** যা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমানিত এবং যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনিশ্চিতরূপে করার জন্য আদেশ করা হয়েছে তাকে **ফরয** বলে। যেমনঃ কালিমা, নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ, ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা, সত্য কথা বলা ইত্যাদি। ফরয দুই প্রকারঃ

(১) **ফরযে আইনঃ** যে হুকুম বা কাজ প্রত্যেক বালেগ বুদ্ধিমান নর/নারীর উপর সমান ভাবে ফরয। যেমনঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামায, আবশ্যক পরিমান ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা ইত্যাদি।

(২) **ফরযে কেফায়াঃ** যে হুকুম বা কাজ কিছু লোক পালন করলে সকলেই গোনাহ থেকে বেঁচে যায়, কিন্তু কেউ পালন না করলে সকলেই ফরয তরকের জন্য গোনাহগার হয়ে যায়। যেমনঃ জানাযার নামায পড়া, মৃত ব্যক্তির দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা, আবশ্যক পরিমান অপেক্ষা অতিরিক্ত ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা ইত্যাদি।



➔ **ওয়াজিবঃ** যে হুকুম/কাজ ফরযের মত অবশ্যই করণীয়। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, কেউ ফরয অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায়, কিন্তু ওয়াজিব অস্বীকার করলে কাফের হয় না, তবে ফাসেক হয়ে যায়। যেমনঃ বিত্‌রের নামায পড়া, কুরবানী করা, ফিত্‌রা দেয়া ইত্যাদি।

➔ **সুন্নতঃ** যে কাজ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার সাহাবীগন করেছেন তাকে **সুন্নত** বলে। সুন্নত দুই প্রকারঃ

(১) **সুন্নতে মোয়াক্কাদাঃ** যে কাজ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার সাহাবীগন সবসময় করেছেন, বিনা ওজরে কখনও ছাড়েননি। যেমনঃ আযান, ইকামত, খত্‌না, বিবাহ ইত্যাদি। সুন্নতে মোয়াক্কাদা ওয়াজিবের মতই গুরুত্বপূর্ণ, বিনা ওজরে তা ছাড়লে বা ছাড়ার অভ্যাস করলে গোনাহগার হতে হয়। তবে ওজর বশতঃ কখনও ছুটে গেলে কাযা করতে হয়না।

(২) **সুন্নতে গায়রে মোয়াক্কাদা ঃ** যে কাজ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার সাহাবীগন করেছেন, তবে ওজর ছাড়াও কোন কোন সময় তরক করেছেন। সুন্নতে গায়রে মোয়াক্কাদাকে **সুন্নতে যায়েদা** ও বলে। সুন্নতে যায়েদা পালন করলে সওয়াব আছে কিন্তু পালন না করলে আযাব হবেনা।

➔ **মুস্তাহ্‌ছানঃ** যে হুকুম বা কাজ কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উলামায়ে কেরাম ভাল মনে করে করেছেন।

➔ **মুস্তাহাবঃ** যে কাজ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তার সাহাবীগন করেছেন, তবে সবসময় করেননি, কোন কোন সময় করেছেন। এই কাজ করলে সওয়াব আছে না করলে পাপ নেই। মুস্তাহাবকে **নফল**ও বলা হয়।

➔ **হালালঃ** শরীয়তের দৃষ্টিতে যেসব বস্তু ব্যবহার করা বৈধ তাকে **হালাল** বলা হয়। **হালাল ও জায়েয** সমার্থবোধক শব্দ।

➔ **হারামঃ** হারাম হল ফরযের বিপরীত অর্থাৎ যা নিষিদ্ধ হওয়াটা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। হারামকে হালাল মনে করলে কাফের হয়ে যায় এবং বিনা ওজরে হারাম কাজ করলে কাফের হয়না তবে ফাসেক হয়ে যায়। হারাম কাজ বর্জন করা ফরয। **হারাম ও নাজায়েয** সমার্থবোধক শব্দ।

➔ **মাকরুহে তাহ'রিমীঃ** ওয়াজিবের বিপরীত, যা কেউ অস্বীকার করলে কাফের হয়না তবে ফাসেক হয়ে যায়। বিনা ওজরে মাকরুহে তাহ'রিমী কাজ করাও **ফাসেকী** ।

➔ **মাকরুহে তানযিহীঃ** যা না করলে ছওয়াব আছে, করলে আযাব নেই।

➔ **মোবাহ্ঃ** যা মানুষের ইচ্ছাধীন, যে ব্যাপারে আল্লাহ্তাআ'লা মানুষকে করা বা না করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। যেমন, মাছ/মাংস খাওয়া, পানাহার করা, কৃষিকাজ করা, ব্যবসা/বাণিজ্য করা, দেশ ভ্রমণ করা ইত্যাদি। তবে মোবাহ্ কাজের সঙ্গে যদি ভাল নিয়ত সংযুক্ত হয় তাহলে তা ছওয়াবের কাজ হয়ে যায়। (আহকামে জিন্দেগী, পৃষ্ঠা ১১৩-১১৫)

## ২৭. দাওয়াতে তাবলীগের মেহনতের ছয় ছিফত (গুণ)

কয়েকটি গুণের উপর মেহনত করে আমল করতে পারলে দ্বীনের উপর চলা সহজ হয়। গুণগুলো হলঃ ১. কালিমা (ঈমান) ২. নামায ৩. ইল্ম ও যিক্র ৪. একরামুল মুসলিমীন ৫. তাসহী'হে নিয়ত ৬. দাওয়াত ও তাবলীগ।

### ১. কালিমা (ঈমান)

**ঈমানের সংজ্ঞাঃ** আভিধানিক অর্থে ঈমান বলা হয় কারো উপর পূর্ণ আস্থার কারণে তার কথাকে নিশ্চিতরুপে মেনে নেয়া। দ্বীনের বিশেষ পরিভাষায় ঈমান বলা হয় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর খবর/সংবাদকে না দেখে একমাত্র রাসূলের উপর আস্থার কারণে নিশ্চিতরুপে মেনে নেয়া। (মুন্তাখাব হাদীস পৃষ্ঠা ১৭)

**কালিমাঃ** লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহা'ম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ্। **অর্থঃ** নেই কোন ইলাহ্ আল্লাহ্তাআ'লা ছাড়া, হযরত মুহা'ম্মদ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্তাআ'লার রাসূল।

**কালিমার উদ্দেশ্যঃ** আমরা দুই চোখে যা কিছু দেখি বা না দেখি আল্লাহ্ পাক ছাড়া সব কিছুই মাখলুক (সৃষ্টি)। মাখলুক কিছুই করতে পারেনা আল্লাহ্তাআ'লার হুকুম ছাড়া, আল্লাহ্তাআ'লা সব কিছুই করতে পারেন মাখলুক ছাড়া। একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নূরানী ত্বরীকায় দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও কামিয়াবী।

**কালিমার ফযীলত/লাভঃ** যে ব্যক্তি এই কালিমা একীন (দৃঢ় বিশ্বাস) ও এখলাসের সহিত একবার পাঠ করবে আল্লাহ্তাআ'লা তার পিছনের সমস্ত গুনাহ



মাফ করে দিবেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার কালিমা পাঠ করবে, হাশরের ময়দানে তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জল করে উঠাবেন।

**কালিমা হাসিল করার তরীকাঃ** এই কালিমা বেশী বেশী পাঠ করা, এই কালিমার হাক্বীকত খুলে খুলে ইনফেরাদী (একাকী) এবং ইজতেমায়ী (সম্মিলিত) ভাবে দাওয়াত দেয়া এবং নির্জনে আল্লাহ্তাআ'লার নিকট দোয়া করা। হে আল্লাহ্ এই কালিমার একীন আমার দিলে এবং সমস্ত মানুষের দিলে বসিয়ে দিন।

### ২. নামায

**নামাযের সংজ্ঞাঃ** আল্লাহ্তাআ'লার কুদরত হতে সরাসরি ফায়দা হাসিল করার উপায় হল, আল্লাহ্তাআ'লার হুকুমগুলিকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ত্বরীকায় পুরা করা। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বুনিয়াদী আমল হল নামায। (মুন্তাখাব হাদীস পৃষ্ঠা ১৬৬)

**নামাযের উদ্দেশ্যঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) যেভাবে নামায পড়েছেন এবং সাহাবাগনকে যেভাবে নামায শিক্ষা দিয়েছেন, মেহনত করে সেভাবে নামায পড়ার যোগ্যতা হাসিল করা।

**নামাযের ফযীলত/লাভঃ** যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মত গুরুত্ব সহকারে আদায় করবে, আল্লাহ্তাআ'লা তাকে নিজ দায়িত্বে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি এই নামাযের প্রতি যত্নবান হবেনা, তার ব্যাপারে আল্লাহ্তাআ'লার কোন জিম্মাদারী নেই।

**নামায হাসিল করার তরীকাঃ** ফরয নামায ওয়াক্তমত জামাতের সাথে আদায় করা। ওয়াজিব/সুন্নতের পাবন্দী করা, ওমরী কাজা খুজে খুজে আদায় করা নফল নামায বেশী পড়া। নামাযের ফাজায়েল শুনিয়ে ইনফেরাদী এবং ইজতেমায়ী ভাবে দাওয়াত দেয়া এবং নির্জনে আল্লাহ্তাআ'লার নিকট দোয়া করা।

### ৩. এলেম ও যিক্র

**ক. এলেমের সংজ্ঞাঃ** আল্লাহ্তাআ'লার মহান সত্তা হতে সরাসরি ফায়দা হাসিল করার উপায় হল, আল্লাহ্তাআ'লার হুকুমগুলিকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ত্বরীকায় পালন করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ ওয়ালার এলেম হাসিল করা। অর্থাৎ এই বিষয়ে যাচাই করা যে, আল্লাহ্তাআ'লা বর্তমান অবস্থায় আমার নিকট কি চাচ্ছেন? (মুন্তাখাব হাদীস পৃষ্ঠা ৩০৮)

**এলেমের উদ্দেশ্যঃ** আল্লাহ্তাআ'লার কখন কি আদেশ ও নিষেধ তা সঠিক ভাবে জেনে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ত্বরীকায় আমল করা।

**এলেমের ফযীলত/লাভঃ** যে ব্যক্তি দ্বীনি এলেম শিক্ষা করার জন্য কোন রাস্তা অবলম্বন করবে, আল্লাহ্তাআ'লা তার জন্য বেহেশ্তের রাস্তা সহজ করে দিবেন।

**এলেম হাসিল করার তরীকাঃ** এলেম আমরা দুই ভাবে শিক্ষা করব, ফাজায়েলে এলেম ও মাসায়েলে এলেম। ফাজায়েলে এলেম তা'লীমের হালকায় বসে শিক্ষা করব, মাসায়েলে এলেম হাক্কানী ওলামাগনের নিকট শিক্ষা করব। এলেমের ফাজায়েল শুনিয়ে ইনফেরাদী এবং ইজতেমায়ী ভাবে দাওয়াত দেয়া এবং নির্জনে আল্লাহ্তাআ'লার নিকট দোয়া করা।

**খ. যিক্রের সংজ্ঞাঃ** আল্লাহ্তাআ'লা আমার সামনে আছেন এবং তিনি আমাকে দেখছেন, এই ধ্যানের সাথে আল্লাহ্তাআ'লার হুকুম পালনে মশগুল হওয়া। (মুন্তাখাব হাদীস ৩৪১)

**যিক্রের উদ্দেশ্যঃ** সর্বাবস্থায় আল্লাহ্তাআ'লার ধ্যান ও খেয়াল নিজ অন্তরে পয়দা করা।

**যিক্রের ফযীলত/লাভঃ** যে ব্যক্তি আল্লাহ্তাআ'লার যিক্র করতে করতে নিজের জিহ্বাকে তরুতাজা রাখবে, কিয়ামতের দিন সে হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

**যিক্র হাসিল করার তরীকাঃ** সর্বশ্রেষ্ট যিক্র লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু। উত্তম যিক্র কোরআন তিলাওয়াত করা। সকাল বিকাল তিন তাসবীহ্ (**১০০ বার** সুবহা'-নাল্লা-হি ওয়ালহা'মদু লিল্লা-হি ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু আল্লা-হু আক্বার, **১০০ বার** যে কোন ইস্তেগফার , **১০০ বার** যে কোন দরুদ শরীফ) আদায় করা। জায়গা বিশেষে মাসনূন দোয়াগুলো আদায় করা। যিক্রের ফাজায়েল শুনিয়ে ইনফেরাদী এবং ইজতেমায়ী ভাবে দাওয়াত দেয়া এবং নির্জনে আল্লাহ্তাআ'লার নিকট দোয়া করা।

## ৪. একরামুল মুসলিমীন

**একরামুল মুসলিমীনের সংজ্ঞাঃ** আল্লাহ্তাআ'লার বান্দাদের সাথে সম্পর্কিত আল্লাহ্তাআ'লার হুকুমসমূহকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ত্বরীকায় পাবন্দি সহকারে পালন করা এবং উহাতে মুসলমানদের বিশেষ মর্যাদার দিকে খেয়াল রাখা। (মুন্তাখাব হাদীস পৃষ্ঠা ৪৯৫)



**একরামুল মুসলিমীনের উদ্দেশ্যঃ** প্রত্যেক মুসলমানের মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান করা এবং সমস্ত মাখলুকের হক আদায় করা।

**একরামুল মুসলিমীনের ফযীলত/লাভঃ** যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের একটি হাজত (প্রয়োজন) পূর্ণ করে দিবে, আল্লাহ্তাআ'লা তার ৭৩টি হাজত পূর্ণ করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের উপকার করার জন্য বের হয়ে চেষ্টা করে, আল্লাহ্তাআ'লা তাকে দশ বছর এ'তেকাফের চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিবেন।

**একরামুল মুসলিমীন হাসিল করার তরীকাঃ** বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা, আলেমগনের বিশেষ সম্মান (তাজীম) করা। একরামুল মুসলিমীনের ফাজায়েল শুনিয়ে ইনফেরাদী এবং ইজতেমায়ী ভাবে দাওয়াত দেয়া ও নির্জনে আল্লাহ্তাআ'লার নিকট দোয়া করা।

## ৫. তাসহী'হে (এখলাস) নিয়ত

**তাসহী'হে নিয়তের (এখলাস) সংজ্ঞাঃ** আল্লাহ্তাআ'লার হুকুমসমূহকে একমাত্র আল্লাহ্তাআ'লার সন্তুষ্টির জন্য পূরা করা। (মুন্তাখাব হাদীস পৃষ্ঠা ৬৬১)

**তাসহী'হে নিয়তের (এখলাস) উদ্দেশ্যঃ** সমস্ত নেক কাজ আল্লাহ্তাআ'লার সন্তুষ্টির জন্য করা।

**তাসহী'হে নিয়তের (এখলাস) ফযীলত/লাভঃ** যে ব্যক্তি আল্লাহ্তাআ'লার সন্তুষ্টির জন্য সামান্য কিছুও দান করবে, আল্লাহ্তাআ'লা তাকে উহুদ পাহাড় পরিমান নেকী দান করবেন।

**তাসহী'হে নিয়ত (এখলাস) হাসিল করার তরীকাঃ** যে কোন নেক কাজের শুরুতে এবং শেষে নিয়ত যাচাই করা। নিয়ত ভুল হলে এস্তেগফার করা, নিয়ত ঠিক করে নেয়া এবং নিয়ত সঠিক হলে শুকরিয়া আদায় করা। তাসহী'হে নিয়তের ফাজায়েল শুনিয়ে ইনফেরাদী এবং ইজতেমায়ী ভাবে দাওয়াত দেয়া এবং নির্জনে আল্লাহ্তাআ'লার নিকট দোয়া করা।

## ৬. দাওয়াত ও তাবলীগ

**দাওয়াত ও তাবলীগের সংজ্ঞাঃ** নিজের একীন ও আমলকে সহীহ্ করা ও সকল মানুষকে সহীহ্ একীন ও আমলের উপর আনার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মেহনতের তরীকাকে সারা পৃথিবীতে যিন্দা করার চেষ্টা করা। (মুন্তাখাব হাদীস পৃষ্ঠা ৬৯৮)

**দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যঃ** আল্লাহ্র দেয়া জান, মাল এবং সময় নিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় বের হয়ে জান, মাল এবং সময়ের সঠিক ব্যবহার শিক্ষা করা।

**দাওয়াত ও তাবলীগের ফযীলত/লাভঃ** আল্লাহ্তাআ'লার রাস্তায় এক সকাল/এক বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। নিজের জন্য এক টাকা খরচ করলে ৭ লক্ষ টাকা খরচ করার সওয়াব পাওয়া যায়। একটি নেক আমল করলে ৪৯ কোটি নেক আমলের সওয়াব পাওয়া যায়।

**দাওয়াত ও তাবলীগ হাসিল করার তরীকাঃ** জীবনের প্রথম ধাপে চার মাস (তিন চিল্লা) লাগিয়ে এই কাজ শিখে মৃত্যু পর্যন্ত এই কাজকে জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে করা এবং আল্লাহ্তাআ'লার নিকট দোয়া করা। হে আল্লাহ্ দাওয়াতের কাজের হাকীকত আমার সামনে খুলে দিন, আমার দ্বারা দাওয়াতের কাজ করিয়ে নিন এবং হুজুর (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সকল উম্মতকে দাওয়াতের কাজের জন্য কবুল করুন।

## ২৮. পুরুষ/মহিলাদের ফরজ/সুন্নত

**পুরুষের জন্য ১৪ জন মহিলার সঙ্গে আজীবন বিবাহ হারাম - দেখা দেয়া জায়েয**

(১) মা (২) দুধ মা (৩) শ্বাশুড়ি (৪) দাদী (৫) নানী (৬) ফুফু (৭) খালা (৮) বোন (৯) দুধ বোন (১০) মেয়ে (১১) ভাইয়ের মেয়ে (১২) বোনের মেয়ে (১৩) নাতনী (১৪) পুতনী।

**মহিলার জন্য ১৪ জন পুরুষের সঙ্গে আজীবন বিবাহ হারাম - দেখা দেয়া জায়েয**

(১) পিতা (২) দুধ পিতা (৩) শ্বশুর (৪) দাদা (৫) নানা (৬) চাচা (৭) মামা (৮) ভাই (৯) দুধ ভাই (১০) ছেলে (১১) ভাইয়ের ছেলে (১২) বোনের ছেলে (১৩) নাতী (১৪) পুতী। (নূরানী নিসাব, পৃষ্ঠা ৬৫)

**পুরুষের দায়েমী ফরজ**

(১) সর্বদা ঈমান আমলে জুড়ে থাকা (২) নাভীর উপর থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা (৩) নিজের পরিবারকে পর্দায় রাখা।

**পুরষের দায়েমী সুন্নত**

(১) মাথায় টুপি রাখা (২) মাথায় চুল তিন নিয়মের এক নিয়মে রাখাঃ (ক) মাথা মুন্ডন করা (খ) সমস্ত মাথার চুল এক নিয়মে রাখা (গ) বাবরী রাখা কানের লতি পর্যন্ত (৩) গোফ ঠোঁটের সাথে মিশিয়ে রাখা (৪) মিস্ওয়াক করা (৫) দাড়ি লম্বা রাখা (কমপক্ষে এক মুষ্টি পরিমাণ) (৬) সুন্নত তরিকায় লম্বা জামা পরিধান করা (৭) প্রতি শুক্রবার নখ কাটা (৮) নাভীর নীচে ও বগলের লোম চল্লিশ দিনের



আগে পরিস্কার করা (৯) ঢিলা ব্যবহার করা (১০) কুলুখ ব্যবহার করা। (তাবলীগের কাজ কি, পৃষ্ঠা ৪)

**মহিলাদের দায়েমী ফরজ**

(১) ঈমানের সহিত থাকা (২) পর্দায় থাকা (৩) সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখা (৪) স্বামীর কথা মেনে চলা (৫) ছোট আওয়াজে কথা বলা।

**মহিলাদের দায়েমী সুন্নত**

(১) মাথার চুল লম্বা রাখা (২) চুল সুন্দর রাখা (৩) হাত পায়ের নখ কাটা (৪) নাভীর ও বোগলের নীচের লোম পরিস্কার করা (৫) ঢিলা ব্যবহার করা (৬) হায়েজ ও নিফাসে পট্টি ব্যবহার করা (৭) মিস্ওয়াক করা। (নূরানী নিসাব, পৃষ্ঠা ৭২)

## ২৯. চল্লিশ হাদীস

**চল্লিশ হাদীস সম্পর্কিত হাদীস**

مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِيْ أَرْبَعِيْنَ حَدِيثًا مِّنْ أَمْرِ دِيْنِهَا . كُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَّشَهِيدًا"

**অর্থঃ** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য দ্বীন সম্বন্ধে ৪০ টি হাদীস হিফজ করবে ও রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব। (নূরানী নিসাব, পৃষ্ঠা ৩৫) (কানজুল আমাল)। [অন্য বর্ণনায় আছে "তাকে বলা হবে তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি প্রবেশ কর", "তাকে উলামাদের দলে লিখা হবে ও শহীদদের সাথে তার হাশর হবে", " কিয়ামতের দিন তাকে উলামা ও ফুকাহার দলে তোলা হবে" (আন্ নওয়াবীর চল্লিশ হাদীস- ইমাম ইয়াহইয়া বিন শারফুদ্দীন আন্ নওয়াবী পৃষ্ঠা ৭-৯)]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

(১) **অর্থঃ** নিশ্চয় আমলের প্রতিদান নিয়তের উপর নির্ভরশীল। (বুখারী ১)

أَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ

(২) অর্থঃ তোমার দ্বীনকে (ঈমান) খাঁটি কর, অল্প আমলই তোমার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। (তারগীব)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

(৩) অর্থঃ ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। (ইবনে মাজাহ ২২৪)

مَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً

(৪) অর্থঃ ইলমে দ্বীন শিক্ষার একটি মজলিস ষাট বৎসরের নফল ইবাদত হতে উত্তম। (মিশকাত)

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ

(৫) অর্থঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যিনি কুরআন মজিদ শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা দেন। (বুখারী ৪৬৫৭)

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ

(৬) অর্থঃ কোরআন শরীক তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত। (বুখারী)

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْاٰنِ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوْضٌ

(৭) অর্থঃ তোমরা ফরজসমূহ এবং কোরআন মজীদ শিক্ষা কর এবং লোকদিগকে শিক্ষা দাও, কেননা আমি চিরকাল থাকব না। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

(৮) অর্থঃ একজন ফকীহ্ (আলেম) শয়তানের পক্ষে এক হাজার আবেদ এর চেয়েও ভয়ঙ্কর। (তিরমিযী ২৬৮১)

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

(৯) অর্থঃ পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। (মুসলিম ৪৪১)

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ



(১০) অর্থঃ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। (মুসলিম ৬০)

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ

(১১) অর্থঃ নামায বেহেশ্‌তের চাবি। (মিশকাত)

أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ

(১২) অর্থঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব হবে। (তিরমিযী ৪১৩)

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

(১৩) অর্থঃ দোয়া ইবাদতের মগজ। (মিশকাত ২১২৭)

مَنْ لَّمْ يَسْئَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

(১৪) অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'য়ালার নিকট দোয়া করে না (কিছু চায় না) আল্লাহ্‌তা'য়ালা তাহার উপর রাগান্বিত হন। (তিরমিযী)

لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ

(১৫) অর্থঃ আল্লাহ্‌তা'য়ালা ঐ ব্যক্তির উপর রহম করেন না, যে মানুষের উপর রহম করে না। (বুখারী ৬৮৭২)

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

(১৬) অর্থঃ খাঁটি মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত ও মুখ হতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বুখারী ৬০৪০)

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ

(১৭) অর্থঃ দুনিয়ার মুহাব্বত সকল পাপের মূল। (রাজীন)

كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

(১৮) অর্থঃ যাহা শুনে তাই বলতে থাকা কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। (মুসলিম)

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ

(১৯) অর্থঃ হারাম ভক্ষণকারীর শরীর বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। (বায়হাকী)

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

(২০) অর্থঃ চোগলখোর বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। (বুখারী ৫৬৩০)

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

(২১) অর্থঃ আত্মীয়তা ছিন্নকারী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَّا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

(২২) অর্থঃ ঐ ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না, যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার হতে নিরাপদ নয়। (মুসলিম ৮০)

لَا يَدْخُلُ الْمَلٰئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ تَصَاوِيرُ

(২৩) অর্থঃ যে ঘরে কুকুর এবং জীবের ছবি থাকে, ঐ ঘরে রহমতের ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করবে না।

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

(২৪) অর্থঃ দুনিয়াতে একজন মুসাফির/পথিকের মত থাক। (তিরমিযী ২৩৩৬)

اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(২৫) অর্থঃ জুলুম কিয়ামতের দিন ভীষণ অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে। (তিরমিযী ২০৩৬)

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ



(২৬) অর্থঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। (মিশকাত)

مَنْ سَتَرَ عَلٰى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

(২৭) অর্থঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ্‌তা'য়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবে। (তিরমিযী ১৯৩৬)

اَلدِّيْنُ النَّصِيحَةُ

(২৮) অর্থঃ মঙ্গল কামনাই দ্বীন। (মুসলিম ১০৪)

إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ

(২৯) অর্থঃ ক্ষতি করলে উপকার কর। (আবু দাউদ)

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

(৩০) অর্থঃ যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের পথ দেখায়, সে ঐ ভাল কাজ করার মত সওয়াব পায়। (জামে সগীর)

مَنْ يُّحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ

(৩১) অর্থঃ যে নম্রতা হতে বঞ্চিত, সে কল্যাণ হতে বঞ্চিত। (মিশকাত)

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

(৩২) অর্থঃ আল্লাহ্‌তা'য়ালার নিকট ঐ আমল সবচেয়ে বেশী প্রিয়, যা সবসময় করা হয়, যদিও তা কম হয়। (মিশকাত)

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

(৩৩) অর্থঃ তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঐ ব্যক্তি বেশী প্রিয় যে বেশী চরিত্রবান। (মিশকাত)

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

(৩৪) অর্থঃ দুনিয়া মুসলমানদের জন্য কয়েদখানা এবং কাফেরদের জন্য বেহেশ্‌ত। (তিরমিযী ২৩২৭)

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

(৩৫) অর্থঃ তোমাদের কেহ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভাইয়ের জন্য ঐ জিনিস পছন্দ না করবে, যা সে নিজে পছন্দ করে। (মুসলিম ৭৮)

وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

(৩৬) অর্থঃ পরস্পর দুশমনি, হিংসা করিওনা, একে অন্যের দোষ তালাশ করিওনা, আল্লাহ্‌তা'য়ালার বান্দাহ সকলেই ভাই ভাই হয়ে যাও। (বুখারী ৫৬৩৮)

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ

(৩৭) অর্থঃ গুনাহ হতে তওবাকারী, বেগুনাহ ব্যক্তির সমতুল্য। (মিশকাত ২২৫৪)

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

(৩৮) অর্থঃ যে প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নহে। (মুসলিম ১৯১)

مَنْ صَمَتَ نَجَا

(৩৯) অর্থঃ যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়। (তিরমিযী ২৫০৩)

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً

(৪০) অর্থঃ আমার পক্ষ হতে একটি বাণী হলেও পৌছে দাও। (বুখারী ৩২১৫)

(পবিত্র কুরআন ও দ্বীনি শিক্ষায় নূরানী পদ্ধতি, পৃষ্ঠা ৯০-১০১) (নূরানী নিসাব, পৃষ্ঠা ৩০-৩৫)



## সহায়ক গ্রন্থসমূহ


| | |
|---|---|
| ১.কোরআন শরীফ | |
| ২. সহীহুল বুখারী | মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (রহঃ) মৃত ২৫৬হিঃ |
| ৩. সহী মুসলিম | মুসলিম ইবনে আল হুজ্জাজ আল কুশাইরী (রহঃ) মৃত ২৬১ |
| ৪. সুনানে আবুদাউদ | আবুদাউদ সিজিস্তানী (রহঃ) মৃত ২৭৫ |
| ৫. সুনানে নাসায়ী | আহমদ ইবনে শুয়াইব আন নাসায়ী (রহঃ) মৃত ৩০৩ |
| ৬. জামে তিরমিযী | মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরা তিরমিযী (রহঃ) মৃত ২৭৯হিঃ |
| ৭. সুনানে ইবনেমাজাহ | মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ কযবিনী (রহঃ) মৃত ২৭৩ |
| ৮. মুয়াত্তা ইমাম মালেক | মালেক ইবনে আনাস আল মদনী (রহঃ) মৃত ১৭৯ হিঃ |
| ৯. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা | আবু বকর ইবনে আবি শাইবা (রহঃ) মৃত ২৩৫ হিঃ |
| ১০. মুসনাদে আহমদ | আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল শাইবানী (রহঃ) মৃত ২৪১ |
| ১১. মসনদুল বজ্জার | আহমদ ইবনে আমর ইবনে আঃ খালেক বজ্জার (রহঃ) মৃত ২৯২ |
| ১২. সুনানে দারে কুতনী | আলী ইবনে উমর ইবনে আহমদ বাগদাদী (রহঃ) মৃত ৩৮৫ |
| ১৩. বাইহাকী সুনানে কুবরা | আহমদ ইবনুল হুসাইন খুরাসানী (রহঃ) মৃত ৪৫৮ |
| ১৪. মুসতদরকে হাকেম | আবু আবদুল্লাহ আল-হাকেম নিশাপুরী (রহঃ) মৃত ৪০৫ হিঃ |
| ১৪. মুসনাদে আবি ইয়ালা | আবু ইয়ালা আহমদ ইবনে আলী আল মুসেলী (রহঃ) মৃ ৩০৭ হিঃ |
| ১৫. মজমাউয যওয়ায়েদ | নুরুদ্দীন হাইসামী শাফেয়ী (রহঃ) মৃত ৮০৭ হিঃ |
| ১৬. আত্‌-তারগীব ওয়াত্‌-তারহীব | হাফিয যাকীউদ্দীন আবদুল আযীম মুনযেরী (রহঃ) মৃত ৬৫৬ হিঃ |
| ১৭. শুয়াবুল ইমান | আহমদ ইবনুল হুসাইন খুরাসানী (রহঃ) মৃত ৪৫৮ |
| ১৮. মু'জমে তাবরানী | আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ তাবরানী (রহঃ) মৃত ৩৬০ হিঃ |
| ১৯. সহী ইবনে খুযাইমা | মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমা নিশাপুরী (রহঃ) মৃত ৩১১ হিঃ |
| ২০. এলাউস সুনান | জাফর আহমদ থানবী উসমানী (রহঃ) মৃত ১৩৯৪ হিঃ ১৯৭৪ ইং |
| ২১. মুয়ালিমুস সুনান | আবু সুলাইমান খাত্তাবী (রহঃ) মৃত ৩৮৮ হিঃ |
| ২২. নাইলুল আওতার | মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ শওকানী (রহঃ) মৃত ১২৫০হিঃ |
| ২৩. মিশকাত শরীফ (বাংলা) | |
| ২৪. বেহেশতী জেওর (বাংলা) | মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ আলী থানভী (রহ) । |
| ২৫. হজ্জ সহায়িকা | প্রফেসর মুহাম্মদ নুরুল মোস্তফা। |
| ২৬. নূরানী নিসাব | মাওলানা হোসাইন আহমদ। |
| ২৭. নিত্যদিনের দোয়া দরুদ | মুফতী মুহাম্মদ ওসমান আল হাসান। |
| ২৮. আল্লাহুম্মা রাব্বানা | মুফতি মুহাম্মদ ওসমান আল-হাসান। |
| ২৯. হিসনে হাসীন | ইমাম মুহাম্মদ আজ-জাযরী (রহ.) । |
| ৩০. খাযায়েনে কোরআন ও হাদীস | শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার। |
| ৩১. ফাযায়েলে দরুদ | মাওলানা মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন মাসউদ। |
| ৩২. নেক আমালিয়াত | হাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব সাহেব। |

| | |
|---|---|
| ৩৩. পবিত্র কোরআন ও দ্বীন শিক্ষার নূরানী পদ্ধতি | মাওলানা মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ । |
| ৩৪. আল মুনাজাত | প্রিন্সিপাল মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম । |
| ৩৫. সিলাহুল মুমিন | মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ । |
| ৩৬. গোনাহ ও তওবা | মাওলানা মুহাম্মদ তকী উসমানী । |
| ৩৭. আদইয়ায়ে মাসনুনাহ | তাবলিগী কুতুবখানা |
| ৩৮. তাবলিগের কাজ কি? | মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শামসুদ্দীন খন্দকার । |
| ৩৯. ফয়জুল কালাম | মুফতী ফয়জুল্লাহ (রহ) । |
| ৪০. আহকামে জিন্দেগী | মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন । |
| ৪১. কালিমার দাওয়াত | হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান । |
| ৪২. মাযহাব ও নামায | মাওলানা নুরুল আনছার |
| ৪৩. ফাযায়েলে রমযান ও রোযার বিধান | মাওলানা নুরুল আনছার |
| ৪৪. জিলহজ্ব মাসের ফযিলত ও কুরবানীর বিধান | মাওলানা নূরুল আনছার |
| ৪৫. ফাযায়েলে দরুদ | মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রহ) । |


সমাপ্ত